শ্রীপ্রমেয়-রত্নাবলী

কান্তিমালা টীকা সহ

[বৈষ্ণবদর্শনে প্রথম পাঠ্য]

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য

শ্রীপাদ বলদেব-বিদ্যাভূষণ পাদ

বিরচিতা

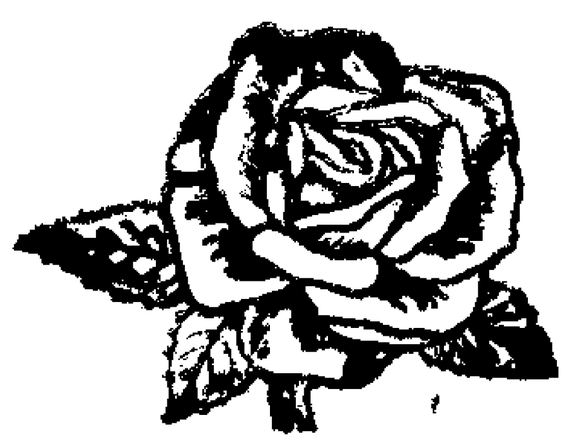

প্রকাশক —

শ্রীসুলোচন পঞ্চতীর্থী

শ্রীগোপাল চতুষ্পাঠী প্রকাশিত গ্রন্থ।

লেখক—শ্রীসুলোচন পঞ্চশাস্ত্রী

ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ

১। শ্রীমদ্ভাগবতে বেদস্তুতি ব্যাখ্যা

শ্রুতিরূপা নিত্যসিদ্ধা ভাবময়ী গোপীগীত তত্ত্ব ব্যাখ্যা

বৈষ্ণব দর্শন উপাধি পাঠ্য

২। প্রমেয় রত্নাবলী ,, প্রথমা পাঠ্য

৩। শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণস্য প্রথমা প্রশ্নোত্তরী

৪। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দীক্ষার্চ্চন

সাধকের সিদ্ধ পদ্ধতি শিক্ষা

৫। শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ প্রবচন সিদ্ধান্ত (দ্বিতীয় ভাগ)

৬। ভারতীয় তীর্থদর্শন (৭০টি চিত্রসহ

পবিত্র শাস্ত্রীয় দর্শন বিবরণ)

৭। গৌরমণ্ডল পরিক্রমা (কুম্ভমেলা)

৮। ব্রজ চৌরাশী ক্রোশ পরিক্রমা

প্রসিদ্ধ ব্রজ গাইড

৯। ঐ হিন্দী

১০। কুম্ভমেলা বৃন্দাবন দর্শন (হিন্দী)

শ্রীপ্রমেয়-রত্নাবলী

কান্তিমালা টীকা সহ

[বৈষ্ণবদর্শনে প্রথম পাঠ্য]

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য

শ্রীপাদ বলদেব-বিদ্যাভূষণ পাদ

বিরচিত।

অধ্যক্ষ

শ্রীকানাইলাল অধিকারী পঞ্চতীর্থ কর্ত্তৃক

সভূমিকা বঙ্গভাষানুদিতা সম্পাদিতা চ

প্রকাশক—

শ্রীসুলোচন পঞ্চশাস্ত্রী

ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ

১৪০১ বঙ্গাব্দ

ঃঃ প্রাপ্তিস্থান ঃঃ

১। মহেশ লাইব্রেরী, ২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

৩। ঘোটাকুঞ্জ, বংশীবট, পোঃ - বৃন্দাবন, মথুরা (U, P)

৪। শ্রীগিরিধারীলাল গোস্বামী - প্রচারক, কিনুবাবু কুঞ্জ
বাগবুন্দেলা, পোঃ—বৃন্দাবন, জেলা - মথুরা (U, P)

৫। শ্রীগোপাল চতুষ্পাঠী
পাকাটোল রোড, কলেজ মোড়,
পোঃ—নবদ্বীপ, জেলা—নদীয়া।

1.2.1
04368

মুদ্রণে—পোড়ামা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
চরস্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।

গ্রন্থ সংরক্ষণার্থে
আনুকূল্য—১২ টাকা

বৈষ্ণব শাস্ত্রের মহিমা।

স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদসংবাদে বর্ণিত আছে—"বৈষ্ণবশাস্ত্রসমূহ যাঁহারা শ্রবণ ও পাঠ করেন, ইহলোকে সেই সকল মানব ধন্য, তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ নিত্য প্রসন্ন॥ যে সকল মানব গৃহে বৈষ্ণবশাস্ত্রসমূহ অর্চন করেন, তাঁহারা সর্বপাপবিমুক্ত হইয়া সকলের নমস্য হন। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ নারদ! সকল সম্পদের বিনিময়ে বৈষ্ণবশাস্ত্র সংগ্রহ করা কর্তব্য, বিশেষতঃ শ্রীনারায়ণের তুষ্টির জন্য বৈষ্ণবগণ মহাভক্তি সহ বৈষ্ণবশাস্ত্র সংগ্রহ করিবেন॥ যাঁহার মন্দিরে হস্তলিখিত বৈষ্ণবশাস্ত্র রক্ষিত হয়, হে নারদ সেখানে শ্রীনারায়ণদেব স্বয়ং বাস করেন॥ পুরাণোক্ত বৈষ্ণব মহিমাযুক্ত একটি শ্লোক, অর্দ্ধশ্লোক বা শ্লোকপাদ যিনি পাঠ করেন, তিনি সহস্র গোদান সম ফল প্রাপ্ত হন॥ হে বিপ্রেন্দ্র! বৈষ্ণবশাস্ত্র দেবগণের, ঋষিদের, যোগিদেরও দুর্লভ, মনুষ্যগণের যে দুর্লভ তাহা আর কি বলিব।" শ্রীহরিভক্তি বিলাস ১০।৩৬৮—৭৩

শ্রীপ্রমেয় রত্নাবলী গ্রন্থ শ্রীমাধ্ব গৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ। নয়টি প্রমেয়দ্বারা বেদান্তের প্রতিপাদ্য তত্ত্বরত্নরূপ পুষ্প শ্রীল বলদেব বিদ্যা-ভূষণ পাদ চয়ন করিয়া জীবের হৃদয়ের পরমাত্মার জন্য অর্পণ করেছেন।

বৈষ্ণদর্শন তথা গৌড়ীয় বেদান্তানুশীলনকারী সাধকদের, তথা বিদ্যার্থী-দের জন্য এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেন। ইহার পূর্বে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বেদস্তুতি ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থদ্বয়ের বঙ্গানুবাদ, সম্পাদনা ও সংশোধন করেছেন নবদ্বীপ রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের প্রধানাচার্য্য (প্রিন্সিপ্যাল) শ্রীকানাইলাল অধিকারী পঞ্চতীর্থ মহোদয়। তাঁহাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রকাশক—শ্রীসুলোচন শাস্ত্রী
অধ্যাপক—শ্রীগোপাল চতুষ্পাঠী

শ্রীনবদ্বীপের শ্রীগোপাল চতুষ্পাঠী সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, গৌড়ীয়বেদান্ত বৈষ্ণব দর্শন, তথা পাণিনীয় ব্যাকরণ, কাব্য ইত্যাদি অধ্যাপনা হইয়া থাকে। ১৯৮২ খৃঃ ইন্টারভিউর পরে সরকারী অনুমোদিত।

সম্প্রতি নবদ্বীপে নিজস্ব নবনির্মিত বিদ্যালয় গৃহে ১।৩ পাকাটোল রোডে কলেজ মোড়ে পঠন-পাঠন চলিতেছে। বর্তমান এই বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী—শ্রীসুলোচন পঞ্চশাস্ত্রী, ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শন তীর্থ। তাঁহার পূর্বপরিচয় শুনিয়াছি, যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণকুলে, পূর্বশাসন গ্রামে ভুবনেশ্বর (২)তে তথা ১৩৩৭ মার্গশীর শুক্ল চতুর্দশী বৃহস্পতিবার দিবস জন্ম। মাতা মোতিদেবী, পিতা পরীক্ষিত দেবশর্মা (মহাপাত্র), বৈরাগ্য আশ্রমের নাম—সুলোচন দাস। ১৯৫২ আগষ্ট হইতে ১৯৭০ জুলাই পর্যন্ত বৃন্দাবনে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর সমাধি মন্দিরে সেবাইত পূজারী ছিলেন। শাস্ত্রীজীর প্রমাণ পত্রানুসারে জানা যায় যে প্রাথমিক শিক্ষা নবদ্বীপে, তৎপরে বেনারস, দারভাঙ্গা তথা ভারতীয় বিদ্যাভবন বোম্বাই ইত্যাদি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শাস্ত্রী উপাধিপ্রাপ্ত। বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষদ হইতে তীর্থ উপাধি। তথা এলাহাবাদ হইতে হিন্দী সাহিত্যরত্ন প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সম্প্রতি বৈষ্ণবদর্শন বিদ্যার্থীদের জন্য এই প্রমেয়-রত্নাবলী, তথা বেদস্তুতি ব্যাখ্যা প্রকাশন করিলেন। এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ প্রকাশনে আশা করি বিদ্যার্থীদের উপকার হইবে। ইতি—

১৪০১ বঙ্গাব্দ
শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী।

মহান্ত—শ্রীসনাতন দাসজী মহারাজ
ঘোটাকুঞ্জ, বৃন্দাবন

ভূমিকা

গৌড়ীয় বেদান্ত ভাষ্যকার
শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ

বলদেব নাম তিনবার উচ্চারিল।
মহাপ্রভু যৈছে নরোত্তমে প্রকাশিল॥

—শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ (১০।১১)

জীবনী- শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর আহ্বানে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ উড়িষ্যার অন্তর্গত বালেশ্বর জেলায় রেমুণার নিকটে এক গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে খ্রীষ্টিয় সপ্তদশ শতকের শেষভাগে (প্রায় ১৬০০ শক) আবির্ভূত হন। তাঁহার আবির্ভাবের সঠিক তারিখ জানা যায় নাই। তিনি ১৬৪০ শকে গোবিন্দভাষ্য রচনা করেন এবং ১৬৮৬ শকাব্দে (১৭৬৪ খ্রীঃ) শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের স্তবমালার টীকা রচনা করেন, অর্থাৎ ঐতিহাসিক পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭ খৃঃ) পর। সুতরাং প্রায় ৯০ বৎসর প্রকট ছিলেন।

'স্তবমালাবিভূষণ' টীকার শেষে—ষড়শীতি উত্তর ষোড়শতীগণিতে তস্য (১৬৮৬) শকে তু টীকায়া নিষ্পত্তিঃ। এইরূপ শ্রীবলদেব লিখিয়াছেন। (শ্রীমদ্ রসিকানন্দ বংশাবতংস আচার্যভাস্কর শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক (বঙ্গাব্দ ১২৯২) লিখিত প্রবন্ধ অবলম্বনে) শ্রীবলদেব চিল্কাহ্রদের অপর-পারে কোন বিদ্বদ্‌গোষ্ঠিতে ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করার পর বেদ অধ্যয়ন করেন এবং বেদান্ত অধ্যয়নের জন্য কর্ণাটে তত্ত্ববাদি মাধ্বসম্প্রদায়ের শিষ্য হন। দ্বৈত বেদান্তবিদ্বান শ্রীবলদেব তথায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দিগ্‌বিজয় কালে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র পুরীধামের তৎকালীন পণ্ডিতগণকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করেন। কিছুদিন পরে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর প্রতিষ্ঠিত পুরীর কুঞ্জমঠে অবস্থানরত শ্রীরসিকানন্দ মুরারির প্রশিষ্য কান্যকুব্জবাসী পণ্ডিত শ্রীরাধাদামোদরের নিকটে শ্রীষট্‌সন্দর্ভ অধ্যয়ন করিয়া শ্রীবলদেব শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত ও ধর্মের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং শ্রীরাধাদামোদরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আম্নায়পরম্পরা—

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ সখা (শ্রীবৃন্দাবনলীলার শ্রীসুবল) শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত – শ্রীপাট অম্বিকাকালনা। তাঁহার শিষ্য শ্রীহৃদয়-চৈতন্য বা শ্রীহৃদয়ানন্দ অধিকারী ঠাকুর। তাঁহার দীক্ষা-শিষ্য শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু। তাঁহার দীক্ষিত শিষ্য শ্রীরসিকানন্দমুরারি – শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর। তাঁহার দীক্ষা-শিষ্য ও পৌত্র শ্রীনয়নানন্দদেব গোস্বামী (১৬০৭ শকে) মহান্ত পদে অধিষ্ঠিত হন। ইঁহার দীক্ষিত শিষ্য পুরী কুঞ্জমঠস্থ কান্যকুব্জবাসী পণ্ডিত শ্রীরাধা-দামোদর, ইহার শিষ্য হইলেন শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ। অনন্তর শ্রীপুরীধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া শ্রীশ্যামসুন্দর জীউর মন্দিরে অবস্থান করেন। ১৭০৪ খৃঃ [১৬২৬ শকাব্দে]। টড সাহেব লিখিত 'রাজস্থান' গ্রাউস সাহেব লিখিত-- 'মথুরা', শ্রীরাধাকুণ্ডের ইতিহাস শ্রীনবদ্বীপ দাস।

শ্রীগোবিন্দ ভাষ্যের সূচনা

ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যকার শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দজীউর মন্দির আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিলে মন্দিরের সেবকবৃন্দ শ্রীগোবিন্দদেবকে প্রথমে শ্রীরাধাকুণ্ডে, পরে কাম্যবনে স্থানান্তরিত করেন। তৎপরে রাজস্থানে মির্জা রাজা প্রথম জয়সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র রামসিংহের সেবাশ্রয়ে লইয়া যান। ১৬৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, রাজধানী অম্বর হইতে প্রায় পাঁচক্রোশ দূরে 'গোবিন্দপুরা' পল্লীতে শ্রীগোবিন্দজীউ অবস্থান করেন। সবাই জয়সিংহ (দ্বিতীয়) ১৭০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জয়পুরের রাজসিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন এবং তিনিই বর্তমান আকারে জয়পুর নগর প্রতিষ্ঠা করেন। তন্মধ্যে ১৭১৪ খ্রীঃ শ্রীগোবিন্দ জীউ অম্বরে এবং ১৭১৬ খ্রীঃ জয়পুরের 'চন্দ্রমহল' রাজপ্রাসাদের সম্মুখভাগে 'সূর্যমহলে' অধিষ্ঠিত হন – ইহার প্রমাণ জয়পুর ষ্টেটের প্রাচীন কাগজপত্র হইতে পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর সেবা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণই শ্রীবৃন্দাবনের প্রথানুযায়ী করিতে থাকেন।

জয়পুর নগরের কেন্দ্রস্থল হইতে প্রায় একক্রোশ দূরে পূর্বভাগে গলতা আশ্রম বা গলতার গাদী শ্রীরামানন্দী শাখার বৈষ্ণবগণের প্রসিদ্ধ পীঠস্থান।

ঐ আশ্রম অম্বরাধীশ মহারাজ পৃথ্বীরাজের সময় পৈহারী কৃষ্ণদাসজীর দ্বারা স্থাপিত হয়। সেই হইতে জয়পুর রাজবংশের উপর রামানন্দী বৈষ্ণব মহান্তগণের প্রবল আধিপত্য চলিয়া আসিতেছে।

জয়পুর রাজ্যের প্রাসাদের মধ্যে গৌড়ীয়ার ঠাকুর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউ গৌড়ীয়গণের পদ্ধতি অনুসারে পূজিত হইতেছেন জানিয়া গলতার গাদীস্থিত স্বামী বালানন্দ (১৩৬৩ খ্রীঃ জন্ম) প্রমুখ মহন্তগণ তাঁহাদের অনুগত তদানীন্তন জয়পুর নরেশকে জানাইলেন – গৌড়ীয়গণ চতুঃসম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহেন সুতরাং তাঁহাদিগকে শ্রীগোবিন্দজীর সেবাধিকার প্রদান করা উচিত নহে। এই ঘটনা ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৬৪০ শকে ঘটিয়াছিল।

চারি বৈষ্ণব সম্প্রদায়

ইহার কিছুকাল পূর্ব হইতে উত্তর ভারতে একটা সাম্প্রদায়িক আন্দোলন সুরু হয়। শ্রীরামানন্দ স্বামীর পর চতুর্থ অধস্তন (রামানন্দ, অনন্তানন্দ, পৈহারী কৃষ্ণদাস, অগ্রদাস, তাঁর শিষ্য নাভাদাস) শ্রীনাভাদাসজী (প্রায় ১৬০০ খ্রীঃ জন্ম) তাঁহার রচিত হিন্দী ভক্তমালে সর্বপ্রথম চারিটি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে ছপ্পয় ও দোঁহা রচনা করিয়াছেন। শ্রীরামানুজ— কল্পবৃক্ষ, শ্রীবিষ্ণুস্বামী – সংসার সমুদ্রের জাহাজ, শ্রীমধ্বাচার্য— মেঘ, শ্রীনিম্বার্ক —সূর্য সদৃশ। এই চারিজন ক্রমে শ্রী, রুদ্র, ব্রহ্ম ও সনক সম্প্রদায়ের আচার্য। সুতরাং উক্ত চারি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয় পত্র প্রদান করিতে না পারিলে কেহই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী বলিয়া দাবী করিতে পারিবেন না।

'শ্রীবৈষ্ণবমতাব্জভাস্কর' গ্রন্থের উল্লেখ অনুসারে সবাই— জয়সিংহ (দ্বিতীয়) রাজত্বকালে রামানন্দ – শিষ্য সুর কুরানন্দের শাখায় (রামানন্দের পর ১০ম অধস্তন) গোবর্ধনবাসী ব্রজানন্দের প্রধান ও প্রবল প্রতাপশালী শিষ্য বালানন্দজী (জন্ম ১৬৬৩ খ্রীঃ) চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদল সংগঠন করেন এবং জয়পুর নরেশের সেনাবাহিনীকে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা দান করিয়া এক একটি সাম্প্রদায়িক আখড়ায় পরিণত করেন। বালানন্দজী ১৭০২ খ্রীঃ প্রয়াগে ও অন্যান্য স্থানে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আখড়া স্থাপন করেন। কেহ কেহ তাঁহাকে

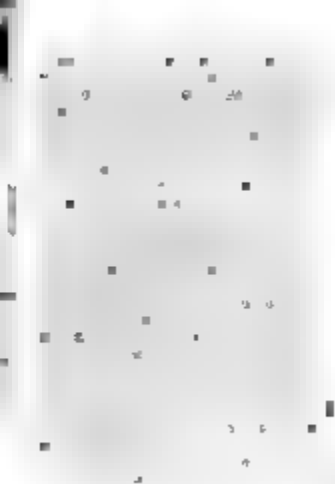

বর্তমানাকারে প্রকাশিত কুম্ভমেলার প্রবর্তক বলিয়াও মনে করেন। (পরিশিষ্টভাগ ১০১ পৃষ্ঠা)

জয়পুরে 'চাঁদপোল দরজা'—নামক পল্লীতে অদ্যাপি 'বালানন্দজীকো আখড়া' বা গাদী দৃষ্ট হয়। শ্রীবালানন্দ ও তদানীন্তন গলতামঠাধীশ শ্রীগোবিন্দজীউর সেবাধিকারী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে জানান যে তাঁহারা যে পর্যন্ত চারিটি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কোনো একটির অন্তর্গত বলিয়া পরিচয় পত্র বা স্বসম্প্রদায়ের ভাষ্য প্রদর্শন করিতে না পারিবেন, সে পর্যন্ত তাঁহারা শ্রীগোবিন্দজীউর সেবাধিকার লাভ করিতে পারিবেন না। এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য জয়পুরনরেশ চারি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের একটি বিচার সভা আহ্বান করিবার প্রস্তাব করেন।

জয়পুরে বৈষ্ণব সভা

এই সংবাদ শ্রীধাম বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সমুদায় গোস্বামী মহান্ত অধিকারী ও বৈষ্ণবগণ একত্রিত হইয়া তদানীন্তন প্রধান ও বর্ষীয়ান আচার্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদের কর্ণগোচর করিলেন। তিনি তাঁহার নবোৎসাহী ছাত্র শ্রীবলদেবকে শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য প্রমুখ কতিপয় বৈষ্ণব পণ্ডিতের সহিত জয়পুরে বিচার সভায় প্রেরণ করিলেন। শ্রীবলদেব নিজ শ্রীগুরুপাট গোপীবল্লভপুর গাদীর তদানীন্তন মহান্ত পদে অধিষ্ঠিত তাঁহার পরমগুরুদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীশ্রীব্রজজনানন্দদেব গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণে শুভাশীর্বাদ প্রার্থনা জানাইয়া জয়পুরে গমন করিলেন। পত্র পাইয়া শ্রীশ্রীব্রজজনানন্দ প্রভু নৌকা-যোগে গঙ্গা-পথে প্রয়াগ হইয়া যমুনার প্রবাহ ধরিয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য রচনা

জয়পুর গলতার সভায় উপস্থিত হইয়া শ্রীবলদেব বলিলেন—গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মূল প্রবর্তক প্রেমপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতকেই

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামিকৃত ষট্‌সন্দর্ভাদি গ্রন্থই তাহার প্রমাণ। কিন্তু ভিন্ন সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণের এই কথায় মন মানিল না, নিজ নিজ ভাষ্য ব্যতীত কোন সম্প্রদায়ই হইতে পারে না বলিয়া তাঁহারা আপত্তি উত্থাপন করিলেন। বিচার চলিতে থাকিল একে একে পরাস্ত হইতে লাগিলেন পণ্ডিতগণ। তখন শ্রীবলদেব কয়েক দিনের মধ্যেই স্বসম্প্রদায়ের ভাষ্য দেখাইবেন বলিয়া সভায় প্রতিশ্রুতি দিয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীগোবিন্দজীউর বারত্রয় স্বপ্নাদেশ পাইয়া অত্যল্পকাল মধ্যেই ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্য, গীতাভাষ্য ও উপনিষদ্‌ভাষ্য রচনা করিয়া শ্রীবলদেব গলতার পণ্ডিত সভায় প্রদর্শন করিলেন (১৬৪০ শকে, ১৭১৮ খ্রীঃ)। গ্রাউস সাহেব মথুরা, টড সাহেব রাজস্থান। তখন সকল বৈষ্ণবগণই আশ্চর্যান্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্প্রদায়কে সর্বোৎকৃষ্ট পঞ্চম বৈষ্ণব-সম্প্রদায়রূপে স্বীকার করিলেন এবং পূর্বতন পূজারীগণকে পুনরায় শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর সেবায় নিযুক্ত করিলেন। এই সময় হইতেই জয়পুর, গলতা, করৌলি এবং শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানের সেবাধিকার গৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দেরই দৃঢ়ীকৃত হইল।

জয়পুরাধীশ বহুসম্মানের সহিত শ্রীবলদেবকে 'বিদ্যাভূষণ' উপনাম প্রদান করেন। উল্লিখিত বিচার আরম্ভকালে জয়পুরের পণ্ডিতগণ প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলেন—পরাস্ত হইলে শ্রীবলদেবের শিষ্যত্ব স্বীকার করিবেন। এক্ষণে পরাজিত হইয়া শিষ্য হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় 'বিদ্যাভূষণ' প্রভু বিনয় নম্রভাবে তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া গলতায় 'শ্রীবিজয়গোপাল জীউর' শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত করিলেন এবং "গোপালজীউর আরত্রিক অগ্রে হইবে"—এইমাত্র স্ববাক্য স্থায়ী রাখিলেন। এখন ঐ শ্রীগোপাল জীউর সেবা রামানন্দী সাধুগণের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে।

অতঃপর মহারাজার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সকলের নিকট আমূলবৃত্তান্ত প্রকাশ করায় সকলে বিদ্যাভূষণকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। তদনন্তর শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের মহান্ত শ্রীশ্রীব্রজজনানন্দ দেব গোস্বামীর আজ্ঞামতে উক্ত গোস্বামীর সেব্য

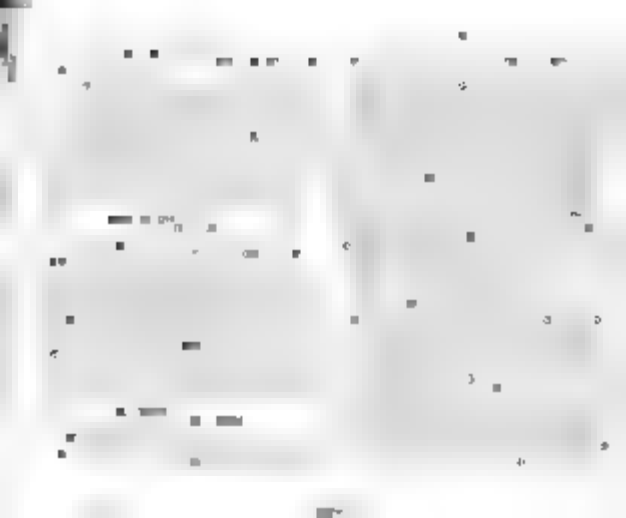

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর প্রকাশিত শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজিত শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর-জীউর সেবানির্বাহের জন্য অধিকারী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অন্যান্য গ্রন্থ রচনায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। সেই হইতে অদ্যাবধি শ্রীবৃন্দাবনেও সর্বদেবালয়ের অগ্রে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউর আরত্রিক সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছেন। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দী সম্প্রদায়ের ইহাও একটি বৈশিষ্ট্য অতুলনীয় শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্প্রদায়ের সর্বতন্ত্র স্বাতন্ত্র্য স্থিরীকরণ।

শ্রীগোবিন্দভাষ্যের শেষে শ্রীবলদেব ব্যক্ত করিয়াছেন—

বিদ্যারূপং ভূষণং মে প্রদায়, খ্যাতিং নিন্যে তেন যো মামুদারঃ।
শ্রীগোবিন্দস্বপ্ন-নির্দিষ্টভাষ্যে, রাধাবন্ধুর্বন্ধুরাঙ্গঃ স জীয়াৎ॥

অর্থাৎ যিনি মহান দাতা আমাকে 'বিদ্যারূপ ভূষণ' প্রদান করিয়া সেই 'বিদ্যাভূষণ' নামের দ্বারা আমাকে খ্যাতি লাভ করাইয়াছেন এবং শ্রীগোবিন্দ মূর্তিতে (শ্রীশ্যামসুন্দরমূর্তিতে) আমার নিকট স্বপ্নযোগে বেদান্তরূপ নিজ শব্দব্রহ্ম বিগ্রহের ভাষ্য নির্ণয় করিয়াছেন, সেই ত্রিভঙ্গিম রম্যমূর্তি শ্রীরাধাবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ রচিত ও বর্তমানে উপলভ্যমান গ্রন্থাবলী—
১। ব্রহ্মসূত্রের শ্রীগোবিন্দভাষ্য, ২। সিদ্ধান্তরত্ন—ভাষ্যপীঠক ৩। প্রমেয়-রত্নাবলী, ৪। সিদ্ধান্তদর্পণ ৫। সাহিত্যকৌমুদী, ৬। ব্যাকরণ কৌমুদী ৭। কাব্যকৌস্তুভ, ৮। ঐশ্বর্যকাদম্বিনী, ৯। বৈষ্ণবানন্দিনী—শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্দের টীকা, ১০। গোপালতাপনীভাষ্য, ১১। ঈশোপনিষদ্‌ভাষ্য, ১২। শ্রীগীতাভূষণভাষ্য, ১৩। শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য—নামার্থসুধা, ১৪। স্তব-মালাবিভূষণভাষ্য, ১৫। লঘুভাগবতামৃততিপ্পনী,—সারঙ্গরঙ্গদা, ১৬। নাটক-চন্দ্রিকা টীকা, ১৭। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দশতকটিপ্পনী ১৮। ছন্দকৌস্তুভ ভাষ্য, ১৯। সাহিত্যকৌমুদী টীকা—কৃষ্ণানন্দিনী, ২০। বেদান্ত সামন্তক (?) ২১। তত্ত্বসন্দর্ভ টীকা।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ স্বয়ং শ্রীশ্যামানন্দ শতক-টিপ্পনীর প্রথমে এবং সাহিত্য কৌমুদীর সর্বশেষে জানাইয়াছেন নিজ গুরুপরম্পরা—

আনন্দয়তি শ্যামাং রসিকান্ নয়নানি চ স্বধ মনি যঃ।
বিস্মাপক-দামোদর লীলোঽবতু নঃ স গোবিন্দঃ॥

অর্থ—যিনি শ্রীরাধারাণীকে, ব্রজবাসী রসিকসমূহকে এবং ব্রজবাসী প্রাণিমাত্রের নয়ন সকলকে আনন্দ দান করেন, সেই অত্যাশ্চর্য দামোদর লীলাকারী শ্যামসুন্দর শ্রীগোবিন্দ আমাদের পালন করুন। অর্থান্তরে—শ্রীগোবিন্দ আচার্য্যবপুতে গুরু পরম্পরায়—শ্রীশ্যামানন্দ দেব গোস্বামী, শ্রীরসিকানন্দ দেব গোস্বামী, শ্রীনয়নানন্দ দেব গোস্বামী, অত্যাশ্চর্য লীলাকারী শ্রীরাধাদামোদর রূপে আমাদের স্বধামে রক্ষা করুন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পদারবিন্দ নিরত

শ্রীশ্যামানন্দীয় গুপ্ত ধ্রামছত্র

ধাম—শ্রীবৃন্দাবন
নিলয়—শ্রীকুণ্ড
ক্ষেত্র—বংশীবট
পরিক্রমা—শ্রীগোবর্ধন
বাঞ্ছা—যুগলভজন
জপ—শ্রীগোপালমন্ত্র
শ্রীপাট—নবদ্বীপ
বর্ণ—শুক্ল
গোত্র—অচ্যুত
গায়ত্রী—কামগায়ত্রী
মন্ত্র—মহামন্ত্র
আচার্য—কমলাসন ব্রহ্মা
শ্রীঅদ্বৈতাচার্য

মুনিবর—শ্রীব্যাসদেব
ঋষি—শ্রীনারদ
দেব—শ্রীশ্রীমদনমোহন
নিগম—প্রণব, শ্রীগোপালতাপনী
মুক্তি—শ্রীযুগলচরণলাভ
জীবন—শ্রীনাম
নিষ্ঠা—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদে
মুদ্রা—শ্রীনামাক্ষর, শীতলা
তিলক—ঊর্ধ্বপুণ্ড্র, গোপীচন্দন
মালা—শ্রীতুলসী ২বা ৩ লহরী
সেবা—শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ
আশ্রয়—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু

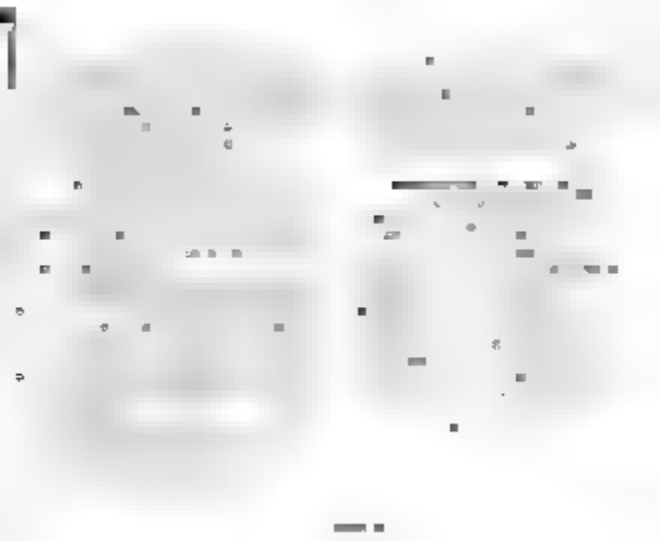

গুপ্তধামছত্র-প্রমাণম্

শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দ নিরতস্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং
শ্রীকুণ্ডং সুখদং বিলাসনিলয়ং ক্ষেত্রঞ্চ বংশীবটম্।
শ্রীগোবর্ধনমণ্ডলস্য পরিতঃ কুর্বন্তি তে দক্ষিণং
রাধাকৃষ্ণ পদারবিন্দ-ভজনে তেষাং তু বাঞ্ছা পরম্ ॥১
শ্রীগোপালমনুং জপন্তি সততং পাটং নবদ্বীপকম্
বর্ণং শুদ্ধমতো বদন্তি রসিকা গোত্রং পরমচ্যুতম্।
গায়ত্রী মদনাভিধামপি পরং মন্ত্রং মহামন্ত্রকম্
আচার্যং কমলাসনং মুনিবরং ব্যাসং ঋষিং নারদম ॥২
দেবং মন্মথমোহনঞ্চ নিগমং বেদাদিমূলং মনুঃ
গোপালস্য চ তাপনীমতপরে সংচক্ষতে কোবিদঃ।
রাধাকৃষ্ণপদাব্জলভ্যমমলাং মুক্তিঞ্চ শাখাভূতাম্
নামৈকমনুজীবনং তু কথিতং নিষ্ঠা তু কৃষ্ণার্পিতে ॥ ৩
শ্রীমন্নাম দিদেশপংক্তি রুচিরা মুদ্রা মতা শীতলা
গোপীচন্দন চারুচিত্র তিলকং ভালে পটে শোভিতম্।
শ্রীমং শ্রীতুলসী ভবা চ শুভদা মালা দ্বিধা বা ত্রিধা
শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমনীশং সেবা মুদা শ্রেয়সে ॥৪
আচার্যং সততং বদন্তি সুখদং তদ্বৈতচন্দ্রং পরে।
নিত্যানন্দমনেক-জীবশরণং ব্রুমঃ কিমন্যৎ পরম্ ॥৫

—•—

লেখক—শ্রীকানাইলাল পণ্ডীর্থ।

শ্রী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি।
শ্রী শ্রীরাধাশ্যামসুন্দরো জয়তি।

শ্রীপ্রমেয়-রত্নাবলী

প্রথম-প্রমেয়ম্

মঙ্গলাচরণম্

জয়তি শ্রীগোবিন্দো, গোপীনাথঃ স মদন-গোপালঃ।
বক্ষ্যামি যস্য কৃপয়া, প্রমেয়-রত্নাবলীং সূক্ষ্মাম্ ॥১॥

কান্তিমালা টীকা

গৌড়োদয় মুপযাতস্তমঃ সমস্তং নিহন্তি যো যুগপৎ।
জ্যোতিশ্চয়োঽতিশীতঃ পীতস্তমুপাস্মহে কৃতাঞ্জলয়ঃ ॥১

বিদ্যাভূষণাপরনাম্না বলদেবেন শ্রীগোবিন্দৈকান্তিনা ব্রহ্মসূত্রেষু গোবিন্দভাষ্যাভিধানং ব্যাখ্যানং বিরচিতং ॥ অথ কৈশ্চিচ্ছিষ্যৈর্ভাষ্য-প্রমেয়াণি পরিপৃষ্টঃ, স তানি সংক্ষেপাদ্ বক্ষ্যন্নির্বিঘ্নায়ৈ তৎপূর্ত্তয়ে মঙ্গলমাচরতি জয়তীতি ॥

বঙ্গানুবাদ—অথ শ্রীগোবিন্দৈকান্তী বিশ্ববৈষ্ণব রাজ সভা-সভাজন-ভাজন নিখিল-শাস্ত্রার্থ সারজ্ঞ গৌড় বিভূষণ বিদ্যাভূষণ-উপনামক গ্রন্থকার শ্রীমান্ বলদেব শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের কৃপাদেশে 'গোবিন্দভাষ্য' নামক ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা রচনা করিয়া অল্পমতি পাঠকগণের হিতার্থে সংক্ষেপে গোবিন্দভাষ্যোক্ত প্রমেয়—প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহ বলিবার জন্য নির্বিঘ্নে গ্রন্থ সমাপ্তি উদ্দেশ্যে মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—'জয়তি' ইত্যাদি পদ্যদ্বারা।

গোচারণ লীলাকারী শ্রীগোপীজন বল্লভ, মদনগোপাল সুখসেব্য শ্রীরাধিকা সমন্বিত শ্রীগোবিন্দ সর্বোৎকর্ষে বিরাজিত আছেন।

যদিও গো-শব্দ "দিক্-দৃষ্টি-দীধিতি স্বর্গ-বজ্র-বাগ-বাণ-বারিষু। ভূমৌ পশৌ চ বিদ্বদ্ভি র্গো-শব্দো দশসু স্মৃতঃ॥" ইতি এবং 'গো-ভূমি-বেদবিদ্' ইত্যাদি বিবিধ অর্থে প্রযুক্ত হয়, তথাপি বিশেষতঃ 'মহেন্দ্র মদভিৎ প্রীয়ান্ন

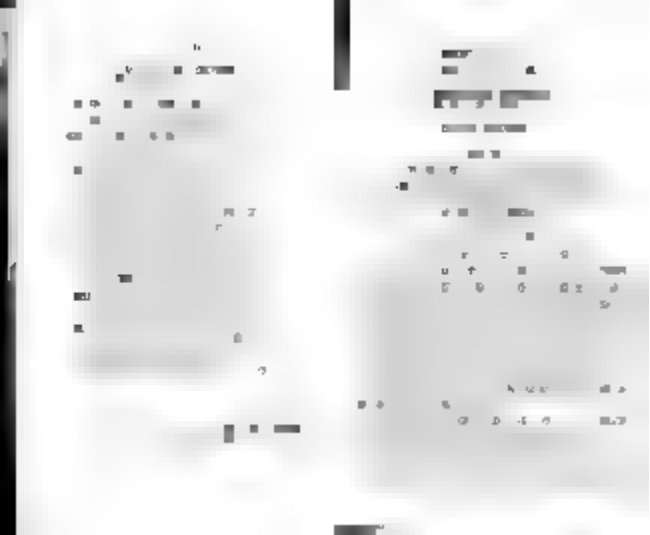

কীদৃশঃ শ্রীগোবিন্দঃ ইত্যাহ—গোপীনাথো বল্লবীকান্তঃ, মদয়তি মনাংসি ভক্তানামিতি মদনঃ, গাঃ পালয়তীতি গোপালঃ, ততঃ কর্মধারয়ঃ। স্ফুটার্থমন্যৎ। শ্লেষেণ—বৃন্দাটবীমধিষ্ঠিতানাং শ্রীগোবিন্দাদি সংজ্ঞানাং নিখিল চৈতন্যভক্তাভীষ্টানাং ত্রয়াণামর্চ্চাবতারাণাং জয়াশংসনম্। উভয়তঃ প্রণতিলক্ষণ মঙ্গলং কৃতং জয়তিনা তস্যাক্ষেপাৎ ॥১॥

অন্বয়ঃ—শ্রীগোবিন্দঃ গোপীনাথ সঃ মদনগোপালঃ জয়তি। যস্য কৃপয়া সূক্ষ্মাং প্রমেয় রত্নাবলীং বক্ষ্যামি ।১।

ইন্দ্রো গবাম্ (ভাঃ ১০।২৬।২৫) ইত্যাদি শ্রীশুকদেবের উক্তিতে গোচারণলীল ইন্দ্রদর্পহারী গোবর্দ্ধনধারী গোকুল রক্ষক শ্রীব্রজরাজনন্দনই শ্রীগোবিন্দ পদে ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। তিনি কীদৃশ ? গোপীনাথ—আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিত হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি স্বরূপা গোপসুন্দরীগণের নাথ—গোপীজন বল্লভ। তাহাই শ্রীগোপাল পূর্বতাপনী উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—কৃষ্ণই পরমদেব, গোবিন্দ হইতে মৃত্যু ভীত হয়, গোপীজনবল্লভ-জ্ঞানদ্বারা সর্বতত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয়'। 'তিনি তোমাদের স্বামী' ইহা উত্তর তাপনী শ্রুতি। 'তিনি অনেক জন্মসিদ্ধ অর্থাৎ সিত্যসিদ্ধ গোপীগণের পতি' ইতি গৌতমীয় তন্ত্রে। ইহা হইতে গোপীগণের আনুগত্যে তদ্রূপ উপাসনাদ্বারা সাধকগণেরও শ্রীগোবিন্দ সেবা প্রাপ্তি হয়, সূচীত হইল 'রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা'। সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাব লিপ্সুনা কার্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥" সেই শ্রীগোবিন্দ পুনঃ কীদৃশ ? মদন গোপাল—সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথ, মন্মথ—কামদেব ব্রহ্মাদিরও বিজয়ী, তাঁহার মন্মথ—শ্রীপ্রদ্যুম্ন. তাঁহার মন্মথ—সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথ শ্রীগোবিন্দ - 'গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর' সর্বোৎকর্ষে বিরাজিত আছেন। পক্ষে—শ্রীবৃন্দাবনের অধিদেবত্রয় নিখিল গৌরভক্তগণের অভীষ্ট, গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর শ্রীশ্রীগোবিন্দ, শ্রীশ্রীগোপীনাথ ও শ্রীশ্রীমদনগোপাল (মোহন) জয়যুক্ত আছেন। যাঁহাদের কৃপায় সংক্ষিপ্ত 'প্রমেয়-রত্নাবলী' বর্ণন করিব। ইহাদ্বারা অভীষ্টদেবের জয়-কীর্তন ও প্রণতিরূপ মঙ্গলাচরণ কথিত হইল। 'প্রমেয়রত্নাবলী' এইনাম মধ্যে প্রমাণের উল্লেখ না থাকিলেও গ্রন্থমধ্যে প্রমাণ ও প্রমেয় উভয় সন্নিবিষ্ট থাকায় কোন অংশে ন্যূনতা নাই ॥১॥

ভক্ত্যাভাসেনাপি তোষং দধানে, ধর্ম্মাধ্যক্ষে বিশ্বনিস্তারিনাম্নি।
নিত্যানন্দ দ্বৈত চৈতন্যরূপে, তত্ত্বে তস্মিন্নিত্যমাস্তাং রতির্নঃ ॥২॥
আনন্দ-তীর্থনামা সুখময় ধামা যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণব তরণিং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ ॥৩॥

টীকা—পুনরপি তত্র রতি প্রার্থনং মঙ্গলমাহ ভক্ত্যেতি। তত্ত্বে পরমাত্মনি কৃষ্ণে, তত্ত্বং বাক্য-প্রভেদে স্যাৎ স্বরূপে পরমাত্মনীতি বিশ্বঃ। কীদৃশীত্যাহ—ভক্ত্যাভাসেনাপীতি। যথা পুত্রোদ্দেশেন নামোচ্চারয়ত্যজামিলে তুষ্টি-দৃষ্টা, ধর্মাণামধ্যক্ষে প্রবর্ত্তকে, নিত্য আনন্দো যস্য তন্নিত্যানন্দঞ্চ, নাস্তি দ্বৈতং দেহদেহিভেদো যস্য তদদ্বৈতং চ, চৈতন্যং বিজ্ঞানঞ্চেতি কর্মধারয়ঃ, তদ্রূপে তদাত্মকে। পক্ষে—কলাবস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণো বলদেবেন মহাবিষ্ণোরবতারেণ চ—সহিতো জনানুদ্ধর্ত্তুমবততার। তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য চৈতন্য ইতি, বলদেবস্য নিত্যানন্দ ইতি, মহাবিষ্ণোরবতারস্য অদ্বৈত ইতি নামাভূৎ, তস্মিন্ ত্রিরূপে তত্ত্বে নো রতির্নিত্যমাস্তাম্, অন্যৎ প্রাগ্‌বৎ, প্রমাণং ত্বত্রাকর-গ্রন্থাদ্‌গ্রাহ্যম্ ॥২॥

টীকা—অথ পূর্বাচার্য্যং প্রণমতি আনন্দেতি। আনন্দ তীর্থ ইতি শ্রীমধ্বাচার্য্যস্য নামান্তরং, যতিঃ পরিব্রাট্, তরণিং নৌকাম্ ॥৩॥

যিনি ভক্তির আভাসের দ্বারাও প্রীতিবিধান করেন। যিনি যুগধর্ম শ্রীনাম-সংকীর্তনের অধ্যক্ষ প্রবর্তক, যাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নাম অখিলজন মঙ্গল বিস্তার করিয়া সংসার হইতে বিশ্ববাসীকে নিস্তার করেন নিত্য আনন্দ যাঁহাতে এবং দেহ-দেহী ভেদরূপ দ্বৈত যাঁহাতে নাই—এমন অদ্বৈত এবং চৈতন্য বিজ্ঞান যাঁহাতে, এমন সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণে আমাদের নিত্য রতি থাকুক। স্বপক্ষে—এই কলিযুগে বিশ্বনিস্তারের জন্য শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য নামে, শ্রীবলদেব—শ্রীনিত্যানন্দ নামে, এবং মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত নামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। নাম-নামী অভিন্নহেতু—সেই শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপ তত্ত্বে নরাকৃতি পরব্রহ্মে আমাদের সর্বদা প্রীতি থাকুক ॥২॥

আনন্দ তীর্থ যাঁহার নাম, যিনি সুখময় ধামে অবস্থান করিতেছেন। তত্ত্বজ্ঞগণ (ভক্তমাল) যাঁহাকে সংসার সমুদ্রের নৌকা বলিয়া কীর্তন করেন সেই যতিবর মধ্বাচার্য জয়যুক্ত হউন। উড়ুপীক্ষেত্র নিবাসী মধ্যগেহ ভট্টের পুত্র 'বাসুদেব' অচ্যুত-প্রেক্ষ তীর্থের নিকট সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিয়া পূর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দ তীর্থ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন ॥৩॥

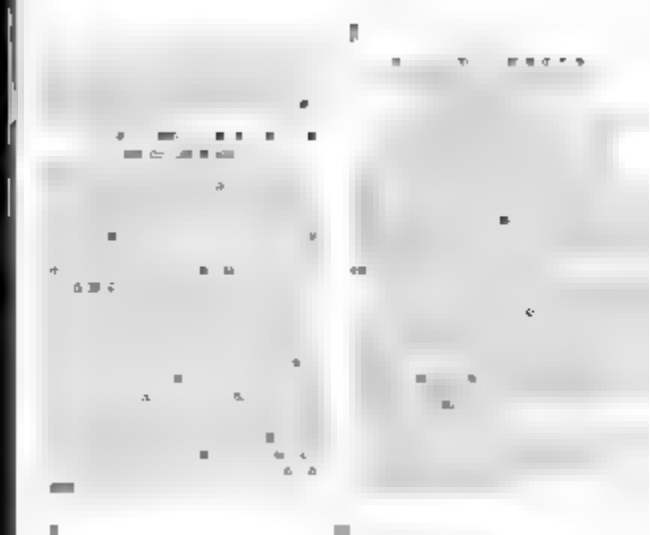

ভবতি বিচিন্ত্যা বিদুষা নিরবকরা গুরুপরম্পরা নিত্যম্ ।
একান্তিত্বং সিধ্যতি যয়োদয়তি যেন হরিতোষঃ ॥৪॥

কলৌ সম্প্রদায়াবির্ভাব কথনম্

যদুক্তং পদ্ম পুরাণে—

"সম্প্রদায় বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ ॥" ইতি

অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ।
শ্রী-ব্রহ্ম রুদ্র সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতি-পাবনাঃ ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ ॥ইতি॥৫॥

টীকা—ভাষ্যপ্রমেয়াণি যতো লব্ধানি সা গুরু-পরম্পরা ধ্যেয়েত্যাহ—ভবতীতি। গুরু-পরম্পরা দেশিক-বংশঃ। শিষ্যপ্রশিষ্যাদিধারা 'পরম্পরা পরীপাট্যাং সন্তানেঽপি বধে ক্বচিদিতি' বিশ্বঃ। নিরবকরা নির্দ্দোষা, তস্যা ধ্যানেন কিং স্যাদিত্যত্রাহ, যয়া পরম্পরয়া ধ্যাতয়া ধ্যাতুরেকান্তিত্বং সিধ্যতি হর্য্যেকনিষ্ঠত্বং ভবতি, যেনৈকান্তিত্বেন হরিতোষ উদয়তি। "তেষাং জ্ঞানি নিত্যযুক্ত এক ভক্তির্বিশিষ্যতে। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থ-মহং স চ মম প্রিয়ঃ"। ইত্যাদি স্মৃতেঃ ॥৪॥

টীকা—প্রমেয়োপদেশ পথ প্রবর্ত্তকাশ্চত্বারঃ প্রাগভুবন্, তেভ্যো গঙ্গা-প্রবাহবদপরে প্রচরিতাঃ, তদুপদিষ্টেন পথা বিনা মন্ত্রশাস্ত্রাদুপলব্ধা বিষ্ণুমন্ত্রা মুক্তিদা ন ভবন্তীতি, অত্র পাদ্মবাক্যমাহ—সংপ্রদায়েতি, শিষ্টানুশিষ্টগুরূপদিষ্টো মার্গঃ সংপ্রদায়ঃ। শিষ্টত্বং বেদ প্রামাণ্যাভ্যুপগন্তৃত্বং। অতঃ সংপ্রদায়-বিহীনানাং বিষ্ণুমন্ত্রাণাং জপ্তানামপি বৈফল্যাদ্ধেতোঃ কলৌ তদারম্ভে সংপ্রদায়িনঃ তে কেঽভুবন্ তত্রাহ—শ্রীতি, পুরুষোত্তমাদিতি জগন্নাথাৎ তৎ প্রেরণাত্তৎক্ষেত্র-দিত্যর্থঃ ॥৫॥

বিদ্বান্ ব্যক্তি নির্দোষ গুরুপরম্পরা নিত্য ধ্যান করিবেন। যাহার দ্বারা সাধক একাগ্রতা লাভ করেন এবং যে একাগ্রতার দ্বারা ভগবান শ্রীহরির প্রীতি হয় ॥৪॥ পদ্মপুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে এবং গৌতমীয় তন্ত্রে—"সম্প্রদায় বিহীন মন্ত্র জপ করিলে কোন ফল হয় না।" অতএব কলিকালে চারিটি

আচার্য্য চতুষ্টয় নামকথনম্

রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্মুখঃ ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ ॥৬॥

তত্র স্বগুরু পরম্পরা যথা ঃ—

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম দেবর্ষি বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্ ।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্ হরি-মাধবান্ ॥
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্ ।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্মান্ ক্রমাদ্বয়ম্ ॥

আদি ভূতাস্তে চত্বারঃ স্ব স্ব সংপ্রদায়ান্ প্রৌঢ়ান্ বীক্ষ্য স্ববংশ্যেষু তদ্ধুর্য্যাংশ্চতুরশ্চক্রূরিত্যাহ রামেতি। শ্রীলক্ষ্মীঃ স্ব সংপ্রদায় প্রবর্ত্তনক্ষমতয়া রামানুজং স্বীচক্রে, স্ফুটার্থ মন্যৎ ॥৬॥

বৈষ্ণব সম্প্রদায় আবির্ভূত হইবেন। জগতের পবিত্রতা সম্পাদনকারী বিষ্ণু-ভক্ত শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক—এই কলিযুগে চারিটি সম্প্রদায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অথবা উৎকল দেশ পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্র হইতে আবির্ভূত হইবে ॥৫॥

উক্ত চারিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মীদেবী রামানুজকে, বিষ্ণু-পুত্র ব্রহ্মা মধ্বাচার্যকে, বিষ্ণুসখা রুদ্র শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে এবং বিষ্ণুপৌত্র চতুঃসন অর্থাৎ সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার নিম্বার্ককে নিজ নিজ সম্প্রদায় প্রবর্তকরূপে স্বীকার করিবেন ॥৬॥

তন্মধ্যে গ্রন্থকার নিজ প্রাথমিক গুরু পরম্পরা বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ শিষ্য ব্রহ্মা - গোপাল পূর্ব তাপনী প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মার শিষ্য দেবর্ষি নারদ। শ্রীনারদের শিষ্য বাদরায়ণ, ব্যাস শিষ্য মধ্বমুনি ইহা ঐতিহ্যপ্রসিদ্ধ, শ্রীমধ্বশিষ্য পদ্মনাভ, নরহরি, মাধব। অতঃপর অক্ষোভ্য, জয়তীর্থ, শ্রীজ্ঞানসিন্ধু, দয়ানিধি, শ্রীবিদ্যানিধি, রাজেন্দ্র, জয়ধর্ম, ক্রমে পুরুষোত্তম, ব্রহ্মণ্য ব্যাসতীর্থ প্রভৃতি আচার্যকে আমরা স্তব করি। অতঃপর লক্ষ্মীপতি তীর্থ এবং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রকে (পুরী) ভক্তি সহ স্তব করি। তাঁহার শিষ্যত্রয় শ্রীঈশ্বরপুরী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য ও শ্রীনিত্যানন্দ ইঁহারা জগদ্‌গুরু, শ্রীঈশ্বরপুরী শিষ্য শ্রীচৈতন্য-

পুরুষোত্তম ব্রহ্মণ্য ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ॥
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈত নিত্যানন্দান্ জগদ্‌গুরূন্।
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে।
শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ॥ ইতি॥৭॥

মুখ্যপ্রয়োজনাভাবাৎ শ্র্যাদি পরম্পরাং বিহায় স্বকীয়াং ব্রহ্মপরম্পরামাহ শ্রীকৃষ্ণেতি। ব্রহ্মণঃ শ্রীকৃষ্ণ-শিষ্যত্বং শ্রীগোপাল পূর্ব্ব তাপন্যাং বিস্ফুটং। শ্রীমধ্বমুনের্বাদরায়ণ-শিষাত্বং ঐতিহ্যপ্রসিদ্ধং। মধ্ব শঙ্করৌ সহস্র বিদ্বদ্‌গোষ্ঠী মধ্যস্থৌ মণিকর্ণিকায়া মনশনতয়া বিচারং চক্রতুঃ, তত্র নভসি নীলাভ্র প্রখ্যঃ সর্ব্বৈর্দৃষ্টো ব্যাসো মধ্বমতং স্বীচকার, শঙ্করমতং ত্বত্যাক্ষীদিতি প্রসিদ্ধং। তচ্ছিষ্যানিতি তস্য মাধবেন্দ্রস্য শিষ্যান্ শ্রীশ্বরাচার্য্যাদ্বৈতাচার্য্য নিত্যানন্দান্। দেবমিতি. মাধবেন্দ্রস্য ঈশ্বরং, ঈশ্বরস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ইতি। ইত্থঞ্চ ত্রয়াণাং প্রভুণাং বংশ্যৈঃশিষ্যধারাভিরিদানীন্তনৈঃ সম্বধ্য স্ব স্বগুরুপরম্পরা সর্ব্বৈর্বোদ্ধব্যা ইতি দর্শিতং। যেনেতি শ্রীচৈতন্যেন॥৭॥

দেবকে আমরা ভজন করি। যিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দান পূর্বক জগদ্বাসীকে নিস্তার করিয়াছেন।

এই পরম্পরা মধ্যে গ্রন্থকারের নিজ নাম বা তাঁহার শ্রীগুরুর নাম লিপিবদ্ধ না থাকায় সুধীগণের চিন্তনীয়।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ স্বরচিত "সাহিত্য কৌমুদী" গ্রন্থের শেষে, শ্রীশ্যামানন্দ শতকের টীকার প্রারম্ভে, ছন্দঃকৌস্তুভের টীকার প্রারম্ভে ও শেষে নিজ গুরুপরম্পরা নিম্নরূপ প্রদান করিয়াছেন—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু —শ্রীরসিকানন্দ—শ্রীনয়নানন্দ—শ্রীরাধাদামোদর গুরুদেবের জয়, যিনি কানাকুব্জোদ্ভব দ্বিজকুলতিলক মহত্তম কবি। এস্থলে শ্রীল বিদ্যাভূষণপাদের হার্দ বিশেষ অবধারণের বিষয়। তিনি নিজকে ব্রহ্মসম্প্রদায়ী পরিচয় না দিয়া শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর কৃপায় নূপুরতিলক প্রাপ্ত শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ সম্প্রদায়ী-রূপে আপন পরিচয় প্রদান করিলেন। শ্রীল বিদ্যাভূষণ পাদের শিষ্য উপাসনাপদ্ধতিকার শ্রীউদ্ধব দাসের স্বকীয় গুরুপরম্পরা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত, শ্রীহৃদয়ানন্দ অধিকারী ঠাকুর, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীরসিকানন্দ দেব, শ্রীনয়নানন্দ দেব, শ্রীরাধাদামোদর, শ্রীবলদেব'-অনুগত শ্রীউদ্ধব দাস এইরূপ প্রদান করিয়াছেন॥৭॥

শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়-বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ, জীবান্ হরিচরণজুষ স্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং, তদমল ভজনং তস্য হেতুং, প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রঃ॥ ৮॥

টীকা—এবং স্বগুরু পরম্পরামাখ্যায় তৎপ্রমেয়াণি তাবদুদ্দিশতি—শ্রীমধ্ব ইতি। মধ্বো মুনিরস্মৎ পূর্ব্বাচার্য্যো বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায় বেদ্যঞ্চাহ। তস্য সর্ব্বজীবাভিন্নতাং চিন্মাত্রাদ্বিতীয়তয়াম্নায়লক্ষ্যতাঞ্চ নিরস্যতি।

বিশ্বং ভেদঞ্চ সত্যমাহ। আবিদ্যকত্বাৎ প্রপঞ্চ স্তদ্ভেশ্চ মৃষেতি পরোৎ প্রেক্ষিতং কুমতং নিরাকরোতি ইত্যর্থঃ।

জীবান্ বদ্ধ-মুক্তান্ নিত্য-মুক্তান্ সর্ব্বান্ হরিচরণজুষো হরের্দাসানাহ, তেষাং হর্য্যাত্মকত্বং নিরাকরোতি।

তেষাং জীবানাং তারতম্যং, স্বরূপ সাম্যে সত্যপি সাধনোজ্জৃম্ভিতৈঃ ফলৈঃ বৈষম্যমাহ। ত্রিদণ্ডি প্রতিপাদিতং ফলতোঽপি সাম্যং নিরাকরোতি।

জীবানাং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং বিষ্ণুসাক্ষাৎকারং মোক্ষমাহ। পরাভিমতাং তেষাং বিষ্ণুরূপতাং নিরাকরোতি।

তস্য বিষ্ণোরমলং নিষ্কামং যদ্‌ভজনং তৎ তস্য মোক্ষস্য হেতুমাহ। ব্রহ্ম হমস্মীতি জ্ঞানস্য মোক্ষ-হেতুতাং নিরাকরোতি।

অনুবাদ—এই প্রমেয়রত্নাবলী গ্রন্থে উল্লিখিত প্রমেয় সমূহ বলিতেছেন—শ্রীমধ্বমুনি (১) শ্রীবিষ্ণুকে পরতমতত্ত্ব ও (২) সর্ববেদবেদ্য বলেন। ঐ সঙ্গে জীবব্রহ্মের একত্ব ও চিন্মাত্র ব্রহ্ম বেদের লক্ষ্য—এইমত নিরাস করিতেছেন। (৩) বিশ্ব সত্য ও (৪) ভেদ সত্য। বিশ্ব অবিদ্যাকল্পিত-হেতু মিথ্যা এবং ভেদ মিথ্যা এই কুমত নিরাকরণ করিতেছেন। (৫) জীব-সমূহ বদ্ধমুক্ত ও নিত্যমুক্ত ভেদে দ্বিবিধ এবং শ্রীহরির দাস। জীব ব্রহ্ম-স্বরূপ এইমত খণ্ডন করিতেছেন। (৬) জীবসমূহ স্বরূপে চিৎকণ হইলেও সাধনফলে বৈষম্যপ্রাপ্ত। ত্রিদণ্ডীমতে মুক্তিতে জীবসমূহের একত্ব বা সাম্য নিরাকরণ করিতেছেন। (৭) শ্রীবিষ্ণুর সাক্ষাৎকার লাভই জীবের মোক্ষ, পরমতে বিষ্ণুসাযুজ্য নিরাকরণ করিতেছেন। (৮) শ্রীবিষ্ণুর নিষ্কাম ভজনই

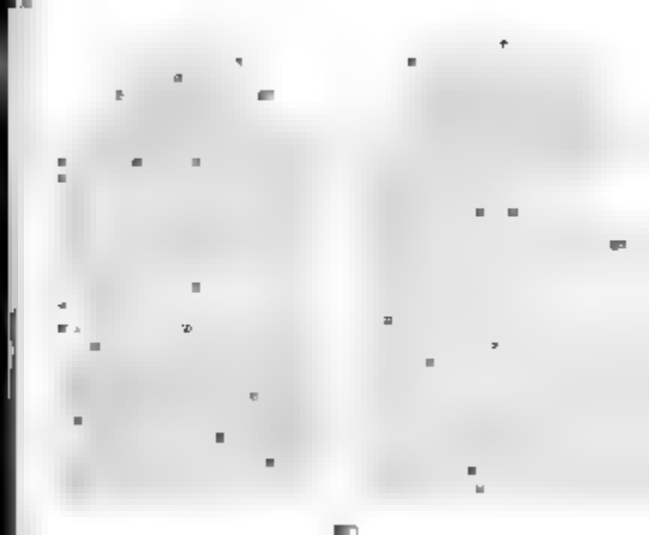

প্রত্যক্ষাদীনি ত্রীণি স্বমতে প্রমাণান্যাহ। তেভ্য অধিকান্যুপমাদীনি নিরাকরোতি, ইত্যেতান্যেব মধ্বমুনি-স্বীকৃতানি নব প্রমেয়াণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হরি স্তদন্বয় গৃহীত দীক্ষঃ স্বশিষ্যান্নুপদিশতি।

উভয়ত্র লট্ প্রয়োগস্তয়োঃ সত্ত্ব "জগৎ প্রাণোবায়ুর্দেবো বিষ্ণুঃ একান্তীতি কেনোপনিষদি প্রসিদ্ধং। যো হনুমান্ সন্ শ্রীরাঘবেন্দ্রং, ভীমঃ সন্ শ্রীযাদবেন্দ্রং, মধ্বঃ সন্ পারাশর্যং শ্রীমুনীন্দ্রঞ্চ, তৎতন্মত প্রতীপান্ খণ্ডয়ন্ প্রতোষয়ামাস। যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঈশ্বরঃ তথাপি তন্মতং সর্বোত্তমং বীক্ষ্য তদন্বয়ে দীক্ষাং স্বীচকার লোক সংগ্রহেচ্ছুঃ। যত্র বিশুদ্ধং দ্বৈতং হরেরাত্ম মূর্ত্তিত্বাদিতি চ বর্ণ্যতে ॥ ৮ ॥

মোক্ষের কারণ। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' জ্ঞান মোক্ষের হেতু নহে। (৯) স্বমতে প্রত্যক্ষাদি ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকৃত, ইহার অধিক উপমানাদি নিরাকৃত হইয়াছে।

এই নববিধ প্রমেয় মধ্বমুনি স্বীকৃত, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ভক্তগণকে উপদেশ করিয়াছেন ॥

জগৎপ্রাণ বায়ুদেব একান্ত বিষ্ণুভক্ত—ইহা কেনোপনিষদে প্রসিদ্ধ। যিনি হনুমানরূপে শ্রীরামচন্দ্রকে, ভীমরূপে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে লীলায় সাহায্য করিয়াছেন, তিনিই শ্রীমধ্বমুনিরূপে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের মত-বিরোধীকে পরাস্ত করিয়া ব্যাসদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। এই গ্রন্থমধ্যে নয়টি অধ্যায়ে এই সকল দৃষ্ট হইবে ॥৮॥

ইতি প্রস্তাবনা

তত্র শ্রীবিষ্ণোঃ পরতমত্বং

যথা:—শ্রীগোপাল উপনিষদি—

"তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ তং রসেৎ
তং ভজেৎ তং যজেৎ ॥ ইতি ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি চ—(১।১১, ১২)

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যু-প্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবলমাপ্ত কামঃ ॥
ইতি ॥

এতদ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং, নাতঃ পরং বেদিতব্য হি কিঞ্চিৎ ॥ইতি চ॥

শ্রীগীতাসু চ (৭।৭)

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ॥ ইতি ॥৯॥

টীকা—এবমুদ্দিষ্টানি প্রমেয়াণি ক্রমাৎ সপ্রমাণানি কর্ত্তুং প্রবর্ত্ততে। তত্র শ্রীবিষ্ণোরিত্যাদিভিঃপরতমত্বং শ্রেষ্ঠতমত্বং। তস্মাদিতি পূর্বোক্তাদর্থ-প্রচয়াদ্ধেতোঃ, তং মন্ত্রতদ্বাচ্যতয়া দ্বেধা সন্তং ধ্যায়েৎ স্মরেৎ, রসেৎ—জপেৎ, ভজেৎ—পরিচয়েৎ, যজেৎ—অর্চ্চয়েৎ ॥

জ্ঞাত্বেতি। শাস্ত্রাৎ সদ্‌গুরূক্তাৎ, দেবং পরেশং, জ্ঞাত্বাবস্থিতস্য মুমুক্ষোঃ সর্ব্বেষাং দেহদৈহিক মমতাপাশানাং হানির্ভবতি। তৎপাশজন্যৈঃ ক্লেশৈঃ ক্ষীণৈর্বিশিষ্টস্য তস্য প্রারব্ধ ভোগ পূর্ত্তেঃ। পুনঃ-পুনর্জায়মানস্য জন্ম মৃত্যু

নয়টি প্রমেয়ের মধ্যে সর্বাগ্রে ভগবান শ্রীহরির পরতমত্ব শ্রীগোপাল পূর্বতাপনীয় উপনিষদ হইতে প্রমাণিত হইতেছে—পূর্বোক্ত কারণে ভগবান শব্দব্রহ্মগূঢ় পরব্রহ্ম নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র শ্রেষ্ঠ দেব উপাস্য। তাঁহার ধ্যান করিবে। সেই রসস্বরূপ ভগবানকে বিভাব, অনুভাবাদির দ্বারা আস্বাদন করিবে ও জপ করিবে। তাঁহাকে সেবা করিবে এবং তাঁহাকে পূজা করিবে। শাস্ত্র হইতে এবং সদ্‌গুরুর শ্রীমুখ হইতে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জানিলে মুমুক্ষু ব্যক্তির সকল বন্ধন মোচন হয়। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভি-নিবেশ—এই পাঁচটি ক্লেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে আর জন্মমৃত্যু হয় না, ভগবানের

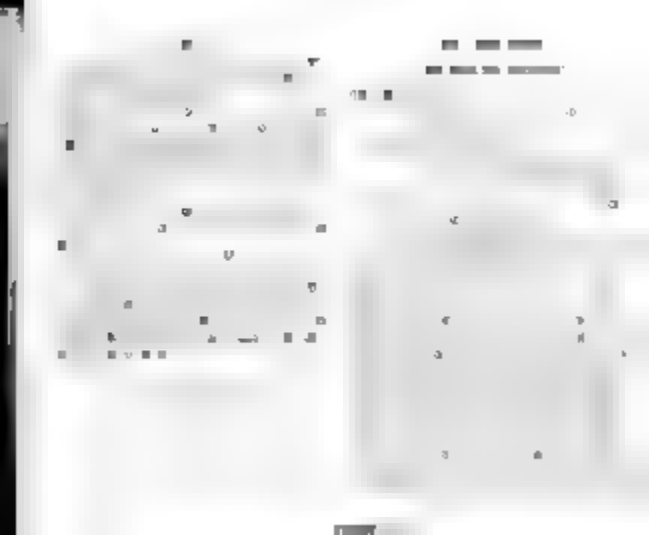

(যুক্তি) হেতুত্বা-দ্বিভু-চৈতন্যানন্দত্বাদি গুণাশ্রয়াৎ।
নিত্যলক্ষ্ম্যাদি মত্বাচ্চ কৃষ্ণঃ পরতমো মতঃ ॥১০॥

প্রহাণির্ভবতি। বিড়ালী দন্তস্পর্শেন তদর্ভকস্যেব জন্মাদিনা দুঃখং তস্য ন ভবতীত্যর্থঃ। অথোত্তরোত্তরং তস্য দেবস্যাভিধ্যানাৎ, দেহস্য লিঙ্গ শরীরস্য ভেদে বিনাশে সতি চান্দ্রব্রাহ্মাপেক্ষয়া তৃতীয়ং ভাগবতং পদং স দেবধ্যায়ী লভতে. বিমুক্তো ভবতি ইত্যর্থঃ। কীদৃশং তৃতীয়ং তদিত্যাহ, বিশ্বৈশ্বর্য্যং কৃৎস্ন-বিভূতিকং. কেবলং প্রকৃত্যস্পৃষ্টং, ততঃ স দেবধ্যায়ী আপ্তকামঃ পূর্ণাভিলাসো ভবতি এতদ্দেবাত্মকং বস্তু জ্ঞেয়ং, অতঃপরমন্যদ্বেদিতব্যং কিঞ্চিন্নাস্তি তস্যৈব পারতম্যাৎ ॥

মত্ত ইতি। পরতরং মত্তোঽন্যৎ কিঞ্চিন্নাস্তি ইতি মামেব সর্ব্বোত্তমং বিদ্ধীত্যর্থঃ। পরমেব পরতরং স্বার্থে প্রত্যয়ঃ তরঃ ॥৯॥

যৈ র্হেতুভি র্বিষ্ণোঃ পারতম্যং তানাহ হেতুত্বা দিতি। হেতুত্বং প্রপঞ্চনিমিত্তোপাদানত্বং। তত্র পরাখ্য শক্তিমত্বেন নিমিত্তত্বং, প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তিমত্ত্বেন তূপাদানত্বং বোধ্যং, স্ফুটার্থমন্যৎ ॥১০॥

নিরন্তর স্মরণ করিতে করিতে সূক্ষ্ম শরীরাদির ধ্বংস হয়, চান্দ্র ও ব্রাহ্ম-পদ অপেক্ষা তৃতীয় শুদ্ধসত্ত্বময় অনন্ত নিত্য বিভূতিযুক্ত প্রকৃতি সম্বন্ধরহিত ভাগবতপদ লাভ হইলে সর্বাভীষ্ট পূর্ণ হয়॥ সকলের আত্মার সহিত বিরাজমান নিত্য পরমাত্মাই জ্ঞাতব্য, ইহা হইতে অন্য জ্ঞাতব্য কিছুই নাই॥ শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন, আমা হইতে অন্য কোন পরতত্ত্ব নাই ॥৯॥

বেদের শিরোভাগ উপনিষদ সমূহ হইতে অর্থাৎ 'শ্রুতি ও স্মৃতি'-প্রস্থান হইতে শ্রীকৃষ্ণের পরতমতার প্রমাণ দেখাইয়া 'ন্যায়' প্রস্থানোক্ত যুক্তি সমূহ দ্বারাও পারতম্য দেখাইতেছেন—'শ্রীকৃষ্ণই পরতমতত্ত্ব' ইহা পণ্ডিতগণের অভিমত। যেহেতু তিনির অংশ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু অখিল ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ, মায়াশক্তি ও জীবশক্তিমানরূপে উপাদান কারণ (জন্মাদ্যস্য যতঃ), স্বরূপ শক্তিমানরূপে নিমিত্তকারণ (আত্ম-কৃতেঃ পরিণামাৎ ১।৪।২৬)। বিভু, চৈতন্য ও আনন্দত্বাদি গুণের আশ্রয়হেতু।

তত্র সর্ব্বহেতুত্বং যথাহুঃ শ্বেতাশ্বতরাঃ—(৫।৪,৫)

একঃ স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো, যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ। ইতি।

যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ, পাচ্যাংশ্চ সর্ব্বান্ পরিণাময়েদ্যঃ। ইতি ॥

বিভুচৈতন্যানন্দত্বং, যথা কাঠকে—(১।২।২২)

মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ইতি॥

বিজ্ঞানসুখরূপত্বমাত্মশব্দেন বোধ্যতে।
অনেন মুক্তগম্যত্ব ব্যুৎপত্তেরিতি তদ্বিদঃ ॥১১॥

এক ইতি। স দেবো ভগবান্ একঃ সর্ব্বোত্তমঃ, অতো বরেণ্যঃ পূজ্যঃ, যোনীনাং প্রধানমহদাদীনাং কারণ তত্ত্বনাং স্বভাবান্ স্বরূপাণি, একঃ সহায়-রহিতঃ পরাখ্যশক্তিবেশোঽধিতিষ্ঠতি বশে সংস্থাপয়তি। "একে মুখ্যান্যে কেবলা" ইত্যমরঃ। "যোনিঃ স্যাদাকরে ভগে ইতি বিশ্বঃ"। 'যোনিঃ কারণে ভগ তাম্রয়োরিতি হেমচন্দ্র।" স্বরূপঞ্চ স্বভাবশ্চ ইত্যমরঃ। যদ্বা, একস্তেভ্যোঽন্যস্তদস্পৃষ্ট ইত্যর্থঃ॥ যচ্চেতি। যো দেবঃ স্বভাবং তেষাং প্রধানাদীনাং স্বরূপাণি পচতি মহদাদি কার্য্যাবির্ভাবকতয়া আভিমুখ্যং নয়তীত্যর্থঃ, পাচ্যাংস্তদাভিমুখ্যযোগ্যান্ সর্ব্বান্ প্রধানাদীনর্থান্ যো দেবঃ পরিণাময়েন্মহদাদ্যবস্থাং নয়েদিত্যর্থঃ। এবং পরাখ্যশক্তিবেশো যো বিশ্ব-নিমিত্তং, স এব প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তিবেশো বিশ্বযোনির্জগদুপাদানমিত্যর্থঃ মহান্তং পূজ্যং মত্বা জ্ঞাত্বা উপাস্য চেত্যর্থঃ।

নন্বস্মাদ্বাক্যাদ্বিভুত্বং প্রাপ্তং চৈতন্যানন্দত্বং ন প্রাপ্যতে ইতি চেত্তত্রাহ। বিজ্ঞানেতি, অত্যতে লভ্যতে মুক্তৈরয়মিত্যাত্মা, অততেঃ কর্মণি মনিণ্। মুক্তাঃ খলু তাদৃশমেব তং ধ্যায়ন্তি লভন্তে চেতি ভাবঃ ॥১১॥

আর তিনি নিত্যলক্ষ্মী আদির আশ্রয় অর্থাৎ স্বরূপশক্তির বৃত্তি আহ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ শক্তির বিলাস নিত্যধাম, পরিকর, লীলাদিরও আশ্রয় ॥১০॥

তন্মধ্যে বিশ্বের সর্ববিধ কারণ যে ভগবান্ তাহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রমাণে পাওয়া যায়—সর্বশাস্ত্র প্রসিদ্ধ স্বয়ং জ্যোতিঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই অদ্বিতীয় তত্ত্ব এবং সকলের উপাস্য। একমাত্র ভগবানই সমগ্র জগতের কারণ প্রধান ও মহৎ তত্ত্বাদির স্বভাবকে নিজবসে রাখিয়া স্বরূপশক্তি বলে

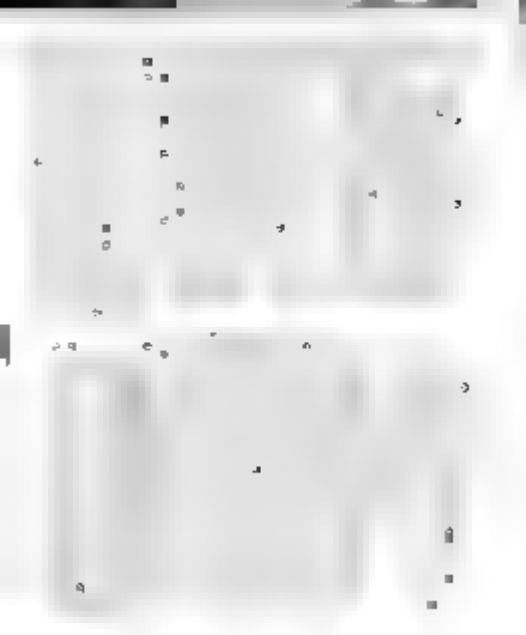

বাজসনেয়িনশ্চাহুঃ—(বৃ ৩।৯।২৮)

বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দাতুঃ পরায়ণম্ ইতি।

শ্রীগোপালোপনিষদি চ—

তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ॥ইতি॥

মূর্ত্তত্বং প্রতিপত্তব্যং চিৎসুখস্যৈব রাগবৎ।

বিজ্ঞানঘন-শব্দাদি কীর্ত্তনাচ্চাপি তস্য তৎ।

দেহদেহি-ভিদা নাস্তীত্যেতেনৈবোপদর্শিতম্ ॥১২॥

তথাত্বে বাচণিক মাহ বিজ্ঞানমিতি। দাতুর্যজমানস্য রাতিঃ ইষ্ট-ফলার্পকং। তমেকমিতি স্ফুটার্থং ॥ নন্থ মূর্ত্তত্বং চিৎসুখবস্তুনঃ কথং ? তত্রাহ মূর্ত্তত্বমিতি, ভৈরবাদেরাগস্য গান্ধর্ব্ববাসিতে শ্রোত্রে যথা মূর্ত্তত্বং প্রতীতং, তথা ভক্তি ভাবিতে মনসি তস্য তত্ত্বমিত্যর্থঃ। "বিজ্ঞানঘনানন্দঘন—সচ্চি-দানন্দৈকরসে ভক্তি যোগে তিষ্ঠতি" ইতি গোপালোপনিষদি ব্রহ্মণি বিজ্ঞান-ঘনাদি শব্দ প্রয়োগাচ্চ তস্য তত্ত্বং। মূর্ত্তৌঘন ইতি সূত্রেণ কাঠিন্যেঽর্থে হন্তের প্রত্যয়ো ঘনশ্চাদেশোঽনুশিষ্টঃ, সৈন্ধব ঘন ইতি তস্য উদাহরণং।

অন্য সহায় ব্যতীতই জগতের বিধান করেন। মায়াশক্তির সহিত স্পর্শ না রাখিয়া অধ্যক্ষরূপে দৃষ্টিদ্বারা পরিচালনা করেন। (ক)

আর যিনি প্রধানাদির স্বরূপকে কার্যোৎপাদক শক্তি যোগান. এবং তাহাদিগকে পরিণাম ঘটান। (খ) এইভাবে প্রথম মন্ত্রে ঈশ্বরকে নিমিত্ত-কারণ ও দ্বিতীয় মন্ত্রে উপাদান কারণ বলা হইল ॥১১॥

শ্রীকৃষ্ণ যে বিভু চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ হইয়াও আনন্দগুণের আশ্রয় তাহা কঠ উপনিষদের প্রমাণে প্রদর্শিত হইতেছে পণ্ডিত ব্যক্তি মহান অর্থাৎ পূজনীয়, আত্মা অর্থাৎ বিভু পরমাত্মাকে উপাসনা করিয়া শোক রহিত হন॥ পূর্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে বিভুত্ব স্পষ্ট উক্ত হইলেও 'বিজ্ঞানানন্দত্ব' স্পষ্ট নাই—যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে— আত্ম-শব্দ দ্বারাই ভগবানে বিজ্ঞানা-নন্দত্ব গুণ ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থে পাওয়া যায়। শ্রীশুকদেবাদি মুক্ত পুরুষগণ বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ আত্মাকে প্রাপ্ত হন—আত্মা হি পরমো হরিঃ॥ ইতি॥

মূর্ত্তস্যৈব বিভুত্বং. যথা মুণ্ডকে শ্বে ৩।৯)

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্ ॥ ইতি ॥

দ্যুস্থোঽপি নিখিলব্যাপীত্যাখ্যানান্মূর্ত্তিমান্ বিভুঃ।

যুগপদ্ধ্যাতৃবৃন্দেষু সাক্ষাৎকারাচ্চ তাদৃশঃ ॥ ১৩

প্রতিপত্তব্যং— নিশ্চয়েন জ্ঞাতব্যম্, অঙ্গীকর্তব্যং বা। তদিদমচিন্ত্য-শক্তি সিদ্ধং বোধ্যং। দেহদেহীতি, -এতেন চিৎসুখ বস্তুনঃ মূর্ত্তত্বসমর্থনেন পরেশে দেহদেহী ভেদো নাস্তি-ইতি চোক্তমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

টীকা— নন্থ মূর্ত্তত্বে বিভুত্বং নস্যাৎ ? তত্রাহ মূর্ত্তস্যৈবেতি। বৃক্ষ ইতি। একঃ সর্ব্বাধ্যক্ষ পুরুষো হরিঃ দিবি পরব্যোম্নি তিষ্ঠতি, স খলু স্বেতর সর্ব্ব নমস্যত্বাৎ বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ কঞ্চিদপি প্রতিনম্রো নেত্যর্থঃ। তেনৈকেন পুরুষেণ সর্ব্ব মিদং জগৎ পূর্ণং ব্যাপ্তং। অত্র পুরুষো দিবি তিষ্ঠতীতি মূর্ত্তত্বং। তেনেদং পূর্ণমিতি তস্যৈব বিভুত্বমাগতং। মিথোঽতি দূরেষু ধ্যাতৃবৃন্দেষু সিদ্ধ-প্রেমসু যুগপৎ তস্য প্রত্যক্ত্বাচ্চ তস্য মূর্ত্তস্য বিভুত্বং, নচ ধাবন্ সন্নিদধ্যাৎ যৌগপদ্য-বিরোধাৎ ॥ ৩॥

বাজসনেয়ী অর্থাৎ শুক্ল যজুর্বেদীয় বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্পষ্টতঃ ব্রহ্মকে বিজ্ঞানানন্দ স্বরূপ বলা হইয়াছে, যথা—বিজ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম দাতা যজমানের অভীষ্ট ফল প্রদান করেন।

অথর্ববেদীয় শ্রীগোপাল তাপনী শ্রুতিতেও স্পষ্টস্বরূপে পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দকে বলা হইয়াছে—সেই এক অদ্বিতীয় সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত প্রাকৃতভেদ রহিত অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দকে আমি (ব্রহ্মা) দেবগণের সহিত পরমস্তব দ্বারা বৃন্দাবনে কল্পতরুতলে উপাসনা করি ॥

এক্ষণে সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দ যে মূর্তিমান্ তাহা শাস্ত্রপ্রমাণে স্পষ্ট থাকিলেও যুক্তি দ্বারা সমর্থন করিতেছেন ভৈরবাদি রাগ-রাগিণীর মূর্ত্তি যেমন সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তির কর্ণে ধরা পড়ে, অন্যের নহে. সেইরূপ ভক্তগণের ভক্তি ভাবিতচিত্তে শ্রীগোবিন্দের সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ দর্শন হয়। ব্রহ্মসংহিতায় - প্রেমাঞ্জন দ্বারা উজ্জলীকৃত ভক্তিচক্ষুদ্বারা ভক্ত সাধুগণ সর্বদাই অচিন্ত্য গুণস্বরূপ শ্রীগোবিন্দকে শ্যামসুন্দর ত্রিভঙ্গললিত মূর্তিতে দর্শন করেন।

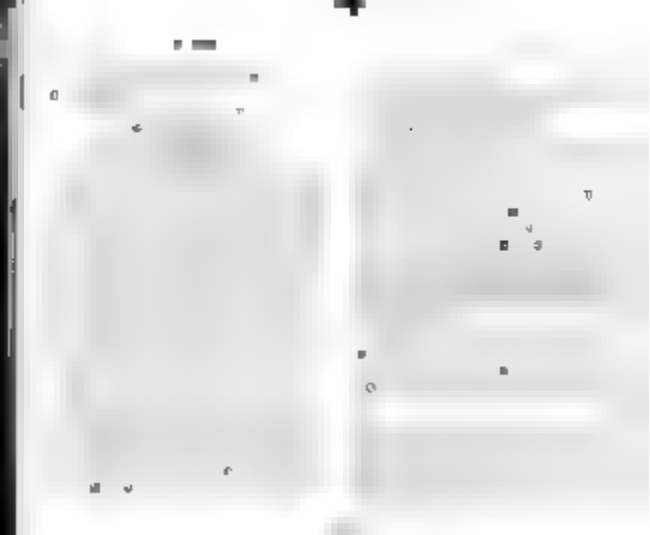

শ্রীদশমে চ (১০।৯।১: ৩,১৪)

ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্।
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥

টীকা—ন চান্তরিতি। যস্য অন্তর্বহিরাদি দেশ পরিচ্ছেদো নাস্ত্যতো যো জগতঃ পূর্ব্বাদিস্থ দেশেষু যুগপদস্তি, যশ্চ স্বশক্ত্যা জগন্ময়ঃ, তমাত্মজং গোপী যশোদা

বেদোক্ত বিজ্ঞানঘন্, আনন্দঘন-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থেও পরব্রহ্মের মূর্ত্তি প্রমাণিত হয়, (মুর্ত্তৌঘনঃ পাণিনি ৩।৩।৭৭) কাঠিন্য অর্থে হন ধাতু স্থানে 'ঘন' আদেশ হয়। অচিন্ত্যশক্তির বলে শ্রীগোবিন্দ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ হইয়াও প্রাকৃত দৃষ্টির গোচর হন না। বিজ্ঞানানন্দ তত্ত্বের মূর্তত্ব সমর্থনদ্বারা পরমেশ্বরের দেহ ও আত্মাতে ভেদ নাই, দেহই আত্মা, আত্মাই দেহ—ইহাও প্রদর্শিত হইল ॥ ১২ ॥

শ্রীগোবিন্দ মূর্তিমান হইয়াও একই সময়ে বিভু সর্বব্যাপি। ইহা শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—(যদিও উহা ন্যায়দর্শনমতে বিরুদ্ধ)। একমাত্র সর্বাধ্যক্ষ পুরুষ হরি 'দিবি'-পরব্যোম ধামে অবস্থান করেন, তিনি আত্ম-ভিন্ন সকলের নমস্য, তাহার নমস্য ব্যক্তি না থাকায়, তিনি নত হন না, বৃক্ষের ন্যায় শির উঁচু করিয়া থাকেন। তাঁহার দ্বারা এই জগৎপূর্ণ—ব্যাপ্ত। শ্রুতিমন্ত্রের প্রথমাংশে মূর্তত্ব। দ্বিতীয়াংশে বিভুত্ব দেখান হইল ॥

বেদোক্ত বিষয়টি পুনরায় যুক্তি দ্বারাও প্রদর্শিত হইতেছে—শ্রীভগবান্ পরমধামে থাকিয়াও অখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত আছেন—ইহা বলায় ভগবান্ মূর্তিমান হইয়াও বিভু সর্বব্যাপ্তি। সেইরূপ অতি দূর দূর দেশে অবস্থিত সিদ্ধ-প্রেমিক ভক্তবৃন্দ একই সময়ে ধ্যানকালে তাঁহাকে দর্শনলাভ করেন। এইহেতু শ্রীগোবিন্দ একই সময়ে যুগপৎ) মূর্তিমান ও বিভু। যদি বলা হয়, ধাবিত হইয়া ভক্তবৃন্দকে দর্শন দেন? তাহা হইলে নিশ্চয়ই সময়ের ভিন্নতা হইবে। যৌগপদ্য থাকিবে না॥ ১৩ ॥

শ্রীগোবিন্দ ব্রজে বাল্যলীলাতেও মা শ্রীযশোদা কর্তৃক দাম বন্ধন কালে উহা দেখাইয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেবের উক্তি—যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তর ও বাহির নাই, পূর্ব ও পশ্চিম নাই এবং যিনি জগতের পূর্বে

তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥ ইতি ॥

শ্রীগীতাসু চ (৯।৪, ৫)

ময়া ততমিদং **সর্ব্বং** জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভুতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ।
নচ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ইতি।
অচিন্ত্যা শক্তিরস্তীশে যোগশব্দেন যোচ্যতে।
বিরোধ-ভঞ্জিকা সা স্যাদিতি তত্ত্ববিদাং মতম্ ॥ ১৪ ॥

সাপরাধং মত্বা উলুখলে দাম্না ববন্ধ। তং কীদৃশং ইত্যাহ, মর্ত্যলিঙ্গং দ্বিভুজং মনুষ্যাকৃতিং, অধোক্ষজং ত্যক্তৈন্দ্রিয়ক সুখং স্বানুবন্ধি সুখবন্তং ইত্যর্থঃ ॥ প্রাকৃতং যথেত্যুক্তের্বিজ্ঞানঘনত্বং স্পষ্টং; বিভোরেব মূর্তত্বঞ্চ ॥ ময়েতি। অব্যক্তমূর্ত্তিনা প্রত্যগ্ বিগ্রহেণ ময়েদং সর্বং জগৎ ততং ব্যাপ্তং, সর্বভূতানি মৎস্থানি ময়া ধৃতানি ন চাহং তেষু অবস্থিতঃ, তৈঃধৃতো নাহং। তানি চ ভূতানি কলসে জলানীব ময়ি ন ধৃতানি, কিন্তু মং সংকল্পেনৈব তানি ধৃতানি ইতি ভাবেনাহ নচ মদিতি। নন্থ কথমেবং সম্ভবেদিতি চেত্তত্রাহ পশ্যেতি। ঈশ্বরস্য মমাসাধারণং যোগং পশ্যেতি। যুজ্যতে দুর্ঘটেষু কার্য্যেষ্বনেনেতি ব্যুৎপত্তেরচিন্ত্যা শক্তির্যোগঃ ॥ ১৪ ॥

ও পরে আছেন, বাহিরে ও অন্তরে ব্যাপিয়া আছেন, এমন কি যিনি সমগ্র জগৎও হইয়াছেন তাঁহাকে এই জাগতিক রজ্জু দ্বারা কিরূপে বন্ধন করা সম্ভব? যা যশোদা বাৎসল্যপ্রীতির বলে সেই নিজপুত্র গোবিন্দকে অপরাধী মনে করিয়া উদূখলে দামদ্বারা বন্ধন করিলেন, প্রাকৃত পুত্রকে প্রাকৃত মাতা যেমন বন্ধন করে। শ্রীগোবিন্দ অব্যক্ত-স্বপ্রকাশাত্মবিগ্রহ, মর্ত্যলিঙ্গ দ্বিভুজমনুষ্যাকৃতি 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম' নরলীল এবং অধোক্ষজ—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর হইলেও—এই প্রমাণ দ্বারা বিভু বস্তুরও মূর্ত্তত্ব দেখান হইল ॥

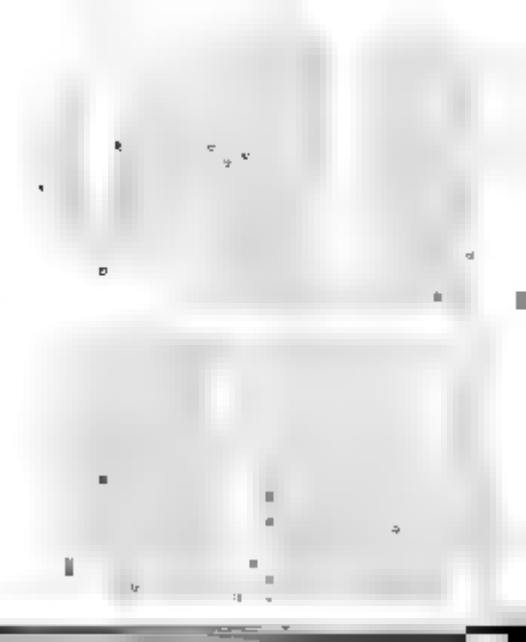

১) আদিনা সর্বজ্ঞত্বং যথা—মুণ্ডকে (২।২।৭) **যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ ॥ইতি॥**

২। আনন্দিত্বং চ, তৈত্তিরীয়কে—(২।৪।১)

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥ইতি॥

৩) প্রভুত্ব সুহৃত্ত্ব জ্ঞানদত্ব মোচকত্বানি চ —

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতৌ—(৩/১৭)

সর্বস্য প্রভুমীশানং সর্বস্য শরণং সুহৃৎ ॥ইতি॥

প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী ॥ইতি॥ ৪।১৮)

সংসার-বন্ধ-স্থিতি-মোক্ষহেতুঃ ॥ইতি॥ ৬।১৬)

বিভুচৈতন্যানন্দত্বাদীত্যত্রাদিপদগ্রাহ্যমাহ, আদিনেতি। **সর্ব্বং** জানাতীতি সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বং বিন্দতীতি সর্ব্ববিৎ। আনন্দমিতি। ব্রহ্মণো ধর্ম্মভূতানন্দং বিদ্বান্ কুতশ্চন কালকর্ম্মাদের্ন বিভেতি ধর্ম্ম বেদী বিমুচ্যতে ইত্যর্থঃ। সর্ব্বস্যেতি। প্রভুত্বং প্রভাবশালিত্বং, ঈশানত্বং নিয়ন্তৃত্বং, সৌহার্দ্দ্যং নিনিমিত্তহিতকারিত্বং। প্রজ্ঞা চেতি, তস্মাৎ-উপাসিতাদীশাৎ জীবানাং পুরাণী সনাতনী প্রজ্ঞা ধর্ম্মভূতা সম্বিৎ প্রসৃতা ভবতি প্রকটী ভবতীত্যর্থঃ॥

মাধুর্যঞ্চেতি। মনুষ্যভাবেনৈব পারমৈশ্বর্য্য-সাধ্যকার্য্যকারিত্বং তদিত্যর্থঃ। যথা

শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমি অপ্রাকৃত মূর্তিদ্বারা এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত আছি। সকল প্রাণিকে আমি ধারণ করিতেছি, তাহারা আমাকে ধারণ করিতেছে না। কলসে যেমন জলধৃত হয়, সেইরূপ আমাতে প্রাণিগণ ধৃত নহে. আমি সঙ্কল্পমাত্র দ্বারাই প্রাণিগণকে ধারণ করি, ইহা অসম্ভব মনে হইলেও আমি ঈশ্বর, আমার অসাধারণ ঐশ্বরিক যোগ—অচিন্ত্য শক্তি দেখ ॥

পরমেশ্বরে অচিন্ত্য শক্তি আছে। যাহা 'যোগ' শব্দ দ্বারা বলা হইল। তত্ত্ববিদগণের মতে ঐ অচিন্ত্যশক্তি সর্ববিধ বিরোধ সমাধান করেন। যোগ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—দুর্ঘট কার্যসমূহ যে শক্তিদ্বারা সমাধান হয় তাহাই যোগ ॥১৪॥

হেতুত্বাদিত্যাদি কারিকাতে যে আনন্দত্ব 'আদি'-শব্দ আছে, আদি-শব্দে পরমেশ্বরে 'সর্বজ্ঞত্ব ও আনন্দিত্ব, প্রভুত্ব, সুহৃৎত্ব. জ্ঞানদত্ব মোচকত্বাদি গুণ

৪) মাধুর্য্যঞ্চ, শ্রীগোপাল উপনিষদি—(পূর্ব ১০)

সৎপুণ্ডরিক নয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।

দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্ ॥১৫॥

ন ভিন্না ধর্ম্মিণো ধর্ম্মা ভেদ-ভানং বিশেষতঃ।

যস্মাৎ কালঃ সর্ব্বদাস্তীত্যাদিধীর্বিভুষামপি ॥১৬॥

স্তনচুষণেন পূতনাপ্রাণহরণং, কোমলাঙ্ঘ্রিহত্যাতিকঠোর শকটভঙ্গঃ, সপ্তাব্দিক্যা মূর্ত্ত্যা গিরিরাজস্য ধারণমিত্যাদি। মনুষ্যভাবমুদাহরতি সৎপুণ্ডরীকেতি ॥১৫॥

নন্বু বিভুত্বাদয়ো ধর্মা হরের্ভিন্না ন বা? নাদ্যঃ। "এবং ধর্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি" ইতি তদ্ভেদ নিষেধক শ্রুতি ব্যাকোপাৎ। নান্ত্যঃ। প্রত্যাখ্যেয় নৈর্গুণ্যাপত্তেরিতি চেত্তত্র সমাধিঃ ন ভিন্না ইতি। ভেদাভাবেঽপি বিশেষাদ্ভেদ কার্য্যমস্তি ইতি ন নৈর্গুণ্যাপত্তিঃ। বিশেষশ্চ ভেদ-প্রতিনিধির্ন ভেদঃ। নন্বেবং কুত্র দৃষ্টং তত্রাহ। যস্মাৎ কাল ইতি। আদিনা সত্তা-সতীত্যাদি সংগ্রহঃ। অত্র কালস্য কালাশ্রয়ত্বং, সত্তায়াশ্চ সত্ত্বাশ্রয়ত্বং. ভেদাভাবেঽপি যথা প্রতীয়তে, তথা প্রকৃতেঽপীত্যর্থঃ। অত্রাধিকংতু সসূক্ষ্মাৎ গোবিন্দভাষ্যাদধি গন্তব্যম্ ॥১৬॥

সমূহও জানিতে হইবে। যেমন মুণ্ডক শ্রুতিতে—যিনি সর্বজ্ঞ অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান্ সকল কিছু জানেন এবং সর্ববিৎ অর্থাৎ প্রাপ্ত সর্বস্ব। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে ব্রহ্মের ধর্মরূপ আনন্দকে জানিলে আর কোথাও হইতে ভয় পায় না। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে—শ্রীগোবিন্দ সকলের প্রভু নিয়ন্তা নিরুপাধিক হিতকারী, তাঁহা হইতে জীবগণের সনাতনী প্রজ্ঞা প্রকটিত হয় ॥

মাধুর্য্যও—শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে—মাধুর্য অর্থাৎ নরলীলা অতিক্রম না করিয়া পরম ঐশ্বর্য সাধ্য কার্য্যকারী। যেমন উত্তম পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল নয়ন যুগল, ঘনশ্যাম দেহকান্তি, বিদ্যুতের ন্যায় পীতাম্বর, দ্বিভুজ ও বনমালা ধারী জ্ঞানমুদ্রায় বেণুকর পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দকে ভজন করি ॥১৫॥

পুনঃ প্রশ্ন হইতেছে—বিভুত্বাদি ধর্ম বা গুণ সমূহ গুণী শ্রীহরি হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে না, শ্রুতি ভেদ নিষেধ করিয়াছেন (কঠ-২।১।১৪) ব্রহ্মের ধর্মসমূহকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন দর্শন করিলে নিম্নগতি হয় এবং পুনঃ

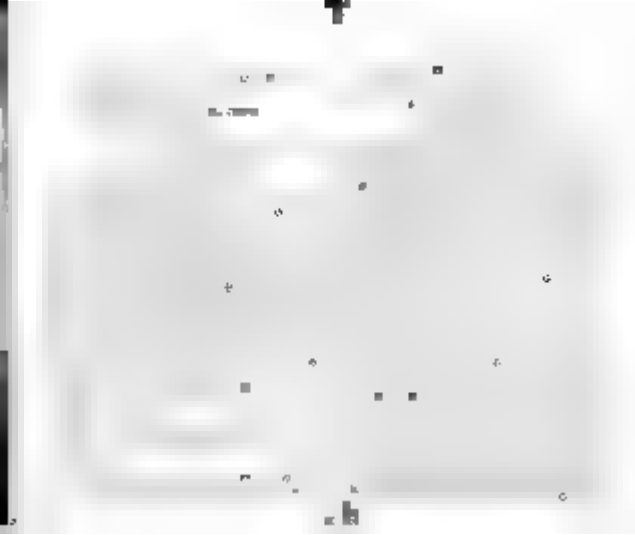

এবমুক্তং নারদপঞ্চরাত্রে

নির্দ্দোষ পূর্ণগুণ বিগ্রহ আত্মতন্ত্রো, নিশ্চেতনাত্মকশরীরগুণৈশ্চ হীনঃ।
আনন্দমাত্র করপাদ মুখোদরাদিঃ সর্ব্বত্র চ স্বগতভেদ বিবর্জিতাত্মা॥ ইতি॥ ১৭॥

অথ নিত্যলক্ষ্মীকত্বং, যথা = বিষ্ণুপুরাণে :—(১।৮।১৫)

নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী।
যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণু স্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম॥ ইতি

নির্দোষেতি। মুগ্ধত্বাদিদোষ শূন্যঃ সার্ব্বজ্ঞাদি গুণপূর্ণো বিগ্রহো যস্য স ভগবান্ বিষ্ণুঃ, কিং মায়িনামিব বিশুদ্ধ সত্তাত্মকস্তস্য বিগ্রহ স্তত্রাহ—নিশ্চেতনাত্মকেতি। চিৎবিগ্রহো বিশেষাচ্চিদ্‌গুণকতয়া প্রতীত ইত্যর্থঃ। কিং সাংখ্যানামিব চিদেকধাতু স্তত্রাহ আনন্দমাত্রেতি। চিদানন্দবিগ্রহ ইত্যর্থঃ। কিং বিষ্বক্সেনানুষায়িনামিব দেহদেহী ভেদবান্ তত্রাহ সর্ব্বত্রেতি। দেহ-দেহিভাবে গুণগুণিভাবে চ স্বগত-ভেদেনাপি রহিত ইত্যর্থঃ। ত্রিবিধো হি ভেদঃ। আম্রঃ পনসো নেতি সজাতীয় ভেদঃ, আম্রঃ পাষাণো নেতি বিজাতীয়-ভেদঃ, আম্র-পুষ্পাণি আম্রো ন ইতি স্বগতো ভেদঃ॥ ৭॥

নিত্যৈবেতি। অনপায়িনী নিত্যসম্বন্ধা স্বরূপানুবন্ধিনীত্যর্থঃ। এতৎ

পুনঃ সংসারে ভ্রমণ করিতে হয়। সুতরাং ভিন্ন দর্শন নিষিদ্ধ। অভেদ দর্শন করিলে নির্গুণ ব্রহ্মে ধর্মের আরোপ হয়। অতএব এস্থলে সমাধান—শ্রীভগবানের বিভুত্ব সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম সমূহ শ্রীভগবান হইতে ভিন্ন নহে। তবে যে ভেদ লোকে ও শাস্ত্র বাক্যে প্রতীতি হয়, উহা ভেদের প্রতিনিধি 'বিশেষ' নামক একটি পদার্থ স্বীকার করিয়া সমাধান করিতে হইবে। ভেদ না থাকিলেও বিশেষ বলে ভেদের কার্য আছে, সুতরাং নির্গুণতা দোষ হয় না। বিশেষ পদার্থটি ভেদের প্রতিনিধি কিন্তু ভেদ নহে। দৃষ্টান্ত কাল সর্বদা আছে, সত্তা আছে—এই সকল বাক্যে কালকে কালের আশ্রয়, সত্তাকে সত্তার আশ্রয় বলা হইল। এইরূপ স্থলে যেমন ভেদ না থাকিলেও ভেদ ব্যবহার আছে, সেইরূপ শ্রীভগবানের ধর্ম ধর্মীতে, দেহ দেহীতে ভেদ না থাকিলেও ভেদের ব্যবহার আছে, তাহা প্রকৃত ভেদ নহে—বিশেষ। তত্ত্বজ্ঞগণও ইহা স্বীকার করেন॥

বিষ্ণোঃ স্যুঃ শক্তয় স্তিস্র স্তাসু যা কীর্ত্তিতা পরা।
সৈব শ্রীস্তদভিন্নেতি প্রাহ শিষ্যান্ প্রভুর্মহান্॥
তত্র ত্রিশক্তির্বিষ্ণুঃ, যথা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি -(৬।৮)
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ॥ ইতি॥
প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ। ইতি।১৮॥(৬।১৬)

প্রতিপাদয়িতুং—বিষ্ণোঃস্যুরিতি। নন্বু ক্বচিৎ নিত্যমুক্ত জীবত্বং লক্ষ্ম্যাঃ স্বীকৃতং তত্রাহ।

প্রাহেতি। নিত্যৈবেতি পদ্যে, সর্বব্যাপ্তিকথনেন কলা কাষ্ঠেত্যাদি পদ্যদ্বয়ে, শুদ্ধোপীত্যুক্ত্যা চ মহাপ্রভুণা স্বশিষ্যান্ প্রতি লক্ষ্ম্যা ভগবদদ্বৈত-মুপদিষ্টং। ক্বচিদ্ যত্তস্যাস্তু দ্বৈতমুক্তং তত্তু তদাবিষ্ট নিত্য মুক্ত জীবমাদায় সঙ্গতমস্তু।

পরাস্যেতি। স্বাভাবিকী বহ্ন্যুষ্ণতা ইব স্বরূপানুবন্ধিনী, জ্ঞানবলক্রিয়া, সম্বিৎ সন্ধিনী হ্লাদিনী রূপা ক্রমাদ্বোধ্যা॥১৮॥

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে এইরূপই বলা হইয়াছে, নির্দোষ মুগ্ধত্বাদি দোষ শূন্য, সর্বজ্ঞতাদি গুণপূর্ণ বিগ্রহ যাঁহার সেই ভগবান্ বিষ্ণু স্বাধীন। চেতনহীন জড় শরীর ও জড়গুণসমূহ তাঁহাতে নাই। তাঁহার হস্ত পদ মুখ উদর প্রভৃতি আনন্দমাত্র। তাঁহার দেহদেহীভাবে গুণগুণীভাবে স্বগত ভেদও নাই। ভেদ তিন প্রকার—আম্র কাঁটালে যে ভেদ তাহা সজাতীয় ভেদ, আম্র পাষাণে ভেদ—বিজাতীয় ভেদ বৃক্ষের ফল পুষ্পাদিতে যে ভেদ তাহা স্বগত ভেদ। শ্রীভগবানের হস্ত পদাদিতেও স্বগত ভেদ নাই। তাঁহার সকল ইন্দ্রিয় সকল কার্যে সমর্থ॥১৭॥

অথ শ্রীভগবানের নিত্যলক্ষ্মীকত্ব বিষ্ণু পুরাণে বর্ণিত আছে—হে মৈত্রেয় প্রসিদ্ধা জগন্মাতা শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীবিষ্ণু হইতে নিত্যই অনপায়িনী—বিচ্ছেদ রহিতা। শ্রীবিষ্ণু যেমন সর্বত্র বিরাজ করেন, সেইরূপ তাঁহার পরাশক্তি লক্ষ্মীদেবীও সর্বত্র বিরাজমান॥ শ্রীবিষ্ণুর অনন্ত শক্তি মধ্যে তিন শক্তি প্রধানা। পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা—যাহার নাম কর্ম। তন্মধ্যে পরা-শক্তি 'শ্রী', শক্তিমান্ হইতে অভিন্না ইহা মহাপ্রভু শিষ্যগণকে উপদেশ

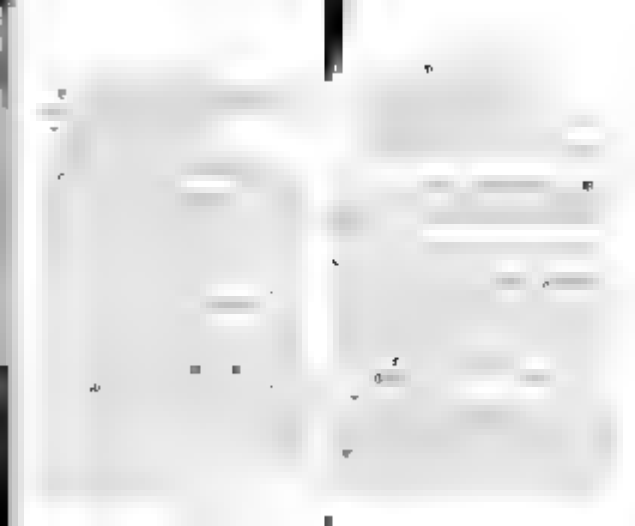

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ—(৬।৭।৬১)

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥"

পরৈব বিষ্ণ্বভিন্না শ্রীরিত্যুক্তং, তত্রৈব—(১।৯।৫৫, ৪৫)

"কলাকাষ্ঠানিমেষাদিকালসূত্রস্য গোচরে।
যস্য শক্তির্ন শুদ্ধস্য প্রসীদতু স নো হরিঃ ॥
প্রোচ্যতে পরমেশো যঃ যঃ শুদ্ধোঽপ্যুপচারতঃ।
প্রসীদতু স নো বিষ্ণুরাত্মা যঃ সর্বদেহিনাং ॥"

এষা পরৈব ত্রিবৃদিত্যপ্যুক্তং তত্রৈব—(১।১২।৬৯)

বিষ্ণুশক্তিরিতি। অবিদ্যেতি কর্মেতি চ সংজ্ঞা যস্যাঃ সা অন্যা তৃতীয়া শক্তিস্ত্রিগুণা মায়েত্যর্থঃ। কলেতি। কলাদিলক্ষণো যঃ কালস্তদেব সূত্রং জগচ্চেষ্টানিয়ামকত্বাদ্রজ্জুঃ তস্য গোচরে বিষয়ে যস্য পরাখ্যাশক্তির্নাস্তি, স বিষ্ণুর্নঃ প্রসীদতু। যঃ কেবলঃ পরাভেদরহিতোঽপ্যুপচারাৎ পরমেশঃ প্রোচ্যতে। পরা চাসৌ মা চ লক্ষ্মীস্তস্য ঈশঃ স্বামীতি নিগদ্যতে ইত্যর্থঃ, যঃ প্রসিদ্ধঃ স নঃ প্রসীদতু। স্ফুটমন্যৎ। এষেতি। ত্রিবৃৎ ত্রৈরূপে বিভাতা। হ্লাদিনীতি। হ্লাদাত্মাপি যয়া হ্লাদতে, হ্লাদবান্ ভবতি সা হ্লাদিনী। সদাত্মাপি যয়া

দিয়াছেন॥ শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে বিষ্ণুর শক্তিত্রয়ের পরিচয় পাওয়া যায় ইহার মধ্যে পরাশক্তি বিবিধ শুনা যায়, ঐ শক্তি স্বাভাবিকী স্বরূপসিদ্ধা, তাহার তিনটি বৃত্তি--জ্ঞানশক্তি বলশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি ক্রমে সম্বিৎ, সন্ধিনী ও আহ্লাদিনী। অন্য দুইটি শক্তি, প্রধানা—জড়া মায়াশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞা—জীবশক্তি, ইহাদের পতি তিনি ত্রিগুণের পরিচালক ॥১৮॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও বর্ণিত আছে—শ্রীবিষ্ণুর পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা নামে তিন শক্তি আছে। পরা—স্বরূপশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞা জীবশক্তি, অবিদ্যা মায়াশক্তি ত্রিগুণা। পরাশক্তি 'শ্রী' যে বিষ্ণু হইতে অভিন্না তাহাও বর্ণিত আছে, যে শুদ্ধস্বরূপ ভগবানের শক্তি কলা কাষ্ঠা নিমেষ প্রভৃতি কালসূত্রের বিষয়ীভূত নহে—কালাধীন নহে, যিনি শুদ্ধ হইলেও উপাচার বশতঃ যাঁহাকে পরমেশ বলা হয়, সেই শ্রীহরি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥

"হ্লাদিনীসন্ধিনীসম্বিৎত্বয্যেকা সর্ব্ব সংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে ॥' ১৯ ॥

একোঽপি বিষ্ণুরেকাপি লক্ষ্মী স্তদনপায়িনী।
স্বসিদ্ধৈর্ব হুভিবেশৈর্ব হুরিত্যভিধীয়তে ॥

তত্রৈকত্বে সত্যেব বিষ্ণোর্বহুত্বং, যথা শ্রীগোপালোপনিষদি—

একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য, একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি।
তং পীঠস্থং যে তু যজন্তি ধীরা-স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ইতি ॥

অথ লক্ষ্ম্যাস্তদ্ যথা

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে ॥ ২০ ॥

সত্তাং ধত্তে সা সর্ব্বদেশকালব্যাপ্তিহেতুঃ সন্ধিনী। সংবিদাত্মাপি যয়া সংবেত্তি সা সম্বিৎ। একা বিশেষ বলনির্ভাতভেদকার্য্যাপি নির্ভেদেত্যর্থঃ। সত্ত্বাংশেন হ্লাদকরী, রজোঽংশেন তাপকরী, যা মিশ্রা ত্রিগুণাশক্তিঃ সা ত্বয়ি নো বর্ত্ততে, কুত ইত্যত্রাহ, গুণবর্জ্জিতে মায়াগুণাপৃষ্টে ইত্যর্থঃ ॥১৯॥

টীকা—যথা শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে—

মণির্যথা বিভাগেন নীল পীতাদিভির্যুতঃ। রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যান-ভেদাৎ তথা বিভুঃ ॥' ইতি। মণিরত্র বৈদূর্যং। নীল পীতাদয় স্তদ্‌গুণাঃ। এবং একমেব পরং তত্ত্বং পুরুষোত্তমতয়া স্ত্র্যুত্তমতয়া চ দ্বেধা প্রকাশতে। তস্য তস্যাশ্চ বৈদূর্য্য মণিবৎ বহূনি রূপাণি সন্তীত্যাহ একোপি ইতি। স্বসিদ্ধৈঃ স্বরূপানুবন্ধিভিঃ বেশৈঃ সংস্থানৈর্বহুর্বহ্বী চোচ্যতে॥ একো ইতি। বহুধা মৎস্যকূর্মাদিরূপপ্রাকট্যেন। অথেতি তদ্বহুত্বং॥ পরাস্যেতি। বিবিধা জানকী রুক্মিণ্যাদি রূপ প্রাকট্যেন নানা রূপা॥ ২০ ॥

এই পরাশক্তিই বৃত্তিত্রয় বিশিষ্ট হে ভগবন্ সকলের আশ্রয়স্বরূপ তোমাতে একা পরাশক্তিই বৃত্তিত্রয় বিশিষ্টা হইয়া আছেন—হ্লাদিনী সন্ধিনী ও সম্বিৎ। মায়াগুণহীন তোমাতে হলাদকরী তাপকরী ও মিশ্রা ত্রিগুণ শক্তি নাই ॥১৯॥

শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে বর্ণিত আছে বৈদূর্যমণি যেমন নীলপীতাদি নানা বর্ণ ভেদ ধারণ করে। সেইরূপ একই শ্রীভগবানও ধ্যানভেদে নানারূপ ধারণ করেন। যেমন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণরূপে এবং পরমাশক্তি শ্রীরাধিকারূপে। ইঁহাদের বৈদূর্যমণিবৎ বহুরূপ আছে। ঐ রূপগুলি তাহাদের স্বসিদ্ধ-স্বরূপানুবন্ধি।

পূর্ত্তিঃ সর্ব্বাত্রিকী যদ্যপ্যবিশেষা তথাপি হি।
তারতম্যঞ্চ তচ্ছক্তিব্যক্ত্যব্যক্তিকৃতং ভবেৎ॥

তত্র, বিষ্ণোঃ সার্বত্রিকী পূর্ত্তির্যথা বাজসনেয়কে—(বৃহ ৫।১।১)
পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবাশষ্যতে॥ ইতি॥

বিষ্ণোলক্ষ্ম্যাশ্চাবতারেষু পূর্ত্তি যদ্যপি তুল্যা, তথাপি গুণ প্রাকট্য-তারতম্যাদংশাংশিভাবোঽপ্যস্তীত্যাহ পূর্ত্তিরিতি। সার্ব্বত্রিকী সর্ব্বেষ্ববতারেষু বর্ত্তমানা অবিশেষা তুল্যা॥ পূর্ণমিতি। অদোঽবতারিরূপং, ইদং অবতার-রূপং, উভয়ং পূর্ণং সর্ব্বশক্তিমৎ, পূর্ণাদ তারি রূপাৎ পূর্ণমবতার-রূপং লীলা-বিস্তারায় স্বয়মুদচ্যতে প্রাদুর্ভবতি। তল্লীলা পূর্ত্তৌ পূর্ণস্যাবতার রূপস্য পূর্ণং স্বরূপমাদায় স্বস্মিন্নৈক্যং নীত্বা পূর্ণমবতারিরূপমন্যত্রাবিলীনং সদবশিষ্যতে

ভগবান শ্রীবিষ্ণু এক হইয়াও বহু হন—ইহা শ্রীগোপালতাপনি উপনিষদে—(২১) শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশকর্তা, সর্বব্যাপী একমাত্র সকলের পূজ্য তিনি এক হইয়াও মৎস্য কূর্মাদি লীলাবতার, বাসুদেব সঙ্কর্ষণাদি চতুর্ব্যূহ পুরুষাবতার ত্রয় ইত্যাদি বহু মূর্তিতে প্রকাশিত হন। শ্রীশুকদেবাদির ন্যায় ধীর পুরুষগণ তাঁহার শ্রীবৃন্দাবনাদি পীঠমধ্যে অবস্থিত মূর্তির পূজা করেন। তাহারাই নিত্যসুখলাভে সমর্থ হয় অন্য কেহ তাদৃশ সুখ লাভ করেন না॥

শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বহুমূর্তিত্ব শ্রুতিতে—(শ্বেতাশ্ব ৬।৮) শ্রীভগবানের পরাশক্তি জানকী রুক্মিণী প্রভৃতি নানারূপে প্রকট হন॥২০॥

শ্রীবিষ্ণুর ও শ্রীলক্ষ্মীর অবতার সমূহের মধ্যে পরিপূর্ণতা যদিও তুল্যা, তথাপি গুণ ও শক্তি প্রকাশের তারতম্যে অংশ ও অংশী ভাবও আছে। তন্মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর সার্বাত্রিকী পূর্তি বৃহঃ ৫।১।১ যজুর্বেদে)—অদঃ অবতারী রূপ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ, ইদং অবতাররূপ পূর্ণ, অবতারী হইতে অবতার সকল এই জগতে লীলা বিস্তারে জন্য আবির্ভূত হন তাহাতে অবতারীর পূর্ণচার হানী হয় না। সেই সেই লীলাবসানে অবতাররূপের পূর্ণতা লইয়া—

মহাবরাহে :—

সর্বে নিত্যাঃ শাশতাশ্চ দেহা তস্য পরাত্মনঃ।
হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ কৃচিৎ॥
পরমানন্দ সন্দোহা জ্ঞান মাত্রাশ্চ সর্বতঃ।
নর্বে সর্বগুণৈঃ পূর্ণঃ সর্বদোষ বিবর্জিতঃ॥২১॥

অথ শ্রিয়ঃ সা যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে :—

এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেব জনার্দ্দনঃ।
অবতারং করত্যেষ তথা শ্রী স্তং সহায়িনী॥

তিষ্ঠতিত্যর্থঃ॥ অত্র ঐক্যমুক্তং পার্থক্যেন স্থিতিশ্চোচ্যতে তদিদং যথেষ্টং বোধ্যম্। সর্ব্বে-ইতি। শাশ্বতা জগতি পুনঃ পুনরাবির্ভাবিনঃ দেহাঃ স্বরূপা-নুবন্ধিনো বিগ্রহাঃ স্বরূপানুবন্ধিত্বাদেব হানেন উপাদানেন চ বর্জিতাঃ। স্ফুটার্থমন্যৎ॥২০॥

টীকা—অথেতি। সা পূর্তিঃ। তামুদাহরতি এবং যথা ইতি। প্রকটার্থম্॥ দেবত্বে ইতি। করোতি প্রকটয়তি। স্যাৎ ইতি। এষু বাক্যেষু সৈব

অবতারীর সহিত মিলিত হইয়া পূর্ণভাবেই অবস্থান করেন। এই মন্ত্রে অবতারী ও অবতার একত্র থাকেন, আবার পৃথকও থাকেন। পুনরায় মিলিত হইয়া অবস্থানও করেন, ইহা বলা হইল॥

মহাবরাহপুরাণেও বলা হইয়াছে—পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের এবং মৎস্য কূর্মাদি অবতারের দেহ সকলও নিত্য শাশ্বত। ক্ষয় বর্দ্ধিহীন, এই জগতের প্রকৃতি গুণজাতও নহে। সর্বোতোভাবে শরম জ্ঞানানন্দময়। নকল দেহ সর্ববিধ অপ্রাকৃত কল্যাণ গুণে পূর্ণ, মুগ্ধতাদি সর্বদোষ বিবর্জিত।২১॥

অথ শ্রীলক্ষ্মীদেবীর অবতারগণের মধ্যে পূর্ণতা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—জগৎ-স্বামী দেবদেব জনার্দন যখন অবতার প্রকট করেন, লক্ষ্মীদেবীও তখন তাঁহার সহায় হন। যেকালে ভগবান শ্রীহরি অদিতির গর্ভ হইতে নিজস্বরূপ প্রকট করেন, সেইকালে লক্ষ্মীও পুনরায় পদ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। যখন শ্রীহরি ভৃগুবংশে পরশুরাম মূর্ত্তি প্রকট করেন, সেই সময় লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং ধরণী মূর্তি প্রকট করেন। শ্রীরামচন্দ্রাবতারে লক্ষ্মী সীতা হন এবং

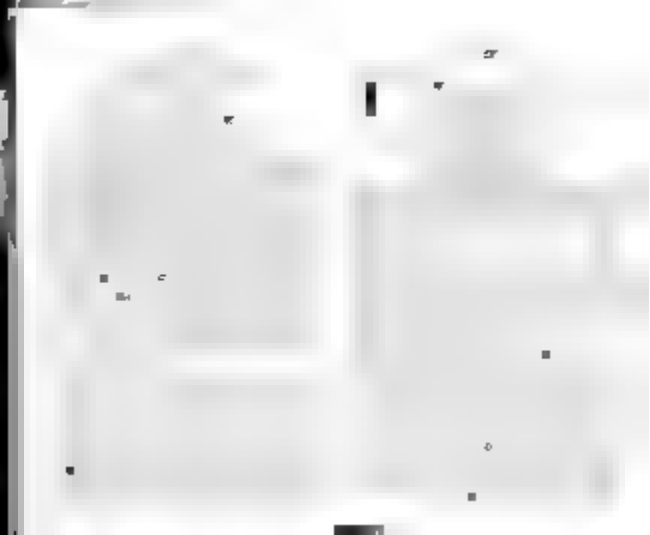

পুনশ্চ পদ্মাদুদ্ভূতা আদিত্যোঽভূদ্‌যদা হরিঃ।
যদা চ ভার্গবো রাম-স্তদাভূদ্ধরণী ত্বিয়ং ॥
রাঘবত্বেঽভবৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণ-জন্মনি।
অন্যেষু চাবতারেষু বিষ্ণোরেষা সহায়িনী ॥
দেবত্বে দেবদেহেয়ং মানুষত্বে চ মানুষী।
বিষ্ণোর্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্ ॥ ইতি ॥
স্যাৎ স্বরূপসতী পূর্ত্তিরিহৈক্যাদিতি বিন্মতম্ ॥ ২২ ॥

অথ তথাপি তারতম্যং

তএ শ্রীবিষ্ণোস্তদ্, যথা শ্রীভাগবতে—(১।৩।২৮)

সর্বত্রেতি সর্বেষাং প্রাদুর্ভাবানাং অভেদাৎ সর্বেষু তেষু স্বরূপসতী পূর্ত্তিরস্ত্যেবেতি শ্রুতিযুক্তিবিদাং মতং ইত্যর্থঃ। অন্যথা স্বরূপ পুর্ত্তেরভাবে তদভেদো গৌণঃ স্যাৎ ॥ ২২ ॥

টীকা—অথেতি। যদ্যপ্যবিশেষা পূর্ত্তিরস্তি তথাপি তারতম্যমংশাংশিভাবোঽপ্যস্তি ইতার্থঃ ॥ এতে চেতি। এতে চতুর্বিংশতিঃ পুংসো গর্ভোদশায়িনোঽংশ-

---

শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীরুক্মিণী। বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারেও লক্ষ্মীদেবী সর্বত্র তাঁগার সহায়িনী হন। ভগবান যখন দেবদেহে অবতীর্ণ হন লক্ষ্মীও দেবী-মূর্তিতে আসেন। যখন ভগবান নরলীলা করেন, তখন মানবী মূর্তিতে তাঁহার সহায়তা করেন। সেব্য বিষ্ণুর মূর্তির অনুরূপ নিজ সেবিকা রূপ প্রকট করেন।"

এই সকল শাস্ত্রবাক্যে সর্বত্র সকল আবির্ভাবে ঐক্য থাকায় পূর্ণতাও আছে। ইহা শ্রুতিযুক্তিবিদ্‌গণের অভিমত ॥ ২১ ॥

এই পর্যন্ত শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর অবতার সমূহ মধ্যে পূর্ণতা থাকিলেও অংশাংশীভাবে তারতম্য আছে, তাহাই শ্রীভাগবত প্রমাণে দেখান হইতেছে। প্রথমস্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত অবতারবৃন্দ মহাপুরুষের কেহ অংশ (চতুর্থাংশ শক্তিবিশিষ্ট) কেহ কলা (ষোড়শাংশ শক্তিবিশিষ্ট)। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। কাহারও অংশ বা কলা নহে। অনাদির আদি

"এতে চাংশ-কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ॥" ইতি ॥
"অষ্টমস্তু তয়োরাসীৎ স্বয়মেব হরিঃ কিল ॥" ইতি চ ॥ ২৩ ॥

অথ শ্রিয়স্তদ্ যথা পুরুষবোধিন্যামথর্ব্বোপনিষদি ( )

"গোকুলাখ্যে মাথুর-মণ্ডলে' ইত্যুপক্রম্য "দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চ" ইত্যভিধায় পরত্র যস্যা অংশে লক্ষ্মী দুর্গাদিকা শক্তিঃ ॥ ইতি ॥

গৌতমীয় তন্ত্রে চ ( )

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সংমোহিনী পরা ॥ ইতি ॥২৪॥

কলাঃ কথিতাঃ। তন্মধ্যপঠিতঃ শ্রীকৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান্ অনন্যাপেক্ষিরূপো মূলমিত্যর্থঃ ॥ অষ্টমস্ত্বিতি। তয়োর্দেবকী-বসুদেবয়োঃ ॥ ২৩ ॥

অথেতি। শ্রিয়স্তৎ তারতম্যম্। গোকুলাখ্য ইতি। অত্রাংশিন্যাঃ শ্রীরাধায়া লক্ষ্ম্যাদয়োঽংশা ইত্যর্থো বিস্ফুটঃ। দুর্গাত্র মন্ত্ররাজাধিষ্ঠাত্রী, নতু প্রাকৃতী ॥ দেবীতি। রাধিকা দেবী পরেত্যন্বয়ঃ। অত কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণাত্মিকা, তথাপি পরদেবতা কৃষ্ণার্চ্চিকা সর্বলক্ষ্মীময়ী,—পুরুষ বোধিনী শ্রুতেঃ, নিখিলানাং লক্ষ্মীণামংশিনী, সর্বকান্তি—সর্বসাং তাসাং কান্তিরিচ্ছা পূজ্যত্বাভিলাষো যস্যাং সা, সম্মোহিনী কৃষ্ণানুরঞ্জিকা ॥২৪॥

সর্বকারণ-কারণ গোবিন্দ। নবমস্কন্ধে- দেবকী ও বসুদেবের গৃহে অষ্টম সন্তান স্বয়ং শ্রীহরি অবতারী ॥ ২৩ ॥

অথর্ববেদীয় পুরুষবোধিনী শ্রুতিতে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর অংশাংশী ভাব—"মথুরামণ্ডলে গোকুল মহাবনে" এইরূপ আরম্ভ করিয়া শ্রীগোবিন্দের দুইপার্শে দক্ষিণে চন্দ্রাবলী ও বামে শ্রীরাধিকা এইরূপ বলিয়া পরে—যাঁহার অংশে লক্ষ্মী ও দুর্গাদি শক্তিগণ।

গৌতমীয় তন্ত্রেও—শ্রীরাধিকা দেবী কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণাত্মিকা, তথাপি পরদেবতা কৃষ্ণের অর্চন কারিণী, সর্বলক্ষ্মীময়ী—নিখিল লক্ষ্মীবর্গের অংশিনী, সর্বকান্তিঃ - সকল লক্ষ্মীগণের পূজনীয়া, সম্মোহিনী—শ্রীকৃষ্ণের মনোরঞ্জন কারিণী পরমা শক্তি ॥

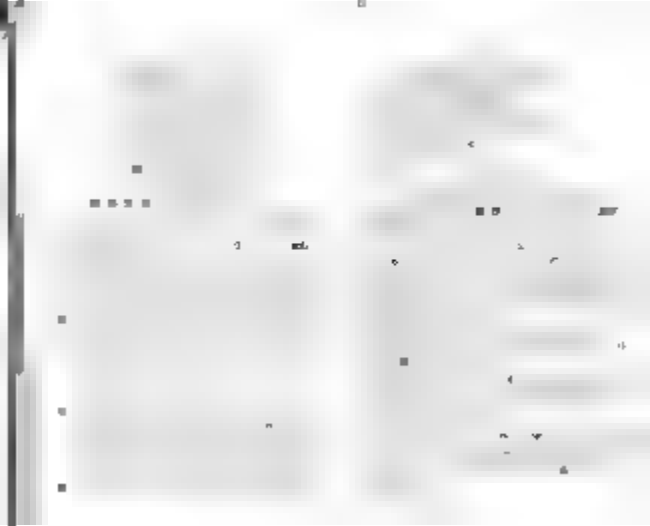

অথ নিত্যধামত্বং আদি শব্দাৎ, যথা ছান্দোগ্যে—(৭।২৪।১)

স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি ॥ স্বে মহিম্নি ॥ ইতি ॥

মণ্ডুকে চ (২।২।৭)

দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ সংব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ। ইতি ॥

টীকা—নিত্য লক্ষ্ম্যাদিমত্বাদিত্যত্রাদিপদ-গ্রাহ্যমাহ—অথেতি। ভগবঃ ভগবন্ হে সনৎকুমার স ভূমাখ্যো হরিরিত্যাদি প্রশ্নঃ, স্বে মহিম্নি ইতি তদুত্তরং॥ দিব্য ইতি। পুরে বিচিত্র প্রাসাদাদিশালিনী॥ তামিতি, তাং তানি বাং যুবয়ো রাধিকা-কৃষ্ণয়োর্ব্বাস্তূনি গৃহাণি গমধ্যৈ প্রাপ্তুং উস্মসি কাময়ামহে।

গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী। গোবিন্দসর্ব্বস্ব সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি॥
দেবী কহি দ্যোতমানা পরমাসুন্দরী। কিংবা কৃষ্ণপূজা-ক্রীড়ার বসতি নগরী॥
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে। যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥
কিংবা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ। তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় এক রূপ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥
অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরমদেবতা। সর্ব্বপালিকা সর্ব্বজগতের মাতা॥
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তিঁহো হন অধিষ্ঠান॥
কিংবা সর্ব্বলক্ষ্মী কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য। তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি সর্ব্বশক্তিবর্য্য॥
সর্ব্বসৌন্দর্য্য কান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে। সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে।
কিংবা কান্তি শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে। কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ। সর্ব্বকান্তি শব্দের এই অর্থ বিবরণ॥
জগতমোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী। অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥
রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান। দুই বস্তুভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমান॥ ২৪॥

হেতুত্বাৎ কারিকায় নিত্যলক্ষ্মী—'আদি' - শব্দ থাকা হেতু শ্রীভগবানের নিত্যধামও বুঝাইতেছে—তাহা ছান্দোগ্য শ্রুতিতে—প্রশ্ন, হে সনৎকুমার সেই ভূমাপুরুষ ভগবান্ কোথায় থাকেন? উত্তর—নিজ মহিমাতে থাকেন। মুণ্ডক উপনিষদে—অপ্রাকৃত ব্রহ্মপুরে বিচিত্র প্রাসাদাদি শোভিত সংব্যোম নামক স্থানে সেই পরম শ্রীহরি প্রতিষ্ঠিত আছেন। ঋক্‌বেদে—সেই প্রসিদ্ধ

ঋক্ষু চ (১।১৫৪।৬)

তাং বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভুরিশৃঙ্গাঃ অয়াসঃ।
অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণ্য পরমং পদমবভাতি ভূরি ॥ ইতি ॥ ২৫ ॥

শ্রীগোপালোপনিষদি চ (উঃ ৩৫)

তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্ব্রহ্ম গোপাল পুরী হি ॥ ইতি ॥

জিতন্তে স্তোত্রে চ

লোকং বৈকুণ্ঠনামানং দিব্যষাড়্‌গুণ্য সংযুতং।
অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যং গুণত্রয় বিবর্জিতম্ ॥
নিত্য-সিদ্ধৈঃ সমাকীর্ণং তন্ময়ৈঃ পাঞ্চকালিকৈঃ।
সভা প্রাসাদ সংযুক্তং বনৈশ্চোপবনৈঃ শুভম্ ॥

যত্র যেষু গাবো ভুরি শৃঙ্গাঃ প্রশস্ত বিষাণাঃ সন্তি। অয়াস শুভাবহ বিধিরূপাঃ "অয়ঃ শুভাবহোবিধি রিত্যমরঃ" বাঞ্ছিতদাত্র্য ইত্যর্থঃ॥ অত্রার্থে শ্রুতিরাহ—বৃষ্ণঃ ভক্তেচ্ছাবর্ষিণঃ কৃষ্ণস্য তৎ পরমং পদং ভূরি প্রচুরমবভাতি নাস্ত্যস্য সংখ্যেত্যর্থঃ॥ ২৫ ॥

টীকা—তাসমিতি। সপ্তানাং পুরীণাং মধ্যে গোপালস্য পুরী মথুরা সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম, তৎ পরাখ্য শক্তিরূপত্বেন তাদ্রূপ্যাং অভিব্যক্ত বৃহদ্‌গুণত্বাচ্চ॥ লোকমিত্যাদি প্রস্ফুটার্থং॥ পাঞ্চকালিকৈরিতি। অভিগমনোপাদানেজ্যাধ্যয়ন-

---

শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলের গৃহ সমূহ পাইবার জন্য সেস্থানে যাইবার জন্য আমরা কামনা করি। যেস্থানে প্রশস্ত শৃঙ্গ গাভীগণ আছে, তাহারা কামধেনু বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করে॥ ভক্তের বাসনা পুর্তিকারী শ্রীকৃষ্ণের পরম পদ গোকুল। তাহাতে অসংখ্য যোগপীঠসমূহ বিরাজিত॥ ২৫ ॥

শ্রীগোপাল তাপনী উপনিষদেও—মোক্ষপ্রদা অযোধ্যাদি সপ্তপুরী মধ্যে শ্রীগোপালদেবের পুরী মথুরা সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম, পরব্রহ্মের পরাশক্তির বিলাসরূপে পরব্রহ্মস্বরূপ তাঁর ধামও বৃহদ্ গুণযুক্ত।

(চৈঃ চঃ আদি ৫।১৬-১৮)

"তাহার উপরিভাগে কৃষ্ণলোক খ্যাতি। দ্বারকা মথুরা গোকুল ত্রিবিধত্বে স্থিতি॥

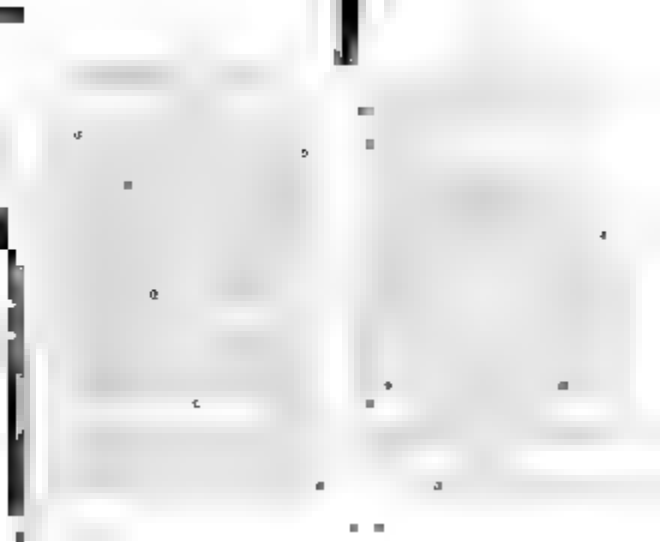

বাপী-কূপতড়াগৈশ্চ বৃক্ষষণ্ডৈঃ সুমণ্ডিতম্ ।
অপ্রাকৃতং সুরৈর্বন্দ্যমযুতার্ক সমপ্রভবম্ ॥ ইতি ॥

ব্রহ্মসংহিতায়াঞ্চ (৫।২)

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদং ।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশ সম্ভবম্ ॥ ইতি ॥ ২৬ ॥

সমাধয়ঃ পঞ্চকালাস্তৎ পরায়ণৈরিত্যর্থঃ। সহস্রেতি। মহতঃ স্বয়ংভগবতঃ পদং স্থানং। "পদং ব্যবসিতি ত্রাণ স্থান লক্ষ্মাঙ্ঘ্রি বস্তুষু" ইত্যমরঃ। অনন্তস্য সংকর্ষণস্যাংশেন সম্ভবঃ প্রাকট্যং অনাদিতো যস্য তৎ ॥ ২৬ ॥

সর্বোপরি শ্রীগোকুল—ব্রজলোক ধাম ।
শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন নাম ॥

সর্বগ অনন্তবিভু কৃষ্ণতনু-সমা ।
উপর্যধো ব্যাপিয়াছে, নাহিক উপমা ॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায় ।"

জিতন্তে স্তোত্রেও আছে = বৈকুণ্ঠলোক অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য্য আদি ষড়্গুণযুক্ত, অবৈষ্ণবগণের অপ্রাপ্য, মায়িক ত্রিগুণ বিবর্জিত, নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদগণ পঞ্চকাল সেবার জন্য পরিভ্রমণরত। পঞ্চকাল সেবা—অভিগমন, উপাদান, পূজা, অধ্যয়ন ও সমাধি। সেই বৈকুণ্ঠে মহতী সভাগৃহ, সুবৃহৎ অট্টালিকা, বন, উপবন, বাপী, কূপ তড়াগ ও নানাবিধ বৃক্ষসমূহ দ্বারা সুশোভিত। অপ্রাকৃত দেবগণের বন্দনীয় এবং দশ সহস্র সূর্যালোকের সমান আলোক বিশিষ্ট।

ব্রহ্মসংহিতায়ও আছে—সহস্রদল পদ্মের আকৃতিবিশিষ্ট স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের পরমধাম, গোকুল যাহার নাম। তাহার কর্ণিকারে শ্রীগোবিন্দের আবাস-গৃহ, ঐ ধাম অনন্তের অংশী শ্রীবলদেবের বৈভবে অনাদিকাল হইতে প্রকাশিত ॥ ২৬ ॥

প্রপঞ্চে স্বাত্মকং লোকমবতার্য মহেশ্বরঃ ।
আবির্ভবতি তত্রেতি মতং ব্রহ্মাদিশব্দতঃ ॥
গোবিন্দে সচ্চিদানন্দে নরদারকতা যথা ।
অঙ্গৈ নিরূপ্যতে তদ্বদ্ধাম্নি প্রাকৃততা কিল ॥ ২৭ ॥

অথ নিত্যলীলত্বঞ্চ । তথাহি শ্রুতিঃ বৃঃ ৩।৮।৩)

যদ্ গতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ ॥ ইতি ॥
একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো
ভক্তব্যাপী ভক্ত-হৃদ্যন্তরাত্মা ॥ ইতি চ ॥

টীকা—নন্থ মহিমাদি শব্দবাচ্যং হরেঃ পদং প্রকৃতি-মণ্ডলাদ্বহিঃ শ্রুতং তন্মণ্ডলান্তঃস্থং মথুরাদি তস্য পদমিত্যেতং কথং ? তত্রাহ—প্রপঞ্চে ইতি লোকস্য স্বাত্মকত্বে হেতুঃ ব্রহ্মাদি শব্দত ইতি। আদিনা মহিম সংব্যোম শব্দ সংগ্রহঃ। এবং তর্হি মথুরাদৌ প্রাকৃতত্বং কুতঃ স্ফুরতি ? তত্রাহ গোবিন্দ ইতি। নরদারকতা প্রাকৃত-মনুষ্য বালকতা ॥ ২৭ ॥

টীকা—অথেতি। যদিতি বৃহদারণ্যকে। যদ্ গতং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুণকর্মনিত্যং, গত ভবৎ ভবিষ্যচ্ছব্দৈস্তস্য ত্রৈকালিকত্ব প্রত্যয়াৎ। একো দেব ইতি—

অনুবাদ—প্রশ্ন, মহিমাদি বৈদিক শব্দ বাচ্য শ্রীহরির ধাম প্রকৃতির পরপারে শুনা যায় প্রকৃতি মণ্ডলের মধ্যগত মথুরাদি তাঁহার ধাম কিরূপে সম্ভব ? পরমেশ্বর নিজ লীলা বিস্তারের জন্য এই প্রপঞ্চে নিজ অপ্রাকৃত ধাম স্বইচ্ছায় অবতারণ করাইয়া তাহাতে স্বয়ং অবতীর্ণ হন ও জন্মাদি লীলা বিস্তার করেন। ব্রহ্ম-মহিম-সংব্যোম-শব্দদ্বারা বেদ ভগবদ্ধামকে সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্বিগ্রহ সম বলিয়াছেন। তথাপি এই ভূমণ্ডলে মথুরাদি ধামকে প্রাকৃত ভূমির মত দেখা যায়, তাহা অজ্ঞ দৃষ্টিতে, বিদ্বদনুভবে সচ্চিদানন্দময় চিন্তামণিময় ভূমি দর্শন হয়, যেমন শ্রীগোবিন্দকেও অজ্ঞজনে নরবালক, প্রাকৃত মনুষ্য বালক মনে করে ॥ ২৭ ॥

শ্রীগোবিন্দের লীলার নিত্যতাও শ্রুতিবর্ণিত, বৃহদারণ্যক (৩।৮।৩) ব্রহ্মনিষ্ঠ গুণ ও কর্ম নিত্য, গত—অতীত, ভবৎ—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিন কালেই বিদ্যমান, অতএব নিত্য। আরও স্পষ্ট ভাষায় পিপ্পলাদ শাখায়

স্মৃতিশ্চ (গী ৪।৯)—জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ **ইতি ॥২৮॥**

রূপানন্ত্যাজ্জনানন্ত্যাদ্ধামানন্ত্যাচ্চ কর্ম তৎ।
নিত্যং স্যাত্তদভেদাচ্চেত্যুদিতং তত্ত্ববিত্তমৈঃ ॥২৯॥

ইতি শ্রীপ্রমেয়রত্নাবল্যাং ভগবৎ পারতম্য প্রকরণং প্রথমং প্রমেয়ম্ ॥১॥

পিপ্পলাদ শাখায়াং। অত্র লীলায়াঃ নিত্যত্বং বাচনিকম্। জন্মেতি শ্রীগীতাসু—দিব্যমপ্রাকৃতং নিত্যমিতি যাবৎ ॥ ২৮ ॥

টীকা—ননু লীলায়া নিত্যত্বং শব্দাৎ প্রতীতং, যুক্তি বিরহাত্তদপুষ্টমিতি চেত্তত্রাহ রূপানন্ত্যাদিতি। অত্রাহুঃ, লীলায়াঃ ক্রিয়াত্বাৎ প্রত্যবয়বমপ্যারম্ভ সমাপ্তিভ্যাং তস্যাঃ সিদ্ধির্বাচ্যা, তাভ্যাং বিনা ন তস্যাঃ স্বরূপং সিদ্ধেৎ। তথা চারম্ভ-সমাপ্তিমত্তয়া বিনাশিত্ব ধ্রৌব্যাৎ কথং সা নিত্যেতি চেত্তুচ্যতে—পরাত্মনঃ সদৈবাকারানন্ত্যাৎ পার্ষদানন্ত্যাৎ স্থানানন্ত্যাচ্চ নানিত্যত্বং তস্যাঃ, তত্তদাকারগতয়োস্তত্তদারম্ভ সমাপ্ত্যোঃ সত্ত্বেপ্যেকত্রৈকত্র তত্তৎক্রিয়াবয়বা যাবৎ সমাপ্যন্তে

শ্রুতি বলিতেছেন—অদ্বিতীয় শ্রীগোবিন্দদেব নিত্যলীলাতে অনুরক্ত, তিনি ভক্তবৃন্দকে ব্যাপিয়া আছেন এবং ভক্তগণের হৃদয়ের অন্তরাত্মা স্বরূপ ॥

শ্রীগীতোপনিষদেও শ্রীমুখোক্তি—(৪।৯) যিনি আমার জন্ম ও কর্ম-লীলাকে দিব্য অপ্রাকৃত—এইরূপ নিত্যতত্ত্ব জানেন, হে অর্জ্জুন, তিনি এই দেহত্যাগের পর আর জন্মগ্রহণ করেন না, আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥২৮॥

শ্রীগোবিন্দদেবের লীলার নিত্যত্ব শব্দ প্রমাণে জানা গেলেও যুক্তি ব্যতীত দৃঢ় হয় না, সেজন্য যুক্তি দ্বারাও পুষ্ট করিতেছেন—নৈয়ায়িকগণ লীলাকে ক্রিয়া ভাবিয়া তাহার প্রতিক্ষণে প্রতি অবয়বের আরম্ভ ও সমাপ্তি স্বীকার করেন এবং যাহার আরম্ভ ও সমাপ্তি আছে তা অনিত্য, ইহার উত্তরে শ্রীগোবিন্দের সর্বদাই অনন্তরূপ, লীলাসহচর পার্ষদগণ অনন্ত,ধামও অনন্ত, অতএব লীলার নিত্যতা, সেই সেই লীলার আকারগত আরম্ভ সমাপ্তি দেখা গেলেও একটি লীলা সমাপ্তির পূর্বেই অন্য ব্রহ্মাণ্ডে আরম্ভ হইতেছে, যেমন সূর্যোদয় একস্থানে অস্ত যাওয়ার পূর্বেই অন্যত্র উদয় হইতেছে বিচ্ছেদ নাই, সেইরূপ

ন সমাপ্যন্তে বা, তাবদেবান্যত্রান্যত্রাপ্যারব্ধাঃ স্যুরিত্যেবমবিচ্ছেদান্নিত্যত্বং সিদ্ধম।

ননু মাস্তু বিচ্ছেদঃ, পৃথগারম্ভাদন্যৈব সেতি চেত্তুচ্যতে—সময়ভেদেনোদ্যুদিতানামপ্যেকরূপাণাং ক্রিয়াণামৈক্যং। যথা চোক্তং 'দ্বিঃ পাকোঽনেন কৃতো, নতু দ্বৌ পাকাবিতি। দ্বির্গোশব্দোঽয়মুচ্চরিতো নতু দ্বৌ গোশব্দাবিতি প্রতীতি নির্ণীত শব্দৈক্যবদিদং দ্রষ্টব্যঃ। তদেতদাহ তদভেদাচ্চেতি। তেষাং রূপাদীনাং চতুর্ণাং ভেদবিরহাদিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি কান্তিমালা প্রথমং প্রমেয়ম্ ॥১॥

লীলারও বিচ্ছেদ নাই, নদীর প্রবাহবৎ নিত্য। শ্রীগোবিন্দ একই কালে যুগপৎ বহুলীলাবান্। আরও যেমন একই গুড় পাককালে ইক্ষুরস ৫টি কড়াইতে ভিন্ন ভিন্ন পাক হইলেও একই পাক চলিতে থাকে। পাক ভিন্ন নহে। সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত রূপ, অনন্ত পার্ষদ, অনন্ত ধামে অনন্ত লীলা যুগপৎ চলিতে থাকে। তাহা একই শ্রীগোবিন্দের লীলা এবং অভিন্ন ও নিত্য ॥২৯॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুর পরতমত্ব প্রথম প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় প্রমেয়ম্,

ভগবতো অখিলবেদবেদ্যত্ব প্রকরণং

অথাখিলাম্নায় বেদ্যত্বং যথা শ্রীগোপালোপনিষদি (উ ২৭)

যোঽসৌ সর্ব্বৈর্বে দৈর্গীয়তে ॥ ইতি ॥

কাঠকে চ (১।২।১৫)—

সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি, তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদন্তি ॥ ইতি ॥

শ্রীহরিবংশে চ ( )

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।

আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥ ইতি ॥১॥

টীকা—সর্ব্ববেদবোধ্যত্বং হরের্ব্বক্তুমাহ অথেতি, যোঽসাবিতি। যঃ শ্রীগোপালঃ কৃষ্ণঃ। সর্ব্বৈ ইতি। যৎ পদং যদ্ব্রহ্মাখ্যং বস্তু, পদং ব্যবসিতি ত্রাণে ত্যাদুক্তেঃ। বেদে রামায়ণে ইতি স্ফুটার্থং ॥ ১ ॥

টীকা—নন্থ বেদেষু কর্ম প্রতিপাদনং ভুরি দৃষ্টং? কথমুক্তোদাহরণানি

দ্বিতীয় প্রমেয়—অখিলবেদের প্রতিপাদ্য শ্রীগোবিন্দ

বঙ্গানুবাদ—শ্রীগোপালতাপনীয়োপনিষদে উক্ত হইয়াছে—শ্রীগোপালকৃষ্ণ সর্ববেদ কর্তৃক গীত হন। সমস্ত বেদ সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিপাদন করিয়া থাকে ॥

কঠোপনিষদে কথিত হইয়াছে— সমস্ত বেদ যাঁহার স্বরূপ মুখ্যভাবে প্রতিপাদন করে, যাঁহার প্রীতির নিমিত্ত তপস্যাদি সমস্ত কর্ম—তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। এই কথা তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন।

শ্রীহরিবংশে সমস্তবেদ, রামায়ণ, পুরাণ, মহাভারত এমন কি সমস্ত শাস্ত্রে উপক্রমে, উপসংহারে ও মধ্যে সর্ব্বত্র ভগবান্ শ্রীহরিই সর্বোপরি প্রতিপাদিত হইয়া থাকেন ॥১॥

সমস্ত বেদ সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় ভগবান্ শ্রীহরিকে প্রতিপাদন করিয়া থাকে। তন্মধ্যে বেদান্ত সাক্ষাৎ শ্রীহরিকে প্রতিপাদন করে এবং কর্মকাণ্ডরূপ

সাক্ষাৎ পরম্পরাভ্যাং বেদা গায়ন্তি মাধবং সর্ব্বে।
বেদান্তাঃ কিল সাক্ষাদপরে তেভ্যঃ পরম্পরয়া ॥২॥

ক্বচিৎ ক্বচিদবাচ্যত্বং যদ্বেদেষু বিলোক্যতে।
কাৎস্ন্র্যেন বাচ্যং ন ভবেদিতি স্যাত্তত্র সঙ্গতিঃ ॥
অন্যথা তু তদারম্ভো ব্যর্থঃ স্যাদিতি মে মতিঃ ॥ ৩।

সংগচ্ছেরন্ ইতি চেৎ তত্রাহ সাক্ষাদিতি। বেদান্তা সাক্ষান্মাধবং গায়ন্তি তেভ্যোঽপরে বেদাঃ কর্মকাণ্ডানি তু পরম্পরয়া. তজ্জ্ঞানাঙ্গ হৃদ্বিশুদ্ধিকর কর্ম্মবিধান পরীপাট্যেতি সর্ব্ববেদ বেদ্যত্বং হরেঃ সুপপন্নম্ ॥২॥

টীকা—নন্থ যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে ইত্যাদৌ হরের্বেদাবাচ্যত্বং দৃষ্টং তত্র-কাগতি রিতি চেত্তত্রাহ ক্বচিদিতি। দৃষ্টোঽপি মেরুঃ কাৎস্ন্র্যেনাদর্শনাদ-দৃষ্টো যথোচ্যতে তদ্বৎ। অন্যথা সর্ব্বথা তদবাচ্যত্বে তজ্জ্ঞানায় বেদাধ্যয়-নারম্ভো নিরর্থকঃ স্যাৎ ॥ ৩ ॥

সমস্ত বেদ সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় ভগবান শ্রীহরিকে প্রতিপাদন করিয়া থাকে। তন্মধ্যে বেদান্ত সাক্ষাৎ শ্রীহরিকে প্রতিপাদন করে এবং কর্ম্মকাণ্ডরূপ বেদভাগ চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম্মপ্রতিপাদন দ্বারা পরম্পরাক্রমে ভগবান্ শ্রীহরিকে প্রতিপাদন করিয়া থাকে॥ অতএব সর্ববেদ বেদ্য শ্রীহরি ইহা সুষ্ঠু প্রতিপাদিত হইল ॥ ২ ॥

বেদের কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হয়—ব্রহ্ম অবাচ্য অর্থাৎ শব্দের অবিষয়। কিন্তু সেই বেদ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, বেদ সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মকে বর্ণনা করিতে পারে না। যদি এইরূপে বেদবাক্যের সঙ্গতি না করিয়া সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্ম শব্দের বিষয় নহে—ইহা বলা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত বেদাধ্যয়ন ব্যর্থ হয়, ইহা আমি মনে করি॥ যেমন হিমালয়ের শৃঙ্গ দৃষ্ট হইলেও সম্পূর্ণ দৃষ্ট হয় না বলিয়া অদৃষ্ট বলা হয় ॥ ৩ ॥

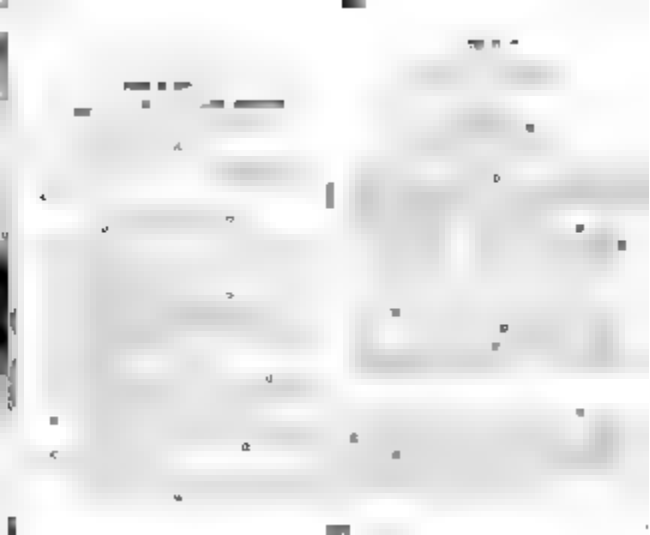

শব্দ-প্রবৃত্তি-হেতূনাং জাত্যাদীনামভাবতঃ।
ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মকং বাচ্যং নৈবেত্যাহুর্ব্বিপশ্চিতঃ ॥ ৪ ॥
সর্ব্বৈঃ শব্দৈরবাচ্যে তু লক্ষণা ন ভবেদতঃ।
লক্ষ্যঞ্চ ন ভবেদ্ধর্ম্মহীনং ব্রহ্মেতি মে মতম্ ॥ ৫ ॥

ইতি প্রমেয় রত্নাবল্যাং শ্রীবিষ্ণোরখিলাত্মায় বেদ্যত্বং নাম দ্বিতীয় প্রমেয়ম্ ॥২॥

টীকা—শব্দেতি। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবাদিনান্তু, ব্রহ্মণি জাতি গুণ ক্রিয়া সংজ্ঞানামভাবাত্তদ্বাচিভির্বেদ শব্দৈর্ন তদ্বাচ্যম্ ॥ ৪ ॥

টীকা—নচ লক্ষণয়া বেদ শব্দানাং তত্র প্রবৃত্তের্ন তদারম্ভো ব্যর্থঃ ইতি চেৎ? তত্রাহ সর্ব্বৈরিতি, সর্ব্বশব্দাবাচ্যং ব্রহ্ম ত্বয়া স্বীকৃতং। তত্র লক্ষণা ন সম্ভবেৎ। সোঽয়ং দেবদত্ত ইত্যত্র পিণ্ডশব্দ বাচ্যে পিণ্ডে ভাগ লক্ষণা দৃষ্টা ॥৫॥

ইতি দ্বিতীয় প্রমেয়স্য টীকা সমাপ্তা ॥২॥

জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্য এই চারিটি শব্দপ্রবৃত্তির কারণ অর্থাৎ যেটি শব্দজ্ঞানের বিষয় হইবে, তাহা এই চারিটির অন্যতম হওয়া চাই। কিন্তু ব্রহ্মে কোন ধর্ম্ম না থাকায় ব্রহ্ম শব্দশক্তির বিষয় নহেন,—ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। ব্রহ্ম সকল শব্দের অবাচ্য, হইলেও লক্ষ্য হইতে পারেন না। কারণ ধর্ম্মহীন ব্রহ্ম বাচ্য না হইলে লক্ষ্য হইতেও পারেন না, আমার অভিমত ॥৪/৫॥

সর্ববেদসূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান।
মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি কৈল লক্ষণা ব্যাখ্যান ॥
স্বতঃ প্রমাণবেদ—প্রমাণ শিরোমণি।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণ্যতা-হানি ॥
বৃহদ্বস্তু 'ব্রহ্ম' কহি—শ্রীভগবান্।
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ পরতত্ত্ব ধাম ॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য্যে তাঁর নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান্, সে সম্বন্ধ ॥

—০—

তৃতীয় প্রমেয়ম্

বিশ্বস্য সত্যত্ব প্রকরণম্

অথ বিশ্ব সত্যত্বং—

স্বশক্ত্যা সৃষ্টবান্ বিষ্ণুর্যথার্থং সর্ব্ববিজ্জগৎ।
ইত্যুক্তেঃ সত্যমেবৈতদ্বৈরাগ্যার্থমসদ্বচঃ ॥
তথাহি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি (৪।১)
য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি ॥ ইতি ॥

টীকা—প্রপঞ্চ সত্যত্বং বক্তুমাহ অথেত্যাদিনা। স্বশক্ত্যেতি। নন্থ "তস্মাদিদং জগদশেষমসৎ স্বরূপম্ (ভা ১০।১৪।২২) ইত্যাদি বাক্যং জগৎ-সত্যত্ববাদিনাং কথং সঙ্গচ্ছেত? তত্রাহ বৈরাগ্যার্থমিতি। অনিত্য জগৎ সুখতৃষ্ণা পরিত্যাগার্থমেব, নতু তন্মৃষাত্বার্থম্। তৎ সত্যত্বে প্রমাণলাভাদিতি ভাবঃ। স্বশক্ত্যেত্যেতৎ প্রমাণয়তি য ইতি। য ঈশ্বরঃ স্বয়মবর্ণঃ ব্রাহ্মণাদিভিন্নঃ স্বশক্তি যোগাদনেকান্ ব্রাহ্মণাদীন্ বর্ণান্ দধাতি উৎপাদয়তীত্যর্থঃ। 'বর্ণো দ্বিজাদৌ শুক্লাদৌ স্তুতৌ রূপযশোঽক্ষরে' ইতি বিশ্বঃ। যদ্বা, স্বয়ং অবর্ণঃ রূপরহিতোঽনেকান্ শুক্লাদীন্ অর্থান্, নিহিতার্থঃ চেতসি ধৃত-প্রয়োজনঃ ॥

বঙ্গানুবাদ—সর্বজ্ঞ ভগবান্ স্বকীয় বহিরঙ্গশক্তি মায়ার দ্বারা সত্য জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপ উক্তি থাকায় এই জগৎ সত্যই। শাস্ত্রে কোন কোন স্থানে (ভা ১০।১৪।২১) যে বিশ্বকে মিথ্যা বলা হইয়াছে, তাহা কেবল তাহাতে বৈরাগ্য উৎপাদনের নিমিত্ত, বস্তুতঃ জগৎ মিথ্যা নহে ॥

শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—যিনি অদ্বিতীয় ব্রাহ্মণাদি বা শুক্লাদিবর্ণরহিত, যিনি প্রয়োজনবশতঃ বিবিধশক্তির সহিত সম্বন্ধহেতু অনেক বর্ণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥

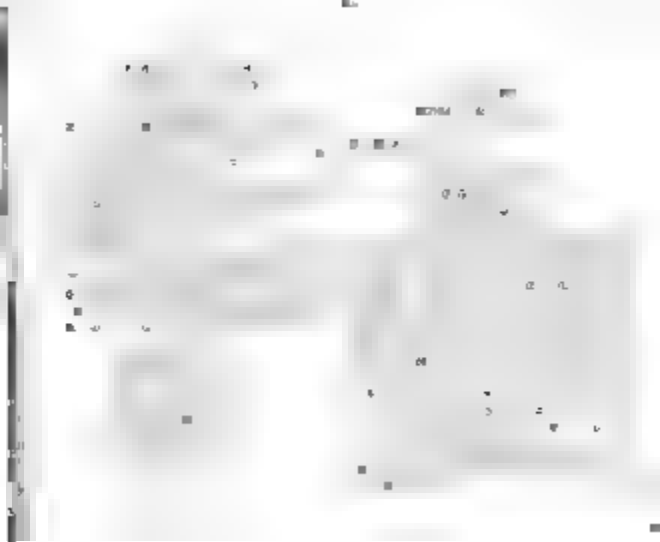

শব্দ-প্রবৃত্তি-হেতূনাং জাত্যাদীনামভাবতঃ।
ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মকং বাচ্যং নৈবেত্যাহুর্ব্বিপশ্চিতঃ॥ ৪ ॥
সর্ব্বৈঃ শব্দৈরবাচ্যে তু লক্ষণা ন ভবেদতঃ।
লক্ষ্যঞ্চ ন ভবেদ্ধর্ম্মহীনং ব্রহ্মেতি মে মতম্॥ ৫ ॥
ইতি প্রমেয় রত্নাবল্যাং শ্রীবিষ্ণোরখিলান্নায় বেদ্যত্বং নাম দ্বিতীয় প্রমেয়ম্॥২॥

টীকা—শব্দেতি। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবাদিনান্তু, ব্রহ্মণি জাতি গুণ ক্রিয়া সংজ্ঞানামভাবাত্তদ্বাচিভির্বেদ শব্দৈর্ন তদ্বাচ্যম্॥ ৪ ॥
টীকা—নচ লক্ষণয়া বেদ শব্দানাং তত্র প্রবৃত্তের্ন তদারম্ভো ব্যর্থঃ ইতি চেৎ? তত্রাহ সর্ব্বৈরিতি, সর্ব্বশব্দাবাচ্যং ব্রহ্ম ত্বয়া স্বীকৃতং। তত্র লক্ষণা ন সম্ভবেৎ। সোঽয়ং দেবদত্ত ইত্যত্র পিণ্ডশব্দ বাচ্যে পিণ্ডে ভাগ লক্ষণা দৃষ্টা॥৫॥
ইতি দ্বিতীয় প্রমেয়স্য টীকা সমাপ্তা॥২॥

জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্য এই চারিটি শব্দপ্রবৃত্তির কারণ অর্থাৎ যেটি শব্দজ্ঞানের বিষয় হইবে, তাহা এই চারিটির অন্যতম হওয়া চাই। কিন্তু ব্রহ্মে কোন ধর্ম্ম না থাকায় ব্রহ্ম শব্দশক্তির বিষয় নহেন,—ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। ব্রহ্ম সকল শব্দের অবাচ্য, হইলেও লক্ষ্য হইতে পারেন না। কারণ ধর্ম্মহীন ব্রহ্ম বাচ্য না হইলে লক্ষ্য হইতেও পারেন না, আমার অভিমত॥৪/৫॥

সর্ববেদসূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান।
মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি কৈল লক্ষণা ব্যাখ্যান॥
স্বতঃ প্রমাণবেদ—প্রমাণ শিরোমণি।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণ্যতা-হানি॥
বৃহদ্বস্তু 'ব্রহ্ম' কহি—শ্রীভগবান্।
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ পরতত্ত্ব ধাম॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য্যে তাঁর নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান্, সে সম্বন্ধ॥

—০—

তৃতীয় প্রময়ম্

বিশ্বস্য সত্যত্ব প্রকরণম্

অথ বিশ্ব সত্যত্বং—

স্বশক্ত্যা সৃষ্টবান্ বিষ্ণুর্যথার্থং সর্ব্ববিজ্জগৎ।
ইত্যুক্তেঃ সত্যমেবৈতদ্বৈরাগ্যার্থমসদ্বচঃ॥
তথাহি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি (৪।১)
য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি॥ ইতি॥

টীকা—প্রপঞ্চ সত্যত্বং বক্তুমাহ অথেত্যাদিনা। স্বশক্ত্যেতি। নন্থ "তস্মাদিদং জগদশেষমসৎ স্বরূপম্ (ভা ১০।১৪।২২) ইত্যাদি বাক্যং জগৎ-সত্যত্ববাদিনাং কথং সঙ্গচ্ছেত? তত্রাহ বৈরাগ্যার্থমিতি। অনিত্য জগৎ সুখতৃষ্ণা পরিত্যাগার্থমেব, নতু তন্মৃষাত্বার্থম্। তৎ সত্যত্বে প্রমাণলাভাদিতি ভাবঃ। স্বশক্ত্যেত্যেতৎ প্রমাণয়তি য ইতি। য ঈশ্বরঃ স্বয়মবর্ণঃ ব্রাহ্মণাদিভিন্নঃ স্বশক্তি যোগাদনেকান্ ব্রাহ্মণাদীন্ বর্ণান্ দধাতি উৎপাদয়তীত্যর্থঃ। 'বর্ণো দ্বিজাদৌ শুক্লাদৌ স্তুতৌ রূপযশোঽক্ষরে' ইতি বিশ্বঃ। যদ্বা, স্বয়ং অবর্ণঃ রূপরহিতোঽনেকান্ শুক্লাদীন্ অর্থান্, নিহিতার্থঃ চেতসি ধৃত-প্রয়োজনঃ॥

বঙ্গানুবাদ—সর্বজ্ঞ ভগবান্ স্বকীয় বহিরঙ্গশক্তি মায়ার দ্বারা সত্য জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপ উক্তি থাকায় এই জগৎ সত্যই। শাস্ত্রে কোন কোন স্থানে (ভা ১০।১৪।২১) যে বিশ্বকে মিথ্যা বলা হইয়াছে, তাহা কেবল তাহাতে বৈরাগ্য উৎপাদনের নিমিত্ত, বস্তুতঃ জগৎ মিথ্যা নহে॥

শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—যিনি অদ্বিতীয় ব্রাহ্মণাদি বা শুক্লাদিবর্ণরহিত, যিনি প্রয়োজনবশতঃ বিবিধশক্তির সহিত সম্বন্ধহেতু অনেক বর্ণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন॥

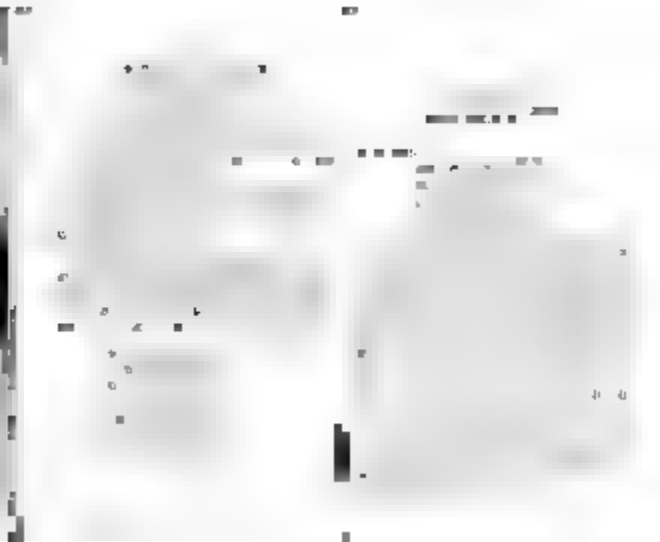

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ (১।২২।৫৪)—

একদেশ-স্থিতস্যাগ্নে র্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥ ইতি ॥

ঈশাবাস্যোপনিষদি (৮)

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্
ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ইতি ॥১॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ—(১।২২।৫৮)

তদেতদক্ষয়ং নিত্যং জগন্মুনিবরাখিলম্।
আবির্ভাব তিরোভাব জন্মনাশ বিকল্পবৎ। ইতি ॥২॥

একদেশেতি। পরমব্যোমনিলয়স্য হরেঃ শক্তিকার্য্যমেতৎ তদতিদূরং ইদং পরিদৃশ্যমানং জগদিতি সমুদায়ার্থঃ, যথার্থমিতি সর্ব্ববিদিতি চ প্রমাণয়তি সপর্য্যগাদিতি। স প্রকৃতঃ পরমাত্মা পরিতোঽগাৎ সর্বং ব্যাপৎ, শুক্রমিত্যাদ্যাঃ শব্দাঃ পুংস্তেন বিপরিণম্যাঃ স ইত্যুপক্রমাৎ, শুক্রো দীপ্তিমান্, অকায়োঽস্থাবির ইতি সূক্ষ্ম স্থূলদেহ শূন্যঃ, অব্রণঃ অক্ষতঃ বিনাশ শূন্যঃ, শুদ্ধঃ রাগাদ্য নাবিলঃ, অপাপ বিদ্ধঃ কর্মশূন্যঃ, কবিঃ সর্বজ্ঞঃ, মনীষী চতুরঃ, পরিভূঃ মায়াভিভবী, স্বয়ম্ভুঃ নির্হেতুকঃ, যাথাতথ্যতঃ সত্যতয়া, 'ঋতংসত্যং সমীচীনং সম্যক্ তথ্যং যথাতথং ইতি হলায়ুধঃ। অর্থান্ মহাদাদীন্, সমাভ্যঃ সম্বৎসরান্ ব্যাপ্য, 'সম্বৎসরো বৎসরোঽব্দো হায়নোঽস্ত্রী শরৎ সমা' ইত্যমরঃ॥ ১ ॥

টীকা—তদেতদিতি। এতদীশ্বর-জীব-প্রকৃতিরূপং অখিলং জগৎ, হে মুনিবর! অক্ষয়ং নিত্যং প্রকৃতি জীবরূপমক্ষয়ং স্বরূপেণ ক্ষয়রহিতঃ পরিণামীত্যর্থঃ।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—যেমন এক দেশস্থ দীপাদি অগ্নির প্রভা বিস্তৃতভাবে পতিত হয়, সেইরূপ এই সমস্ত জগৎ পরব্রহ্মের শক্তির বিস্তার ॥

ঈশাবাস্য-উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী, শোকরহিত সূক্ষ্মশরীর শূন্য, পূর্ণ স্থূলশরীররহিত, পবিত্র, ধর্মাধর্মশূন্য, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাশ্রয়, তিনি বহুবর্ষ ব্যাপিয়া সত্য বিষয়সমূহের সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১ ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই সমুদয় জগৎ

মহাভারতে চ —(অশ্বমেধ পর্ব ৩৫।৩৪)

ব্রহ্ম সত্যং তপঃ সত্যং সত্যং চৈব প্রজাপতিঃ।
সত্যাদ্ভূতানি জাতানি সত্যং ভূতময়ং জগৎ ॥ ইতি ॥৩॥

প্রকৃতের্মহদাদিতয়া, জীবস্য চ জ্ঞান বিকাশেন পরিণামঃ। ঈশ্বররূপন্তু নিত্যং কুটস্থং, এতদেবাহ—আবির্ভাবেতি। ঈশ্বরাংশ আবির্ভাবতিরোভাববান্ প্রকৃতিজীবরূপোঽংশস্তু জন্মনাশবানিতি বা পাঠক্রমমনাদৃত্য অর্থক্রমাদ্ব্যাখ্যাতং (১।২২।৫৩) পূর্বত্র হি, "দ্বে রূপে ব্রহ্মণস্তস্য মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তমেব চ। ক্ষরাক্ষরস্বরূপে তে সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতে॥ অক্ষরং তৎ পরং ব্রহ্ম ক্ষরং সর্বমিদং জগৎ॥ (১।১১।৫৬) ইত্যুক্ত্বা, তন্মধ্যে ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশ রূপাণি পঠিত্বা, তদন্তরং তদেতদিতি পঠিতম্॥ ২ ॥

টীকা ব্রহ্মেতি। সচ্চিদানন্দং সত্যসংকল্পং যদ্ ব্রহ্ম তৎ সত্যং, আলোচনাত্মকং যৎ তস্য তপঃ তৎ সত্যং, তেন ব্রহ্মণা, স্বনাভিকমলাদুৎপাদিতো যঃ প্রজাপতিস্তৎ সত্যং, সত্যাৎ তস্মাজ্জাতানি ভূতানি, অতো ভূতময়ং জগৎ সত্যম্ ॥৩॥

অক্ষয় ও নিত্য। স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, জীব ও প্রকৃতি উপাদানকারণ, তন্মধ্যে ঈশ্বর নিত্য; প্রকৃতি পরিণামী, কিন্তু জীব পরিণামীর ন্যায় প্রতীয়মান হন। ঈশ্বরাংশ আবির্ভাব ও তিরোভাবশীল এবং প্রকৃতি ও জীবরূপ অংশ জন্ম ও নাশ শীল ॥ ২ ॥

সচ্চিদানন্দস্বরূপ সত্য সঙ্কল্প ব্রহ্ম সত্য, আলোচনা রূপ 'একোঽহং বহুস্যাং প্রজায়েয়' তপঃ সত্য, ভগবানের নাভিকমল হইতে উৎপন্ন প্রজাপতি সত্য, প্রাণিগণ সত্য ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা কারণরূপে সত্য, পঞ্চভূতময় জগৎ ও সত্য ॥৩॥

'এই জগত উৎপত্তির পূর্বে পরমাত্মরূপে একই ছিল, ইত্যাদি শ্রুতিতে অবগত হওয়া যায় যে পূর্বে একমাত্র পরমাত্মা ব্যতীত প্রপঞ্চ ছিল না, সুতরাং জগতের সত্যতা কিরূপে সিদ্ধ হয়? তাহার উত্তরে বলা যায়—এই জগত

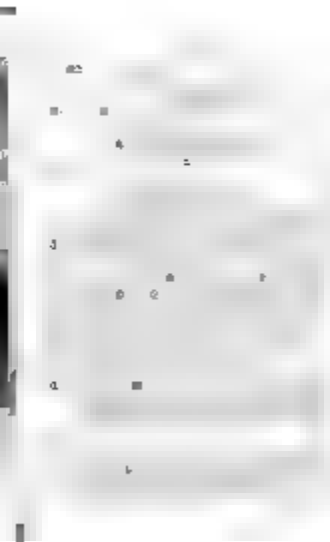

আত্মা বা ইদমিত্যাদৌ বনলীন বিহঙ্গবৎ।
সত্বং বিশ্বস্য মন্তব্যমিত্যুক্তং বেদবেদিভিঃ ॥৪॥
ইতি তৃতীয়-প্রমেয়ম্ ॥৩॥

টীকা—নন্থ "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিষু পূর্ব্বং পরমাত্মৈক আসীৎ, নতু প্রপঞ্চেঽপি। "আত্মৈবেদমিতি সামানাধিকরণ্য-ব্যপদেশস্তু রজ্জুভুজঙ্গবৎ আত্মনি তস্যাধ্যস্তত্বাদেব ততো মিথ্যৈব স ইতি চেৎ তত্রাহ আত্মেতি। বনে লীনবিহঙ্গো হি যথা তত্রাস্ত্যেব তথা আত্মনি লীনঃ প্রপঞ্চঃ সৌক্ষ্ম্যেণ অস্ত্যেব। অন্যথাঽসৎকার্য্যতাপত্তিঃ ॥৪॥

[তৃতীয় প্রমেয়স্য টীকা সমাপ্তা।]

আত্মাতে লীন ছিল, যেমন বিহঙ্গগণ বনে লীন থাকে। অতএব জগত মিথ্যা নহে, কিন্তু সত্য ইহা বেদবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ॥

অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম ॥
তথাপি অচিন্ত্য শক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি ॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে ॥
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য শক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি ইথে কি বিস্ময় ॥ (চৈ চ ১।৭।১২৪-২৭)
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি, সেই মিথ্যা হয়।
জগৎ যে মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র হয় ॥ (২।৬।১৭৩)

ইতি তৃতীয় প্রমেয়ম্ ॥ ৩ ॥

—০—

অথ চতুর্থ প্রমেয়ম্

অথ বিষ্ণুতো জীবানাং ভেদ সত্যত্ব প্রকরণম্

অথ বিষ্ণুতো জীবানাং ভেদঃ।
তথাহি শ্বেতাশ্বতরাঃ পঠন্তি—(৪।৬)—
দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া, সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।"
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥ইতি॥১॥

টীকা—ঈশ্বরাৎ জীবানাং ভেদং বক্তুমাহ দ্বেতি। সুপাং সুলুগিত্যাদি সূত্রাদৌ বিভক্তেরাৎ। দ্বৌ সুপর্ণৌ পক্ষিণৌ জীবেশলক্ষণৌ সমানমেকং বৃক্ষং দেহং পরিষস্বজাতে স্বীকৃত্য তিষ্ঠতঃ। জীবো ভোগায়, ঈশো নিয়মনায় ইতি বোধ্যং। তৌ কীদৃশাবিত্যাহ, সযুজৌ সহযোগবন্তৌ, সখায়ৌ তৎতুল্যৌ তয়োরন্যঃ একো জীবঃ পিপ্পলং কর্ম্মফলং সুখদুঃখরূপং স্বাদু অত্তি। অন্যঃ ঈশ-স্তদনশ্নন্নপি অভিচাকশীতি প্রদীপ্যতে। সমানে একস্মিন্ দেহ লক্ষণে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো নিরতঃ অনীশয়া মায়য়া মুহ্যমানঃ সন্ শোচতি। যদা স্বস্মাদন্যং ভিন্নং ঈশং কল্যাণগুণগণেন স্বেন চ জুষ্টং পরিষেবিতং পশ্যতি ধ্যায়তি, তদা বীতশোকঃ সন্ অস্য মহিমানং ধ্যায়তি ॥১॥

বঙ্গানুবাদ- বিষ্ণু হইতে জীবগণের ভেদবিষয়ে শ্বেতাশ্বতরশাখিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন—জীব ও ঈশ্বর দুইটী পক্ষিরূপ, সর্বদা সম্মিলিত, পরস্পর সখ্য ভাবাপন্ন বৃক্ষের ন্যায় একটী দেহকে উভয়ে আশ্রয় করেন। জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ের মধ্যে জীব সুখ-দুঃখ-রূপ কর্ম্মফল সুস্বাদুরূপে ভোগ করে, কিন্তু ঈশ্বর কর্মফল ভোগ না করিয়া দীপ্তিমান্ আছেন ॥

পরমাত্মার সহিত ভোক্তা জীব একই দেহরূপ বৃক্ষে দেহাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং অশক্তিহেতু মোহপ্রাপ্ত হইয়া শোক করে। যখন সেই জীব নিজ হইতে ভিন্ন, নিত্যসিদ্ধগণকর্ত্তৃক সেবিত ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ

বৃহৎ সংহিতায়াম্—

উপক্রমোপসংহারা বভ্যাসোঽপূর্বতা ফলং।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য-নির্ণয়ে ॥
ইতি তাৎপর্য্য লিঙ্গানি ষড়ান্যাহু র্মনীষিণঃ।
ভেদে তানি প্রতীয়ন্তে তেনাসৌ তস্য গোচরঃ ॥২॥

কিঞ্চ মুণ্ডকে (৩।১।৩)

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম যোনিং।

ভেদে শাস্ত্রতাৎপর্য্যং দর্শয়িতুং আহ উপক্রমেতি। বৃহৎসংহিতায়াং—উপক্রমোপসংহারয়োরৈকরূপ্যং ইত্যেকলিঙ্গং। দ্বা সুপর্ণা ইত্যুপক্রমঃ। অন্যমীশমিত্যুপসংহারঃ। দ্বেতি, তয়োরন্যঃ ইতি, অনশ্নন্ ইতি—অবিশেষ-পুনঃ পুনঃ শ্রুতিরভ্যাসঃ। অণুত্বং বৃহত্বাদি বিরুদ্ধ নিত্য ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতি-যৌগিকতয়া ভেদস্য শাস্ত্রং বিনা লোকাদপ্রতীতেরপূর্বতা। বীতশোক ইতি-ফলং। তস্য মহিমানমেতি ইত্যর্থবাদঃ। অনশ্নন্নিতি উপপত্তিঃ। অসৌ ভেদঃ তস্য শাস্ত্রতাৎপর্য্যস্য গোচরো বিষয়ঃ ॥২॥

নন্থ নৈতানি লিঙ্গানি ভেদং সাধয়িতুমেকান্তানি, তেষামভেদ সাধনেঽপি দর্শিতত্বাৎ ॥ "ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতি" ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি ইতি মোক্ষ দশায়াম্ অভেদাবধারণাদ্ ব্যবহারিকো ভেদঃ স্যাদিতি চেৎ তত্রাহ, কিঞ্চেতি—

করেন, তখন তিনি ঈশ্বরের মহিমা অবলোকন করিয়া শোকরহিত হন, অথবা ঈশ্বরের তুল্য মহিমা লাভ করিয়া শোকরহিত হন ॥১॥

শাস্ত্রের উপক্রম ও উপসংহারের ঐক্য, অভ্যাস, অপূর্বতা ফল, অর্থ-বাদ ও উপপত্তি এই ছয়টী শাস্ত্র তাৎপর্যনির্ণয়ে লিঙ্গ মনীষিগণ এই ছয়টীকে শাস্ত্র তাৎপর্যনির্ণয় করিবার লিঙ্গ বলিয়া থাকেন, সেই সকল চিহ্ন জীব ও ঈশ্বরের দ্বৈতে দৃষ্ট হয়, অতএব জীব ও ঈশ্বরের ভেদ তাৎপর্যের বিষয় ॥২॥

অপি চ মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

যখন জীব জ্যোতির্ময়, সমস্ত জগতের কর্ত্তা, হিরণ্যগর্ভ বা বেদের কারণ, সকলের প্রভু পরমেশ্বরের দর্শন লাভ করেন, তখন বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপকে

তদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয়, নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ইতি ॥

কাঠকে চ—(৪।১।১৪)

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনে র্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ইতি ॥

শ্রীগীতাসু চ—(১৪।২)

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ইতি ॥
এষু মোক্ষেঽপি ভেদোক্তেঃ স্যাদ্ভেদঃ পারমার্থিকঃ ॥ ৩ ॥
ব্রহ্মাহমেকো জীবোঽস্মি নান্যে জীবা ন চেশ্বরঃ।
মদবিদ্যা কল্পিতাস্তে স্যুরিতীত্থঞ্চ দূষিতম্ ॥
অন্যথা নিত্য ইত্যাদি শ্রুত্যর্থো নোপপদ্যতে ॥

যদেতি। পশ্যঃ ধ্যাতা জীবঃ ॥ যথোদকমিতি। বিজানতস্তদনুভবিনঃ। ইদমিতি। উপাশ্রিত্য প্রাপ্য। এষ্বেতি। এষু বাক্যেষু—সাম্যমিতি, তাদ্-গেবেতি, সাধর্ম্যমিতি, মোক্ষেঽপি ভেদোক্তে স্তাত্ত্বিকো ভেদঃ। এবঞ্চ ব্রহ্মৈ-বেত্যত্র ব্রহ্মতুল্য ইত্যেবার্থঃ। "এবৌপম্যেঽবধারণে" ইতি বিশ্বঃ ॥৩॥

টীকা—'স এব মায়া পরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্বং' (কৈবল্য ১২) ইত্যাদি শ্রুত্যর্থাভাসমাদায় শঙ্করানুযায়িনঃ, কেচিৎ কল্পয়ন্তি। ব্রহ্মৈবাবিদ্যয়া মোহিতং, একো জীবো বাস্তবঃ, স চ অহমেব, মদন্যে জীবা

ত্যাগ করত উপাধিরহিত হইয়া পরমেশ্বরের অত্যন্ত সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হে নচিকেতঃ! যেমন নির্ম্মল জলে পবিত্র জল নিক্ষেপ করিলে সেই নিক্ষিপ্ত জল তৎসদৃশ হয়। এইরূপ জ্ঞানবান্ মুনির আত্মা ভগবৎ-সদৃশই হইয়া থাকে ॥

লোক শ্রীগুরুর উপাসনার দ্বারা এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া আমার সাম্য প্রাপ্ত হন এবং সৃষ্টিকালে উৎপন্ন হন না এবং প্রলয়েও মরেন না ॥

পূর্বোক্ত শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতিতে অবগত হওয়া যায় যে, মুক্তিতেও ভেদ আছে, সুতরাং ভেদ যথার্থ ॥৩॥

তথাহি কঠাঃ পঠন্তি—(২।২।১৩)

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥ ইতি ॥৪॥

একস্মাদীশ্বরান্নিত্যাচ্চেনাত্তাদৃশা মিথঃ।
ভিদ্যন্তে বহবো জীবাস্তেন ভেদঃ সনাতনঃ ॥ ৫ ॥

মদবিদ্যয়া কল্পিতাঃ। সর্বেশ্বরাখ্যঃ পুরুষশ্চ চিদাভাসাঃ সর্বে স্বাপ্নিকা ইব রথাশ্বাদয়ঃ। অথ জ্ঞাতাত্মনি ময়ি চিন্মাত্রতয়া অবস্থিতে তে ন ভবিষ্যন্তি স্বাপ্নিকা ইব রথাদয়ঃ জাগরে, ইত্যেক এব সত্যো জীব ইতি তদিদং প্রত্যাচষ্টে ব্রহ্মাহমিতি। ইত্থং মোক্ষেঽপি ভেদ-প্রতিপাদনেন। অন্যথা পারমার্থিক ভেদানঙ্গীকারে। তাং শ্রুতি মুদাহরতি। নিত্য ইতি আত্মনি মনসি স্থিতং ॥৪॥ শ্রুত্যর্থং যোজয়তি—একস্মাদিতি। যঃ পরেশো নিত্যশ্চেতন একো নিত্যানাং চেতনানাং বহুনাং জীবানাং কামান্ বাঞ্ছিতানি, যথা-সাধনং বিদধাতি। তং যে ধীরাঃ পশ্যন্তি ধ্যায়ন্তি, তেষাং শান্তিঃ সংসার দুঃখ নিবৃত্তিঃ শাশ্বতীতি তদর্থঃ। ন খলু নিত্যানাং চেতনানাং অবিদ্যা কল্পিতত্বং প্রেক্ষাবতা শক্যমভিধাতুং, ইত্যেকজীববাদ—কণ্ঠ কুঠাররূপমেতদ্ বাকং। তাদৃশা ইতি, নিত্যাশ্চেতনাশ্চেত্যর্থঃ। তেনেতি, নিত্যানাং চেতনানাং নিত্যাৎ চেতনাৎ ভেদ-প্রতিপাদনেন ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

'আমি ব্রহ্মস্বরূপ, জীব ও ব্রহ্ম এক, জীবভেদ নাই এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত ঈশ্বর নাই, জীবসমূহ মদ্বিষয়ক অজ্ঞানের দ্বারা কল্পিত'—ইহা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মত। এই মতে বিদ্বদগণ দোষ প্রদান করিয়াছেন। ভেদকে মিথ্যা স্বীকার করিলে 'নিত্যো নিত্যানাম্' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ সঙ্গত হয় না।

কঠশাখিগণ বলিয়া থাকেন—যিনি নিত্য জীব, প্রকৃতি এবং কালেরও নিত্যত্ব সম্পাদক, যিনি চেতনসমূহের চেতনত্বপ্রদ, যিনি এক হইয়াও বহু পুরুষের অভীষ্ট বস্তু সম্পাদন করেন, যে পণ্ডিতগণ আত্মস্থিত তাঁহাকে দেখেন তাঁহাদেরই মুক্তি হয়, অপরের হয় না ॥৪॥

ঈশ্বর এক, নিত্য ও চেতন, জীবসমূহ নিত্য ও চেতন এবং তাহারা পরস্পর ভিন্ন, ঈশ্বর হইতেও জীব ভিন্ন, সুতরাং ভেদ যথার্থ ॥৫॥

প্রাণৈকাধীন-বৃত্তিত্বাদ্ বাগাদেঃ প্রাণতা যথা।
তথা ব্রহ্মাধীনবৃত্তে র্জগতো ব্রহ্মতোচ্যতে ॥

তথাহি ছান্দোগ্যে পঠ্যতে। (৫।১।১৫)

ন বৈ বাচো ন চক্ষুংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে,
প্রাণ ইত্যাচক্ষতে, প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি ॥ ইতি ॥৬॥

ব্রহ্মব্যাপ্যত্বতঃ কৈশ্চিজ্জগদ্ব্রহ্মেতি মন্যতে।
যদুক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—(১।৯।৬৯)

যোঽয়ং তবাগতো দেব সমীপং দেবতাগণঃ।
সত্যমেব জগৎ স্রষ্টা যতঃ সর্ব্বগতো ভবান্। ইতি ॥৭॥

টীকা - নন্বেবং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, (ছা ৩।১৪।১) তৎত্বমসি (৬।৮।৭) ইত্যাদেঃ কা গতিরিতি চেৎ-তত্রাহ প্রাণৈকেতি। ন বৈ ইতি, বাগাদীনামিন্দ্রিয়াণাং বাগাদি শব্দৈ-র্নাভিধানং. কিন্তু প্রাণায়ত্তবৃত্তিকত্বাৎ প্রাণশব্দেনৈবাভিধানং, প্রাণরূপত্বঞ্চ যথা ভবতি, এবং ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকত্বাৎ চিজ্জড়াত্মকস্য প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মশব্দেনাভিধানং ব্রহ্মরূপত্বঞ্চ ইতি ॥৬॥

টীকা—যদ্ধি যদ্ব্যাপ্যং তৎ তদ্রূপমিতি সঙ্কেতান্তরেণাপি তদদ্বৈতবাক্যং সঙ্গমনীয় মিত্যাহ—ব্রহ্মেতি। যোঽয়মিতি শ্রীবিষ্ণুং প্রতি দেবানাং বাক্যং। স্ফুটার্থং। ইত্থং চ স এব মায়েত্যাদৌ জীবস্য পরমাত্মাভেদঃ তদায়ত্ত বৃত্তিকত্বাদিভ্যাং ব্যাখ্যাতো বোধ্যঃ ॥৭॥

যেমন বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের ব্যাপার প্রাণের অধীন বলিয়া বাগাদিকে প্রাণ বলা হয়, সেইরূপ অচেন জগতের ব্যাপার ব্রহ্মের অধীন বলিয়া জগৎকে ব্রহ্ম বলা হয় ॥

এবিষয় ছান্দোগ্যোপনিষদে পঠিত হইয়াছে যথা—'বাগিন্দ্রিয় সমূহ, চক্ষুরিন্দ্রিয়সকল, শ্রবণেন্দ্রিয়গণ ও মনঃ সমূহ কথিত হয় না, প্রাণই কথিত হইয়া থাকে। কারণ, এই সমস্ত ইন্দ্রিয় একমাত্র প্রাণস্বরূপ ॥৬॥

যেহেতু জগৎ ব্রহ্মকর্তৃক ব্যাপ্ত, অতএব 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতিতে জগৎকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। ইহা কোন কোন পণ্ডিতের অভিমত।

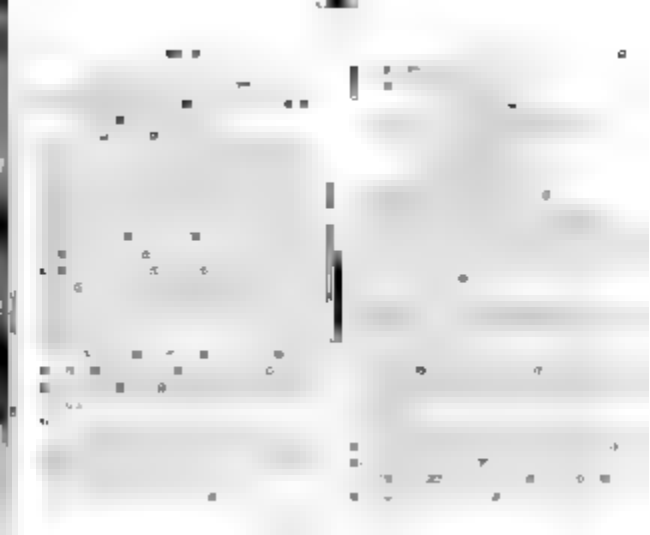

প্রতিবিম্ব-পরিচ্ছেদ-পক্ষৌ যৌ স্বীকৃতৌ পরৈঃ।
বিভুত্ব-বিষয়ত্বাভ্যাং তৌ বিদ্বদ্ভির্নিরাকৃতৌ ॥৮॥

অদ্বৈতং ব্রহ্মণো ভিন্নমভিন্নং বা ত্বয়োচ্যতে।
আদ্যে দ্বৈতাপত্তিরন্তে সিদ্ধ-সাধনতা শ্রুতেঃ ॥৯॥

টীকা—উপাধৌ প্রতিবিম্বিতং তেন পরিচ্ছন্নং বা ব্রহ্ম জীবরূপং স্যাৎ। উপাধের্বিগমে তু ব্রহ্মৈবৈকমিত্যাহুঃ কেবলাদ্বৈতিনঃ। তন্নিরাকর্তুমাহ প্রতিবিম্বেতি। ব্রহ্মণো বিভুত্বাৎ নৈরূপ্যাচ্চ ন তস্য প্রতিবিম্বং, পরিচ্ছেদ-বিষয়ত্বাস্বীকারাচ্চ ন তস্য পরিচ্ছেদঃ। বাস্তবে পরিচ্ছেদে টঙ্কচ্ছিন্ন পাষাণখণ্ডবদ্বিকারিত্বাদ্যাপত্তিঃ ॥৮॥

টীকা—ক্ষোদাক্ষমত্বাদপ্যদ্বৈতং নাভ্যুপেয়মিত্যাহ—অদ্বৈতমিতি জীব-ব্রহ্মণোরদ্বৈতং ব্রহ্মণো ভিন্নং ন বা, নাদ্যঃ, দ্বৈতাপত্তেঃ, নান্ত্যঃ প্রতিপাদয়ন্ত্যাঃ শ্রুতেঃ সিদ্ধ-সাধনতাপাতাৎ। অদ্বৈতং হি ব্রহ্মাত্মকং, অতঃ সিদ্ধং তদস্তি, কিং তৎপ্রতিপাদনেন ॥৯॥

এবিষয়ে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে— হে ভগবন্! আপনি জগতের স্রষ্টা ও সর্ব্ব ব্যাপক ইহা সত্য. এই কারণে দেবগণ আপনার নিকট আসিয়াছেন ।৭॥

বিম্বস্থানীয় ঈশ্বর, প্রতিবিম্বস্থানীয় জীব, ইহাই প্রতিবিম্বপক্ষ। ঘটের দ্বারা অবচ্ছিন্ন (সসীম) আকাশের ন্যায় অন্তঃকরণের দ্বারা অবচ্ছিন্ন চেতন জীব, ইহা শঙ্করমতাবলম্বিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু রূপরহিত বিভু চৈতন্যের প্রতিবিম্ব অসম্ভব, চৈতন্য অবিষয় বলিয়া পরিচ্ছেদও অযুক্ত। সুতরাং উভয়বাদই অসঙ্গত ॥৮॥

এখন অদ্বৈতবাদীকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, অদ্বৈত ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন? যদি ভিন্ন বল. তাহা হইলে দ্বৈতবাদ আসিয়া পড়িল। যদি বল অভিন্ন, তাহা হইলে সিদ্ধসাধনতাদোষ হইল অর্থাৎ শ্রুতিতে যাহা সিদ্ধ আছে. তাহাই তুমি সাধন করিতেছ ॥৯॥

অলীকং নির্গুণং ব্রহ্ম প্রমাণাবিষয়ত্বতঃ।
শ্রদ্ধেয়ং বিদুষাং নৈবেত্যুচিরে তত্ত্ববাদিনঃ ॥১০॥
ইতি ভেদ সত্যত্ব প্রকরণং চতুর্থং প্রমেয়ং সমাপ্তম্ ॥৪॥

টীকা—নন্বু 'সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" (শ্বে ৬।১) ইতি শ্রুতেঃ নির্গুণমেব ব্রহ্ম বাস্তবং—তত্রাহ অলীকমিতি। ন তাবৎ নির্গুণে ব্রহ্মণি প্রত্যক্ষং প্রমাণং রূপাদ্যভাবাৎ। নাপ্যনুমানং—তদ্ব্যাপ্য লিঙ্গাভাবাৎ। ন চ শব্দঃ—প্রবৃত্তিনিমিত্তানাং জাত্যাদীনাং তস্মিন্নভাবাৎ। ন চ তত্র ভাগ-লক্ষণয়া ভাব্যং, সর্ব্বশব্দাবাচ্যে তদসম্ভবাদিতি পূর্বমেবোক্তম্ ॥১০॥
ইতি বিষ্ণুতো ভেদ সত্যত্ব প্রকরণং ব্যাখ্যাতং।

যদি ব্রহ্ম নির্গুণ হন, শশশৃঙ্গাদির ন্যায় অলীক হইবেন, অলীক বস্তু প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণের বিষয় হয় না। সুতরাং অদ্বৈতবাদ বিদ্বদ্গণের শ্রদ্ধার্হ নহে, ইহা তত্ত্ববাদিগণ বলিয়া থাকেন ॥১০॥

মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীবে ঈশ্বর সহ কহত অভেদ॥ চৈ চ (২।৬।১৬২)
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন॥
জীবের স্বরূপ যৈছে—স্ফুলিঙ্গের কণ॥
জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্।
গীতা বিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরমাণ।
হেন জীবতত্ত্ব লঞা লিখি পরতত্ত্ব।
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ত্ব॥
বস্তুত পরিণামবাদ—সেই ত প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি এই বিবর্তের স্থান॥ (চৈ চ ১।৭।১১৬-২০)

ইতি চতুর্থ প্রমেয় ॥৪॥

—•—

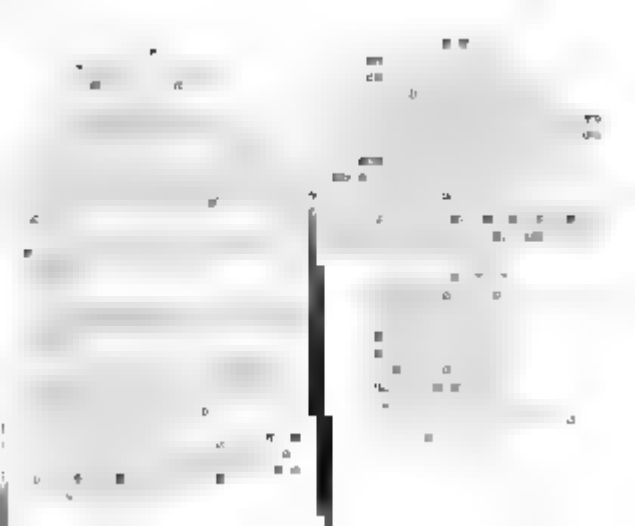

পঞ্চমং প্রমেয়ম্

অথ জীবানাং ভগবদ্দাসত্ব প্রকরণম্

তথাহি শ্বেতাশ্বতরাঃ পঠন্তি—(৬/৭)

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্, বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥ইতি॥১॥

স্মৃতিশ্চ—

ব্রহ্মা শম্ভু স্তথৈবার্কশ্চন্দ্রমাশ্চ শতক্রতুঃ।
এবমাদ্যা স্তথৈবান্যে যুক্তা বৈষ্ণবতেজসা॥ ইত্যাদ্যা॥
স ব্রহ্মকাঃ সরুদ্রাশ্চ সেন্দ্রা দেবা মহর্ষিভিঃ।
অর্চ্চয়ন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং হরিং॥ইত্যাদ্যা চ॥

টীকা—জীবানাং হরিদাসত্বং প্রতিপাদয়িতুমাহ অথেতি। নন্থ হরিদাসত্বে স্বরূপসিদ্ধে কিমর্থং উপদেশঃ ইতি চেৎ তদভিব্যক্ত্যর্থঃ স উপদেশ ইতি গৃহাণ। এবমাহ শ্রুতিঃ "ঘৃতমিব পয়সি নিগূঢ়ং ভূতে ভূতে বসতি বিজ্ঞানম্। সততং মন্থয়িতব্যং মনসা মন্থানদণ্ডেন" (ব্রহ্মবিন্দু°২০)॥ ইতি॥ তমিতি ঈশ্বরাণাং চতুর্মুখাদীনাং দেবতানাং ইন্দ্রাদীনাম্, পতীনাং দক্ষাদীনাম্ ॥১॥

বঙ্গানুবাদ - জীবগণ যে ভগবানের দাস, এ বিষয়ে শ্বেতাশ্বতর—শাখিগণ এরূপ পাঠ করেন,— ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি ঈশ্বরগণের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ইন্দ্রাদি দেবতাগণেরও শ্রেষ্ঠ, প্রজাপতিগণেরও পতি, সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, অক্ষর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, স্বয়ং প্রকাশ, সকল লোকের নিয়ন্তা, স্তবযোগ্য পরমেশ্বরকে একান্ত ভক্তিসহকারে আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রত্যক্ষ করি ॥১॥

স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—'ব্রহ্মা, শিব, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবতা বিষ্ণুর তেজের দ্বারা যুক্ত, সুতরাং তাঁহারা বিষ্ণুর দাস।'

ব্রহ্মা, একাদশ রুদ্র, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও মহর্ষিগণ দেবশ্রেষ্ঠ শ্রীহরি নারায়ণদেবের পূজা করিয়া থাকেন ॥

পাদ্মে চ, জীবলক্ষণে—

দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন ॥ইতি॥২॥

ইতি জীবানাং ভগবদ্দাসত্ব নামক পঞ্চম প্রমেয়ং সমাপ্তম্।

ব্রহ্মাদীনামৈশ্বর্য্যং পরমাত্মদত্তমিত্যাহ ব্রহ্মেতি। দাসভূত। ইতি। নান্যস্য ব্রহ্মরুদ্রাদেঃ ॥২॥ ইতি ভগবদ্দাসত্ব প্রকরণং ব্যাখ্যাতম্ ॥৫॥

পদ্মপুরাণে জীবলক্ষণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—'জীবগণ ভগবান্ শ্রীহরির দাস, অপর দেবের দাস নহে ॥২॥

কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥ (চৈ চ ২।১৯।১৪৯)
জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
সূর্য্যাংশু—কিরণ, যেন অগ্নি জ্বালাচয়॥—(২।২০।১০৮)
কৃষ্ণনিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥ (২।২২।২৪)
তোমার নিত্য দাস মুই, তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়া বদ্ধ হঞা॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলী সম।
তোমার সেবক, করোঁ তোমার সেবন॥—(৩।২০।৩৩)

ইতি পঞ্চম প্রমেয় ॥৫॥

—০—

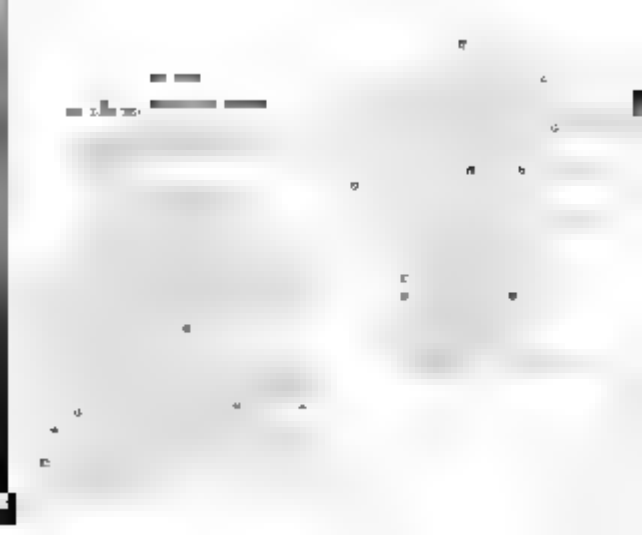

অথ জীবানাং তারতম্য প্রকরণম্

অণুচৈতন্য-রূপত্ব-জ্ঞানিত্বাদ্য-বিশেষতঃ।
সাম্যে সত্যপি জীবানাং তারতম্যঞ্চ সাধনাৎ ॥১॥
তত্রাণুত্বমুক্তং শ্বেতাশ্বতরৈঃ (৫/৯)
বালাগ্র শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ সবিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ইতি ॥
চৈতন্য রূপত্বং জ্ঞানিত্বাদিকঞ্চ ষট্ প্রশ্ন্যাং --
এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা
বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ ॥ ইতি ॥ ২ ॥

টীকা—জীবানাং তারতম্যং বক্তুমাহ অথেতি। অণু ইতি। আদি শব্দাৎ কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাপহত পাপ্মত্বাদীনি গ্রাহ্যাণি। সাধনাদিতি, কর্ম্ম-রূপাদ্ ভক্তিরূপাচ্চ ইত্যর্থঃ। কর্ম্মতারতম্যাদৈহিকং, ভক্তিতারতম্যাত্তু পার-ত্রিকং ফলতারতম্যং বোধ্যম্ ॥ ১ ॥

বালাগ্রেতি স চ জীবো ভগবৎ-প্রপন্নঃ আনন্ত্যায় মোক্ষায় কল্পতে অন্তো মরণং তদ্রাহিত্যায় ইত্যর্থঃ। জ্ঞানিত্বাদিকঞ্চ ইত্যত্রাদিপদাৎ কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বে। এষ হীতি এষ বিজ্ঞানাত্মা পুরুষো জীবস্তস্য দ্রষ্টেত্যাদিনা রূপাদি ভোগঃ প্রস্ফুটঃ। প্রকৃতেঃ কর্তৃত্বে, "যজেৎ ধ্যায়েৎ" ইত্যাদি শ্রুতি বৈয়র্থ্যং, সমাধ্যভাবশ্চ। প্রকৃতেরন্যোঽহমস্মীতি সমাধিঃ। ন চৈষ জড়ায়াস্তস্যাঃ সম্ভবেৎ, ন চ স্বস্য স্বান্যত্বং সম্ভবতি ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—এখন জীবসমূহের তারতম্য অর্থাৎ উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বর্ণিত হইতেছে—সমস্ত জীবই অণু-চৈতন্যস্বরূপ এবং জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞানের আশ্রয়, এইরূপে সকল জীব তুল্য হইলেও কর্ম্ম, ভক্তি-প্রভৃতি সাধনতারতম্যবশতঃ উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট জীব প্রতীয়মান হয় ॥১॥

পূর্ব্বোক্ত অণুচৈতন্যরূপ ও জ্ঞানিত্বের মধ্যে শ্বেতাশ্বতর শাখিগণ জীবের অণুত্ব বলিতেছেন। 'যদি কেশাগ্রের শতভাগের এক ভাগকে শত ভাগে বিভক্ত করা যায়, তাহা হইলে জীবাত্মা সেইরূপ সূক্ষ্ম। সেই জীব ভগবদনু-গ্রহে মুক্তিলাভ করেন ॥

প্রশ্নোপনিষদে জীবের চৈতন্যস্বরূপত্ব, জ্ঞানিত্ব প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে যথা—'এই জীবাত্মা দ্রষ্টা, শ্রোতা, আঘ্রাণকর্ত্তা, রসাস্বাদনকারী, মননশীল, বোদ্ধা ও কর্ত্তা ॥২॥

আদিনা গুণেন দেহব্যাপিত্বঞ্চ শ্রীগীতাসু—(১৩।৩৩)
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ইতি॥
আহ চৈবং সূত্রকারঃ—(ব্র সূ ২।৩।২৪) গুণাদ্বালোকবৎ ॥
গুণনিত্যত্বমুক্তং বাজসনেয়িভিঃ—বৃহদা° ৪।৫।১৪
অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মানুচ্ছিত্তি ধর্ম্মা ॥ ইতি ॥ ৩ ॥
এবং সাম্যেঽপি বৈষম্যমৈহিকং কর্ম্মভিঃ স্ফুটম্।
প্রাহুঃ পারত্রিকং তত্তু ভক্তিভেদৈঃ সুকোবিদঃ ॥
তথাহি কৌথুমা পঠন্তি - ( )
যথাক্রতু রস্মিল্লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি ॥ ইতি ॥

যথেতি বিশদার্থং। গুণাদ্বেতি। আলোকো দীপাদির্যথা প্রভাখ্য গুণাৎ কৃৎস্নং গেহং ব্যাপ্নোতি, এবং চেতনাখ্য গুণাৎ কৃৎস্নং দেহং জীব ইত্যর্থঃ। অবিনাশীতি। অরে মৈত্রেয়ি অয়মাত্মা জীবঃ স্বরূপতোঽবিনাশী। অনুচ্ছিত্তয় উচ্ছেদরহিতা ধর্ম্মা জ্ঞানাদয়ো যস্য স অনুচ্ছিত্তি ধর্ম্মা, গুণতোঽপ্যবিনাশী-ত্যর্থঃ, ন চানুচ্ছিত্তিরেব ধর্মো যস্য ইতি ব্যাখ্যাতব্যম, অস্যার্থস্য অবিনাশীত্য-নেনৈবাবগতত্বাৎ ॥ ৩ ॥

এবং অণুত্বাদিভির্জীবানাং সাম্যমুক্ত্বা, অর্থ সাধন হেতুকং বৈষম্য মাহ এবমিতি। ঐহিকং প্রপঞ্চগতং, পারত্রিকং ভগবল্লোকগতং। যথেতি।

'অণুচৈতন্যরূপত্ব-জ্ঞানিত্বাদ্যবিশেষতঃ এই কারিকায় যে আদি পদ আছে, তাহার দ্বারা চৈতন্যরূপগুণ ও তাহা দেহব্যাপী বুঝিতে হইবে। এই চৈতন্য-রূপ গুণ যে দেহব্যাপী তাহা শ্রীভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে, যথা—'হে অর্জ্জুন! যেমন সূর্য্য প্রভার দ্বারা সমস্ত জগৎ প্রকাশিত করে, সেইরূপ জীব চৈতন্যরূপ গুণের দ্বারা সমস্ত দেহ প্রকাশ করিয়া থাকে ॥৩॥

সূর্য্যাদি আলোক যেমন একদেশে অবস্থিত থাকিয়াও প্রভার দ্বারা সমস্ত আকাশমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ জীব চৈতন্যরূপ গুণের দ্বারা সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হয় ॥

শুক্লযজুর্ব্বেদিগণ চৈতন্যরূপ গুণকে নিত্য বলিয়াছেন যথা—'হে মৈত্রেয়ি!

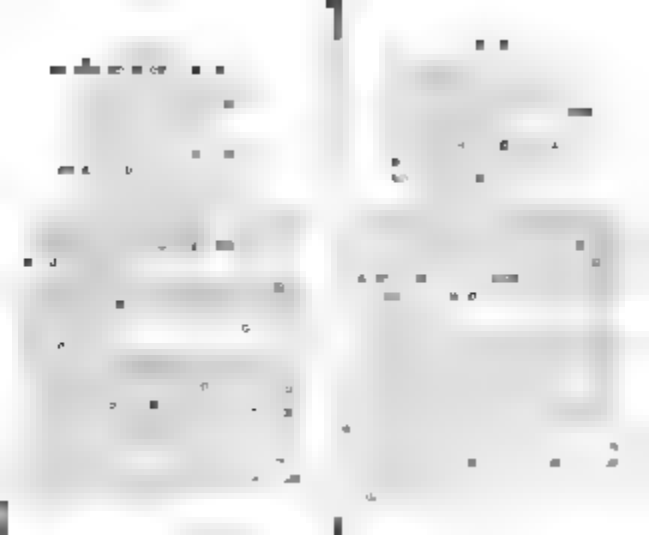

স্মৃতিশ্চ—যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥ ইতি ॥

শান্ত্যাদ্যা রতি পর্য্যন্তা যে ভাবাঃ পঞ্চ কীর্ত্তিতাঃ।
তৈর্দেবং স্মরতাং পুংসাং তারতম্যং মিথো মতম্ ॥ ৪ ॥

ইতি জীব তারতম্য প্রকরণং ষষ্ঠ-প্রমেয়ম্ ॥ ৬ ॥

অস্মিন্ লোকে পুরুষো যথাক্রতুঃ যাদৃশং সাধনং করোতি, তথা ইতঃ প্রেত্য অস্মাৎ লোকাৎ পরলোকং গত্বা ভবতি। সাধনানুরূপং ফলং ভবতি ইত্যর্থঃ। যাদৃশীতি গদিতার্থং। উপসংহরতি শান্ত্যদ্যা ইতি। শান্তি দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রতয়ঃ পঞ্চভাবাঃ। তৈর্দেবং ভজতাং বৈষম্যং প্রস্ফুটম্ ॥ যে খলু বিষ্বক্সেনানুযায়িনঃ "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" মুণ্ডক ৩।১।৩ ইতি শ্রুতেঃ মোক্ষে জীবানাং পরমং সাম্যং স্বীচক্রুঃ, তেষামপি বৈষম্যং দুষ্পরিহরং জীবান্ প্রতি শ্রীদেব্যাঃ শেষিত্বাঙ্গীকারাৎ বিষ্বকসেনস্য নিয়ামকত্ব স্বীকারাচ্চ ॥৪॥

ইতি জীবতারতম্য প্রকরণং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৬ ॥

আত্মাতে কোনরূপ অনিত্য ধর্ম নাই. অর্থাৎ আত্মাতে স্বরূপভুত নিত্য ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে ॥

পূর্ব্বোক্তরূপ অণুত্বাদি-ধর্মসমূহের দ্বারা সকল জীব তুল্য হইলেও কর্ম ও ভক্তিরূপ সাধনের দ্বারা ঐহিক ও পারলৌকিক স্পষ্ট বৈষম্য আছে. এ কথা তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন। জীব কর্ম্মের দ্বারা উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হয় এবং ভক্তির তারতম্যবশতঃ বৈকুণ্ঠ, গোলোক প্রভৃতি লোকে গমন করিয়া থাকেন এবং সেবাদির তারতম্য লাভ করেন ॥২॥

এ বিষয়ে কুথুমশাখিগণ পাঠ করিয়া থাকেন যথা 'মানব এই সংসারে থাকিয়া যেরূপ সাধনানুষ্ঠান-করে. এই লোক হইতে পরলোকে গমন করিয়া তাদৃশ ফল লাভ করিয়া থাকে ॥ যেরূপ সঙ্কল্প, সেইরূপ সিদ্ধিলাভ হয় ॥

শান্ত, দাস্য, সখ্য. বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটী ভাব ভক্তিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সেই সমস্ত ভাব লইয়া যাহারা ভগবানের উপাসনা করেন, তাহার তারতম্যবশতঃ জীবেরও তারতম্য হইয়া থাকে। উক্ত পাঁচটী ভাবই রতিরূপ ॥ ৪ ॥ ইতি ষষ্ঠ প্রমেয় ॥৬॥

সপ্তম প্রমেয়ম্

অথ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তে মোক্ষস্বরূপ

যথা—

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিরিত্যাদি। (শ্বে ১।১১)
একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য ইত্যাদি চ ॥ (গোপাল তাপনি পূর্ব ২১)
বহুধা বহুভির্ব্বৈশৈর্ভাতিঃ কৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রভুঃ।
তমিষ্ট্বা তৎপদে নিত্যে সুখং তিষ্ঠন্তি মোক্ষিণঃ ॥১॥

ইতি প্রমেয়রত্নাবলাং শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তের্মোক্ষত্ব-প্রকরণং
সপ্তমং প্রমেয়ম্ ॥৭॥

টীকা -- কৃষ্ণ প্রাপ্তের্মুক্তিত্বং বক্তুমাহ জ্ঞাত্বেত্যাদি গদিতার্থং। বহুধেতি। শ্রীকৃষ্ণোপাসকানামিব শ্রীরামাদ্যুপাসকানাঞ্চ মোক্ষঃ। সুখতারতম্যং তু অবর্জ্জনীয়ম্ ॥ ১ ॥

ইতি কান্তিমালায়াং ভক্তের্মোচকত্ব প্রকরণং ব্যাখ্যাতম্ ॥৭॥

বঙ্গানুবাদ — অনন্যাপেক্ষি-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাম-নৃসিংহ প্রভৃতি বিবিধ রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। মুক্ত জীবগণ অনন্যা ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিয়া নিত্য বৈকুণ্ঠ, গোলোকাদিধামে সুখে অবস্থান করেন ॥১

ইতি সপ্তম প্রমেয় ॥৭॥

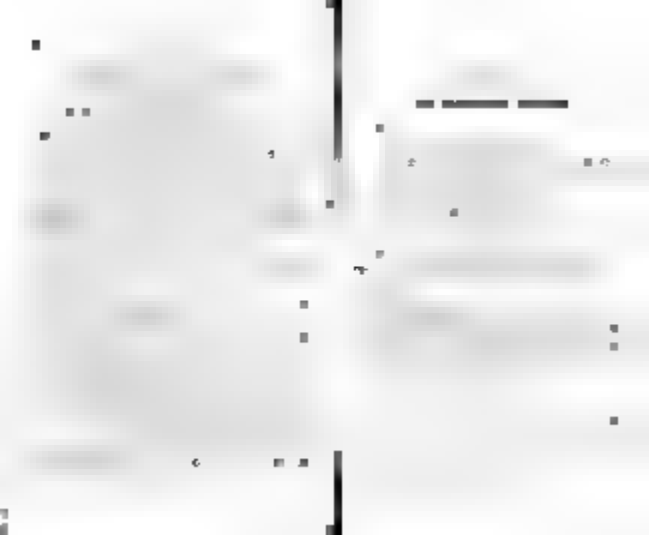

নবধা চৈষা ভবতি।

যদুক্তং শ্রীভাগবতে—(৭।৫।২৩-২৪)

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-নিবেদনম্ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥ ইতি ॥
সংসেবা গুরুসেবা চ দেবভাবেন চেদ্ ভবেৎ।
তদৈষা ভগবদ্ভক্তির্ভ্যতে নান্যথা ক্বচিৎ ॥২॥

দেব-ভাবেন সংসেবা যথা তৈত্তিরীয়কে—(১।১১।২)

অতিথি-দেবো ভব ॥ ইতি ॥

টীকা—তদ্ভেদানাহ শ্রবণ মিতি। এষা নবলক্ষণা ভক্তিরর্পিতৈব পুংসা ক্রিয়তে নতু কৃত্বা অর্পিতা। তত্রাপি অদ্ধা সাক্ষাদেব, নতু ফলান্তরেচ্ছা-ব্যবধানেন ক্রিয়তে চেদুত্তম মধীতমুত্তমাভক্তিরিত্যহং মন্যে।

ভক্তি লাভস্য হেতুমাহ সংসেবিতে ॥২॥

টীকা—দেবভাবেনেতি। অতিথিরনিকেতনো হরিভক্তো দেবো হরিবৎ-পূজ্যো যস্য স ত্বমীদৃশো ভব ইতি শিক্ষা।

এই ভক্তি নয় প্রকার। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—হিরণ্য-কশিপু প্রহ্লাদকে বলিলেন—বৎস! আয়ুষ্মন্! তুমি এতকাল ধরিয়া যে উত্তম বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছ এবং গুরু তোমাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা আমাকে বল। তাহা শুনিয়া প্রহ্লাদ বলিলেন—ভগবন্নামাদিশ্রবণ, তাঁহার নামাদিকীর্ত্তন, মনে মনে বিষ্ণুর ধ্যান, তাঁহার সাদরে সেবা, পূজা, সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাত, তাঁহার দাসত্ব, তাঁহার উপর বিশ্বাসস্থাপনপূর্বক বন্ধুত্ব, আত্ম-সমর্পণ—এই নবলক্ষণ ভক্তি পুরুষ কর্তৃক ভগবান্ বিষ্ণুতে সাক্ষাৎ অর্পিত হইলে, তাহাকে উত্তম অধ্যয়ন বলা হয়, অর্থাৎ ইহা হইল উত্তমা ভক্তি।

যদি ভগবদ্বুদ্ধিতে সাধুসেবা ও গুরুসেবা হয়, তাহা হইলে ভগবানের প্রতি ভক্তি হইয়া থাকে, অন্য প্রকারে হয় না।।২॥

দেবভাবে যে সাধুগণের সেবা করিতে হইবে, ইহা তৈত্তিরীয়োপ-

অষ্টম প্রমেয়ম্

অথৈকান্ত ভক্তের্মোক্ষহেতুত্বং

যথা—শ্রীগোপাল তাপন্যাং—(পূর্ব ১৫)

ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি নৈরাস্যেনামুষ্মিন্
মনঃ কল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্যম্ ॥ ইতি ॥

নারদ পঞ্চরাত্রে চ—

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥ ইতি ॥১॥

টীকা—নিষ্কাম ভক্তের্মুক্তিকরত্বং বক্তুমাহ অথেতি। ভক্তিরস্যেতি—অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আনুকূল্যেন শ্রবণাদিকা ভক্তির্ভজনং। অথ অমুষ্মিন্ কৃষ্ণে মন-কল্পনং চিত্তানুরঞ্জনঞ্চ। মনঃ কল্প্যতে অনুরঞ্জতে অর্প্যতেঽনেন ইতি নিরুক্তেঃ। তাদৃশ শ্রবণাদিহেতুকো ভাবস্তদিতার্থঃ। উত্তমাত্বসিদ্ধয়ে তদিহেতি—ইহলোকে পরলোকে চোপাধি নৈরাস্যেন কৃষ্ণান্য-ফলাভিলাস রাহিত্যেন তন্মাত্রস্পৃহয়া জায়মান মিতার্থঃ। এতদেব নৈষ্কর্ম্যং আনুসঙ্গেন মোক্ষকরমিত্যর্থঃ।

সর্বোপাধিতি - সর্বৈরুপাধিভিঃ কৃষ্ণান্যাভিলাষৈর্বিনির্মুক্তং, নির্মলং কর্মাদ্যনাবিলং তৎপরত্বেনানুকূল্যেন বিশিষ্টং। হৃষীকেণ শ্রোত্রাদিনা হৃষী-কেশস্য সেবনং কায়িকং বাচিকং মানসিকং চ পরিশীলনং ভক্তিরিত্যর্থঃ। অত্র উত্তমাত্বং স্ফুটম্ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ--এখন অনন্যা ভক্তি যে মোক্ষহেতু, ইহাই বলা হইতেছে। শ্রীগোপালপূর্বতাপনীয়োপনিষদে উক্ত হইয়াছে, যথা- অনুকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজন অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রভৃতির নাম ভক্তি। ঐহিক ও পারত্রিক ফল কামনা পরিত্যাগপূর্বক জ্ঞান ও কর্মপ্রভৃতির দ্বারা অমিশ্রিতভাবে চিত্তের প্রসন্নতাজনক শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ যে ভাববিশেষ তাহাই উত্তমাভক্তি বলিয়া কথিত হয় ॥

ভোগ-মোক্ষাদির অভিলাষ ত্যাগ করিয়া শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনু-কূলভাবে জ্ঞানকর্মাদি-আবরণবিহীন ভগবৎসেবাকে ভক্তি বলা হয় ॥১॥

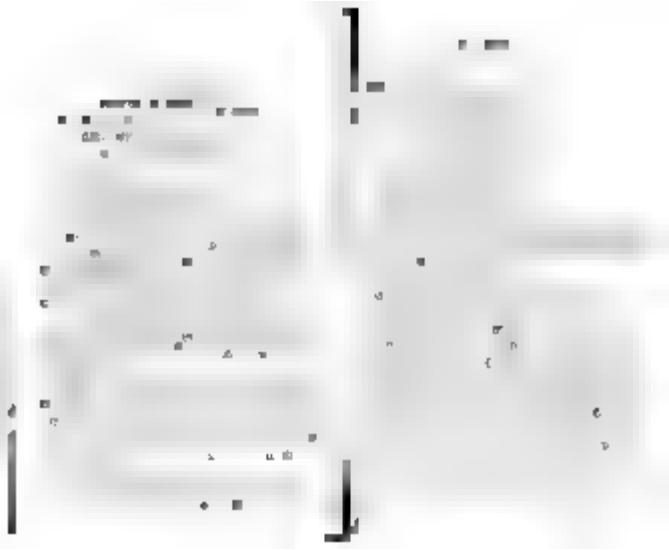

তয়া তদ্ভক্তির্যথা শ্রীভাগবতে (৭।৫।৩২)—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং, স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোভিষেকং, নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ ইতি ॥৩॥

দেবভাবেন গুরুসেবা—যথা তৈত্তিরীয়কে

আচার্য্য-দেবো ভব ॥ ইতি ॥ (১।১১।২)

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি চ—(৬।২৩)

নৈষামিতি—প্রহ্লাদ-বাক্যং। এষাং বহির্দৃষ্টিনাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং ন স্পৃশতি। যস্য মতিকৃতস্য, তদঙ্ঘ্রি-স্পর্শস্য অর্থঃ ফলং অনর্থাপগমঃ সংসৃতিবিনাশো ভবতি। তাবৎ কিয়দিত্যত্রাহ, মহীয়সামিতি। নিষ্কিঞ্চনানাং কৃষ্ণৈক-ধনানাং মহীয়সাং সাধূনাং অঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকং যাবন্ন বৃণীত পরিনিষ্ঠয়া যাবৎ তন্ন সেবেত ইত্যর্থঃ ॥৩॥

টীকা—আচার্য্যো মন্ত্রোপদেষ্টা স দেবো হরিবৎ পূজ্যো যস্য স ত্বমীদৃশো ভব ইতি শিক্ষা॥ যস্যেতি, যস্য জিজ্ঞাসো যথা দেবে পরমাত্মনি তথা গুরৌ চ পরাভক্তিঃ স্যাৎ, তস্যৈতে অস্যামুপনিষদি কথিতা অর্থাঃ প্রকাশন্তে

নিষদে আছে যথা—'তুমি অতিথিকে বিষ্ণুরূপে চিন্তা করিয়া তাঁহার পূজা কর ॥

সাধুসেবার দ্বারা যে ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে যথা—যে পর্য্যন্ত বিষয়াভিমানশূন্য মহাপুরুষগণের পদধূলির দ্বারা অভিষিক্ত না হন, তদবধি তাঁহাদিগের মতি ভগবানের চরণস্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। ভগবানের চরণস্পর্শে সংসাররূপ অনর্থের নিবৃত্তি হইয়া থাকে ॥৩॥

বিষ্ণু-বুদ্ধিতে আচার্য্যসেবা কর্ত্তব্য, ইহা তৈত্তিরীয়োপনিষদে উক্ত হইয়াছে যথা—'তুমি আচার্য্যকে বিষ্ণু-বুদ্ধিতে পূজা কর।

যে ব্যক্তির বিষ্ণুতে অনন্যা ভক্তি, সেইরূপ গুরুতে অনন্যা ভক্তি সেই মনস্বীর সমীপে উপনিষদ প্রতিপাদ্য বিষয়সকল আবির্ভূত হইয়া থাকে ॥

আচার্য্যসেবার দ্বারা যে ভগবদ্ভক্তি হয়, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ইতি ॥

তয়া তদ্ভক্তির্যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—(১১।৩।২১, ২২)

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়ম্ ॥
তত্র ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ ॥ ইতি ॥৪॥

অবাপ্ত পঞ্চ সংস্কারো লব্ধ-দ্বিবিধ-ভক্তিকঃ।
সাক্ষাৎকৃত্য হরিং তস্য ধাম্নি নিত্যং প্রমোদতে ॥৫॥

স্ফুরন্তি, নত্বেতদ্বিপরীতস্য ইত্যর্থঃ। তস্মাদিতি—উত্তমং শ্রেয়ো জিজ্ঞাসুর্জনো গুরুং প্রপদ্যেত—কীদৃশং. শাব্দে ব্রহ্মণি বেদে, পরে ব্রহ্মণি শ্রীকৃষ্ণে চ নিষ্ণাতং। তত্র গুরোরন্তিকে স্থিতোঽমায়য়া নিষ্কপটয়া অনুবৃত্ত্যা সেবয়া ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষেৎ। স্ফুটার্থমন্যৎ ॥৪॥

টীকা—অন্যান্ ভক্তিভেদান্ প্রপঞ্চয়িতুমাহ—অবাপ্তেতি। লব্ধা বিধিরুচি-পূর্বতয়া দ্বিবিধা ভক্তির্যেন সঃ। নন্বেকস্য ভক্তিদ্বয় লাভো বিরুদ্ধ ইতি চেৎ, সত্যং, যস্য যাদৃশ দেশিক সঙ্গ স্তস্য তাদৃশ ভক্তিলাভঃ, ইতি ন বিরোধঃ ॥৫॥

হইয়াছে যথা—'অতএব যিনি নিজেদের পরম শ্রেয়ঃ বস্তু জানিতে অভিলাষী হইয়া থাকেন, তিনি বেদজ্ঞ ও পরব্রহ্মে সাক্ষাৎকারবান্ শ্রীগুরুর শরণাপন্ন হইবেন। শ্রীগুরুকে নিজের ইষ্টদেবতা ভাবিয়া অকপটভাবে সেবার দ্বারা ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিবেন। যে সকল ভাগবত ধর্ম্মের দ্বারা বস্তুতঃ আত্ম-স্বরূপ হরি প্রসন্ন হইয়া নিজেকে পর্য্যন্ত দান করেন ॥৪॥

যিনি তাপাদি পাঁচটি সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি বৈধী ও রাগানুগা এই দ্বিবিধ ভক্তি লাভ করিয়াছেন, তিনি শ্রীহরির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া গোলোকাদি নিত্য ধামে সতত সুখে অবস্থান করেন ॥৫॥

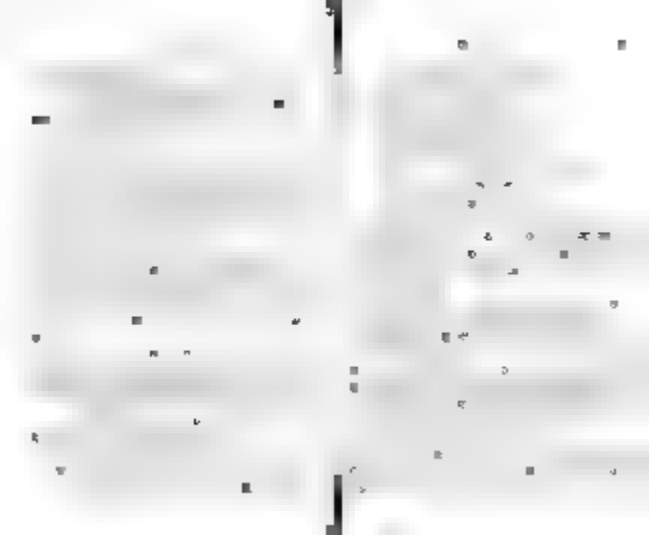

তত্র পঞ্চসংস্কারা যথা স্মৃতৌ। পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চ-সংস্কারাঃ পরমৈকান্তি-হেতবঃ॥ ইতি॥

(ক) তাপোঽত্র তপ্তচক্রাদি মুদ্রাধারণমুচ্যতে।
তেনৈব হরি-নামাদি মুদ্রা চাপ্যুপলক্ষ্যতে॥

সা যথা স্মৃতৌ—

হরিনামাক্ষরৈর্গাত্রমঙ্কয়েচ্চন্দনাদিনা।
স লোক-পাবনো ভূত্বা তস্য লোকমবাপ্নুয়াৎ॥

(খ) পুণ্ড্রংস্যাদূর্দ্ধ-পুণ্ড্রং তচ্ছাস্ত্রে বহুবিধং স্মৃতম্।
হরিমন্দিরং তৎপাদাকৃত্যাদ্যতি শুভাবহম্॥

(গ) নামাত্র গদিতং সদ্ভির্হরি-ভৃত্যত্ব বোধকম্।

(ঘ) মন্ত্রোঽষ্টাদশবর্ণাদিঃ স্বেষ্টদেববপুর্মতঃ॥

টীকা—তাপ ইতি পাদ্মোত্তর খণ্ডে। অমী তাপাদয়ঃ সংস্কারাঃ পঞ্চ। তাপাদীন্ ব্যাচষ্টে। তেনৈবেতি। তপ্ত চক্রাদি ধারণেনৈব ইত্যর্থঃ। তপ্ত-চক্রাদি ধৃতিং কলি-মলিন মনসাং দুষ্করাং মন্বানঃ পতিতানুদ্দিধীর্ষুর্ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশ্চন্দনাদিনা শ্রীভগবন্নাম মুদ্রাধৃতিং প্রাচাপি স্বীকৃতামুপাদিক্ষৎ। সা চ পঞ্চ সংস্কার বাক্যে তপ্ত চক্রাদিধারণেনোপলক্ষিতা ইতি ভাবঃ।

তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পাঁচটি সংস্কার প্রেমভক্তি-লাভের একমাত্র উপায়।

এখানে তাপ-শব্দের অর্থ তপ্তচক্রাদি-মুদ্রাধারণ, তাহার দ্বারা চন্দনাঙ্কিত হরিনামাদি-মুদ্রাধারণও উপলক্ষিত হইতেছে॥২॥

চন্দন প্রভৃতির দ্বারা গাত্রে যে হরিনামাক্ষর লিখিত হয়, ইহা স্মৃতিতেও আছে 'যিনি চন্দন প্রভৃতির দ্বারা গাত্রে হরিনামাক্ষর অঙ্কন করেন, তিনি লোকপাবন হইয়া ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ (ক)

পুণ্ড্র শব্দে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রকে বুঝায়, তাহা শাস্ত্রে বহুপ্রকার কথিত হইয়াছে। এই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র হরিমন্দির ও হরিপাদাকৃতি প্রভৃতি, তাহা অত্যন্ত শুভজনক। (খ)

(ঙ) শালগ্রামাদি পূজা তু যাগশব্দেন কথ্যতে।
প্রমাণান্যেষু দৃশ্যানি পুরাণাদিষু সাধুভিঃ॥ ৬॥

নবধা ভক্তিবিধিরুচি পূর্ব্বা দ্বেধা ভবেদ্যয়া কৃষ্ণঃ।
ভূত্বা স্বয়ং প্রসন্নো দদাতি তত্তদীপ্সিতং ধাম॥৭॥

বিধিনাভ্যর্চ্চ্যতে দেব-শ্চতুর্বাহ্বাদি রূপধৃক্।
রুচ্যাত্মকেন তেনাসৌ নৃলিঙ্গঃ পরিপূজ্যতে॥৮॥

পুণ্ড্রমিতি হরিমন্দিরাদি তিলকং। "তিলকং তমাল পত্রং চিত্রকমুক্তং বিশেষকং পুণ্ড্রম্। ইতি হলায়ুধঃ, স্ফুটার্থমন্যৎ॥ ৬॥

পূর্ব্বত্র উদ্দিষ্টং ভক্তিঃ দ্বৈবিধ্যং স্ফুটয়তি নবধেতি। বিধিপূর্বা বৈধী, রুচিপূর্বা তু রাগানুগা ইতি হরিভক্তি রসামৃতেঽস্য বিস্তারঃ। স্ফুটার্থমন্যৎ॥৭॥

ভক্তি-ভেদস্য ভজনীয় ভেদমাহ বিধিনেতি। চতুরিতি। পরমব্যোমাধিপতির্বাসুদেবঃ চতুর্ব্বাহুরনিরুদ্ধশ্চ শ্বেতদ্বীপ পতিঃ। আদিনা অষ্টভুজো দশভুজশ্চেতি। চতুর্ভুজঃ শ্যামলাঙ্গঃ শ্রীভূলীলাভিরন্বিতঃ। বিমলৈর্ভূষণৈ-র্নিত্যৈর্ভূষিতো নিত্য বিগ্রহৈঃ। পঞ্চায়ুধৈঃ সেব্যমানঃ শঙ্খ-চক্র-ধরো হরিঃ॥ ইতি। (ভা ৪।৩০।৭)—

পীনায়তাষ্ট ভুজ মণ্ডল মধ্য লক্ষ্ম্যা, স্পর্দ্ধচ্ছ্রিয়া পরিবৃতো বনমালয়াদ্যঃ।
ইতি॥ দশবাহুর্মহাতেজা দেবতারিনিসূদনঃ। শ্রীবৎসাঙ্কো হৃষীকেশঃ সর্ব-দৈবত পূজিতঃ। ইতি চ স্মৃতেঃ। নৃলিঙ্গো যশোদা-স্তনন্ধয়ঃ কৌশল্যা-স্তনন্ধয়শ্চ। ইতি বেদান্ত স্যমন্তকে অস্য বিস্তারঃ॥৮॥

গ) নামশব্দে শ্রীহরির ভৃত্যত্ববোধক হরিদাস, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি নাম, ঘ) অষ্টা-দশবর্ণাদি শ্রীগোপালমন্ত্র, তাহা স্বেষ্ট দেবতার মূর্ত্তি, ঙ) যাগ-শব্দে শাল-গ্রামাদিদেবতার পূজা, এ বিষয়ে অন্যান্য প্রমাণ পুরাণাদি-শাস্ত্রে দ্রষ্টব্য॥ ৬॥

পূর্বে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভেদে নয় প্রকার ভক্তি বলা হইয়াছে, তাহা আবার দুই প্রকার—বিধিপূর্বা অর্থাৎ বৈধী এবং রাগপূর্বা অর্থাৎ রাগানুগা। যে ভক্তির দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া সেই সেই অভিলষিত ধাম ভক্তগণকে প্রদান করেন॥৭॥

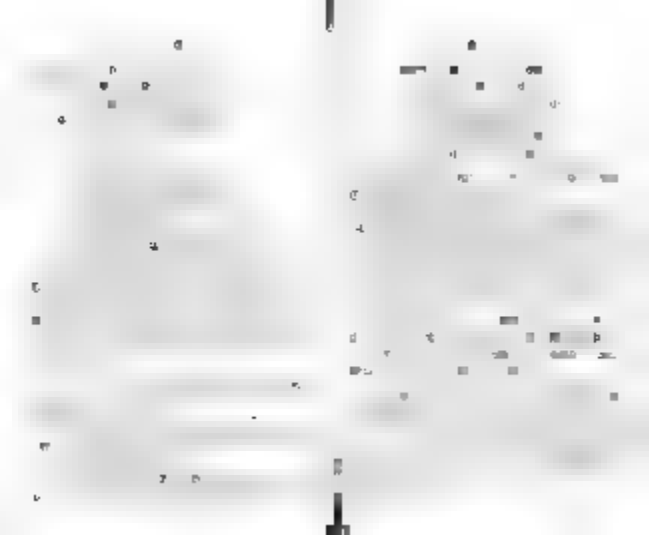

তুলস্যশ্বত্থধাত্র্যাদি পূজনং ধাম নিষ্ঠতা।
অরুণোদয় বিদ্ধস্তু সংত্যাজ্যো হরিবাসরঃ॥
জন্মাষ্টম্যাদিকং সূর্যোদয়-বিদ্ধং পরিত্যজেৎ ॥৯॥

লোক সংগ্রহ মিচ্ছ ন্নিত্য নৈমিত্তিকং বুধঃ।
প্রতিষ্ঠিতশ্চরেৎ কর্ম ভক্তি-প্রাধান্য মত্যজন্॥ ১০ ॥

তুলস্যশ্বত্থেতি। ধাম নিষ্ঠতা নিষ্ঠয়া শ্রীমথুরাদি ধাম নিবাসঃ। সামর্থ্যে সত্যে তচ্ছরীরেণ, তদভাবে ভাবনয়া ইতি বোধ্যং॥ অরুণোদয়েত্যাদি, হরি-ভক্তিবিলাসে অস্য বিস্তারঃ ॥৯॥

লোকেতি। স্বনিষ্ঠঃ পরিনিষ্ঠিতো নিরপেক্ষশ্চ ইতি ত্রিবিধো ভক্ত্যধিকারী। তত্র, স্বনিষ্ঠঃ সাশ্রমঃ স্ববিহিতান্যহিংস্রাণি কর্মাণি আফলোদয়ং নিষ্কামঃ সন্ কুর্য্যাদেব। নিরপেক্ষো হরি-নিরতঃ, তেন মানসিকান্যেব হর্য্যর্চ্চনান্যনুষ্ঠেয়ানি॥ ইতি নিরাশ্রমস্য তস্য স্বরূপেণ কর্মত্যাগঃ। পরিনিষ্ঠিতস্তু আশ্রমস্থঃ প্রতিষ্ঠিতো লব্ধ মহদাসনশ্চেৎ তানি লোক সংগ্রহায় কুর্য্যাৎ গৌণকালে, ভক্তিং তু তাৎপর্য্যেণ অনুতিষ্ঠেৎ। ইতি সম্মূক্ষে ভাষ্যে, শ্রীগীতা-ভূষণে চ বিস্তৃতং, ভক্তি-সন্দর্ভেঽপি এবমেব বিস্তৃতং দ্রষ্টব্যম্॥ ১০ ॥

যানাদিকৃত হরিমন্দির গমনাদয়ঃ সেবাপরাধা বারাহাদৌ কথিতাঃ। তে তু সন্তত সেবয়া মার্জ্জনীয়াঃ স্যুরিতি তে বর্জ্জনীয়া এব। যে চ নামাপরাধা

চতুর্ভুজ, অষ্টভুজ প্রভৃতি ভগবন্মূর্ত্তি ভক্তগণ বিধিপূর্বক পূজা করিয়া থাকেন। রাগানুগা ভক্তির দ্বারা মনুষ্যরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি পূজিত হইয়া থাকেন ॥৮॥

তুলসী, অশ্বত্থ ও আমলকী বৃক্ষের পূজা করা উচিৎ এবং মথুরাদি পুরীতে বাস অবশ্য কর্ত্তব্য। অরুণোদয়কালে দশমীবিদ্ধা একাদশী বৈষ্ণবগণ উপবাস করিবেন না। সূর্য্যোদয়কালে সপ্তমীবিদ্ধ অষ্টমীও উপবাসযোগ্য নহে। এইরূপ রামনবমী প্রভৃতি বুঝিতে হইবে, নবমী ক্ষয়ে বিদ্ধাও গ্রাহ্য ॥৯॥

পরিনিষ্ঠিত পণ্ডিত ব্যক্তি লোকসংগ্রহ করিতে অভিলাষী হইলে ভক্তির প্রাধান্য রক্ষা করিয়া নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, ॥১০॥

দশনামাপরাধাংস্তু যত্নতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১১ ॥
কৃষ্ণাবাপ্তি ফলা ভক্তিরেকান্তাত্রাভিধীয়তে।
জ্ঞান বৈরাগ্য পূর্বা সা ফলং সদ্যঃ প্রকাশয়েৎ॥ ১২ ॥
ইতি প্রমেয়রত্নাবল্যাং বিশুদ্ধভক্তে র্মুক্তি প্রদত্ব প্রকরণং নামাষ্টমং প্রমেয়ম্॥ ৮

দশ পাদ্মে দর্শিতাঃ। তেষাং তু সন্তত নামাবৃত্ত্যা বিমার্জনং স্যাৎ, তাদৃশ নামাবৃত্তেশ্চ দুঃশক্যত্বাৎ তে দশ যত্নাৎ পরিবর্জ্জনীয়াঃ ইত্যাহ দশ ইতি। তে চ (১) সতাং নিন্দা (২) শ্রীবিষ্ণোঃ সকাশাৎ শিবনামাদেঃ স্বাতন্ত্র্যামননং। (৩) গুর্ব্ববজ্ঞা (৪) শ্রুতি তদনুযায়ী শাস্ত্র নিন্দা। (৫) হরিনাম মহিম্নি অর্থবাদ মাত্রমেতদিতি মননম্। (৬) তত্র প্রকারান্তরেণার্থ-কল্পনং। (৭) নাম-বলেন পাপে প্রবৃত্তিঃ (৮) অন্য শুভক্রিয়াভির্নাম্নাং সাম্য মননং। (৯) অশ্রদ্দধানে বিমুখে অশৃণ্বতি চ নামোপদেশঃ। (১০) শ্রুতেঽপি নাম্নাং মাহাত্ম্যে তত্রাপ্রীতিঃ। ইতি তে চৈতে সনৎকুমারেণ নারদং প্রতি উপদিষ্টা বোধ্যাঃ॥ ১১ ॥

উপসংহরতি কৃষ্ণেতি। একান্তেতি, তদন্য ফলতায়াং তু অনেকান্ততা ইত্যর্থঃ। সা চেৎ জ্ঞানাদি পূর্বা স্যাৎ, তদা কৃষ্ণাবাপ্তি লক্ষণং ফলং সদ্যস্ত্বরয়া প্রকাশয়েৎ, অন্যথা তু বিলম্বেন। "তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞান-বৈরাগ্য-যুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুত গৃহীতয়া" (ভা ১।২।১২) ইত্যাদিস্মৃতেঃ।

ইতি বিশুদ্ধ ভক্তে র্মুক্তি প্রদত্ব প্রকরণং ব্যাখ্যাতম॥ ৮ ॥

আর যে দশটী নামাপরাধ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহা যত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে॥ ১১ ॥

যে ভক্তির ফল শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি, তাহাকে একান্তা ভক্তি বলে। সেই ভক্তি যদি জ্ঞানপূর্ব্বক অথবা বৈরাগ্য পূর্ব্বক হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি-রূপ ফল শীঘ্রই আবির্ভূত হয়॥ ১২ ॥

ইতি অষ্টম প্রমেয় ॥ ৮ ॥

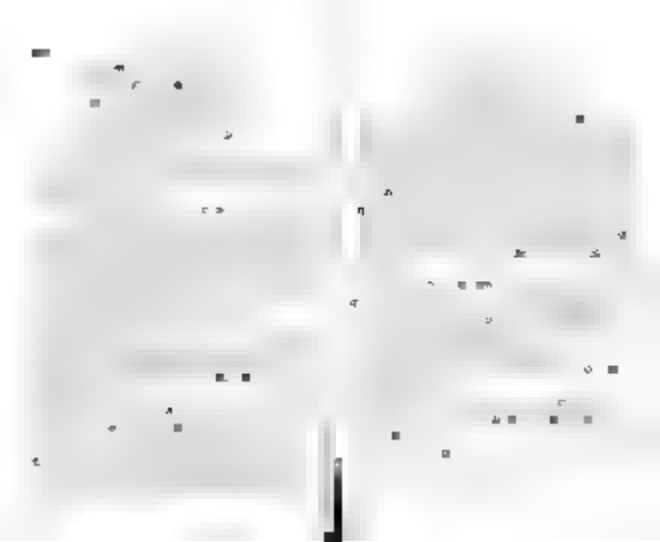

নবম প্রমেয়ম্

প্রমাণত্রিত্ব প্রকরণং

অথ প্রত্যক্ষানুমান-শব্দানামেব প্রমাণত্বং। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৯।১৭)

শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যং মনুমানং চতুষ্টয়ম্। ইতি ॥১॥

প্রত্যক্ষেঽন্তর্ভবেদ্যস্মাদৈতিহ্যং তেন দেশিকঃ।

প্রমাণং ত্রিবিধং প্রাখ্যৎ তত্র মুখ্যা শ্রুতির্ভবেৎ ॥২॥

টীকা—ত্রীণ্যেব প্রমাণানি ইতি বক্তুমাহ অথ প্রত্যক্ষেতি। প্রমাণানাং ত্রিত্বমত্র প্রমেয়ম্। এবকারাদেতদন্যেষামুপমাদীনামেষু ত্রিত্ববন্তর্ভাবান্নাধিকা-মিতি বেদান্তস্যমন্তকে প্রমাণ নিরূপণে দ্রষ্টব্যম্। শ্রুতেঃ প্রাধান্যমভিপ্রেত্য পূর্ব্বং তামাহ শ্রুতিরিত ॥১॥

টীকা—নন্বৈতিহ্য মধিকং পঠিতং, ত্রয়ং প্রমাণং কথমিতি চেৎ, তত্রাহ প্রত্যক্ষেঽন্তরিতি। অনির্দ্দিষ্ট বক্তৃকতাগত পারম্পর্য্য-প্রসিদ্ধমৈতিহ্যং। যথা "ইহ বটে যক্ষো নিবসতি" ইতি। তচ্চাদিমেন পুংসা দৃষ্টত্বাৎ প্রত্যক্ষান্তর্গত-মিতি ত্রয়মেব প্রমাণম্। দেশিকো মধ্বমুনিঃ॥ মনুশ্চৈবমাহ। "প্রত্যক্ষং চানুমানং চ শাস্ত্রং চ বিবিধাগমং। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্যং ধর্মশুদ্ধিমভীপ্সতা" ॥ ইতি ॥ (১২।১০৫)

তত্র ত্রিষু প্রমাণেষু মধ্যে শ্রুতি স্তপৌরুষেয় বাক্য সংহতির্মুখ্যা ভবেৎ পরমার্থ প্রমাপকত্বাৎ ॥২॥

বঙ্গানুবাদ—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি প্রমাণ। শ্রীভাগবতে কথিত হইয়াছে—শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য ও অনুমান এই চারটি প্রমাণ॥

শ্রীমদ্ ভাগবতে ঐতিহ্য নামক একটি অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকৃত হওয়ায় নিজ মতে তিনটি প্রমাণ, ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া গ্রন্থকার তাহার উপপাদন করিতেছেন, যথা—ঐতিহ্য নামক প্রমাণটি প্রত্যক্ষের অন্তর্গত বলিয়া মধ্বাচার্য্য ত্রিবিধ প্রমাণ বলিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রুতিই প্রধান প্রমাণ ॥২॥ যে শ্রুতির সহায়তা অবলম্বন করিয়া প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ হইয়া থাকে। ঐন্দ্রজালিক মায়াকল্পিত মিথ্যা মুণ্ড দেখাইয়া থাকে, তথায়

প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ যৎসাচিব্যেন শুদ্ধিমৎ।
মায়ামুণ্ডাবলোকাদৌ প্রত্যক্ষং ব্যভিচারি যৎ
অনুমা চাতিধূমেঽদ্রৌ বৃষ্টি নির্বাপিতাগ্নিকে।
অতঃ প্রমাণং তৎতচ্চ স্বতন্ত্রং নৈব সম্মতম্ ॥৩॥
অনুকূলো মতস্তর্কঃ শুষ্কস্তু পরিবর্জ্জিতঃ ॥৪॥

টীকা—মুখ্যত্বং দর্শয়িতুমাহ প্রত্যক্ষমিতি। যৎ সাচিব্যেন যস্য সাহায্যেন শুদ্ধিমৎ প্রমাজনকং। যথা- দৃষ্টচর মায়ামুণ্ডস্য পুংসঃ ভ্রান্ত্যা সত্যেঽ প্যাবিশ্বস্তে তদেবেদমিত্যাকাশ-বাণ্যা প্রত্যক্ষং পরিশুদ্ধং। যথা চ 'ভোঃ শীতার্ত্তাঃ পথিকাঃ মাঽস্মিন্ বহ্নিং সম্ভাবয়ত, দৃষ্টং ময়া বৃষ্ট্যাঽত্রাধুনা স নির্বাণঃ। কিন্তু অস্মিন্ ধূমোদ্গারিণী শৈলে সোঽস্তি—ইত্যনুমানং চ পরিশুদ্ধং। স্বতন্ত্রে তু তে সব্যভিচারে ভবত ইত্যাহ—মায়েতি। যথা মায়াবী কিঞ্চনমুণ্ডং মায়য়া দর্শয়িত্বা আহ—চৈত্রস্য মুণ্ডমিদমিতি। ন চ তৎ তস্য। ইতি প্রত্যক্ষস্য ব্যভিচারঃ। বৃষ্ট্যা তৎক্ষণনির্বাপিতবহ্নৌ চিরমধিকোদিত্বরধূমে শৈলে 'বহ্নিমান্ ধূমবত্ত্বাৎ, ইত্যনুমানস্য ব্যভিচারঃ। নেত্র জ্বালাকরত্বাদি ধূমলক্ষণং চাত্রাস্তেব। অত ইতি স্ফুটার্থং ॥৩॥

তর্হ্যানুমানং পরিত্যজ্যমিতি চেৎ তত্রাহ অনুকূল ইতি। শ্রুত্যর্থ-পোষকোঽনুকূলঃ। তদ্বিরোধী তু প্রতিকূল ইত্যর্থঃ। তর্কস্য ব্যাপ্তিগ্রহে শঙ্কানিবর্ত্তকত্বেনানুমানাঙ্গকত্বাৎ তদস্বীকারেণ তদঙ্গিনোঽনুমানস্যাপ্যস্বীকারো বোধ্যঃ ॥৪॥

সেই প্রত্যক্ষ যথার্থ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, এইরূপ খদ্যোতে বহ্নিজ্ঞান প্রভৃতি বহু স্থলে প্রত্যক্ষ ব্যভিচারগ্রস্ত। পর্ব্বতে বৃষ্টির দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে পর যে ধূম দৃষ্ট হয়, সেই ধূমের দ্বারা অগ্নির অনুমান ব্যভিচারগ্রস্ত। অতএব শ্রুতিই একমাত্র নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র প্রমাণ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া বিদ্বদ্গণের সম্মত নহে ॥১-৩॥

বেদের অনুকূল তর্ক গ্রাহ্য, শুষ্ক তর্ক হেয় ॥৪॥

অনুবাদ—অনুকূল তর্ক যে গ্রাহ্য, এই বিষয়ে বৃহদারণ্যকশ্রুতির উদাহরণ—

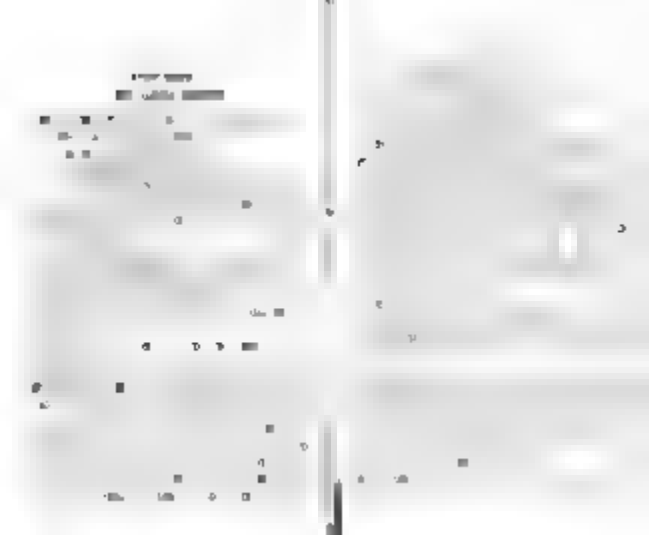

তথাহি বাজসনেয়িনঃ —(বৃহদা ৪।৫।৬)

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ, শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। ইতি

কাঠকা—নৈষা তর্কেণ মতি রাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব

সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ ॥ ইতি ॥৫॥

স্মৃতিশ্চ—

পূর্ব্বাপরাবিরোধেন কোঽত্রার্থোঽভিমতো ভবেৎ।

ইত্যাদ্য ঊহনং তর্কঃ শুষ্কতর্কন্তু বর্জ্জয়েৎ ॥ ইতি ॥৬॥

টীকা—অনুকূল তর্কাঙ্গীকারে শ্রুতিমাহ—আত্মেতি। অরে মৈত্রেয়ি! আত্মা হরির্দ্রষ্টব্যঃ সাক্ষাৎ কর্ত্তব্যঃ। তত্র সাধনমাহ শ্রোতব্য বৈদিক গুরু-প্রমুখাৎ শ্রোত্রেণ গ্রাহ্যঃ। মন্তব্যঃ বেদানুযায়িনা তর্কেণ নিশ্চেতব্যঃ। নিদি-ধ্যাসিতব্যো ধ্যাতব্যঃ। অত্র ধ্যানমেব বিধেয়ম্, প্রাপ্তত্বাৎ, স্বাধ্যায়বিধিপ্রাপ্তত্বাৎ শ্রবণস্য তৎপ্রতিষ্ঠার্থত্বান্মননস্য চানুবাদ এব। প্রতিকূলতর্কত্যাগে শ্রুতিমাহ নৈষেতি। হে প্রেষ্ঠ! হে নচিকেত! এষা ব্রহ্মজ্ঞানার্হা মতিস্ত্বয়া শুষ্কেন তর্কেণ নাপনেয়া ন ভ্রংশনীয়া। তর্হি জ্ঞানং কথং ভবেৎ তত্রাহ প্রোক্তেতি। অন্যেন বৈদিকেন গুরুণা প্রোক্তা উপদিষ্টা সতী সা সুজ্ঞানায় প্রমায়ৈ ভাবিনী ইত্যর্থঃ ॥৫॥ উক্তাং ব্যবস্থাং প্রমাণয়তি পূর্ব্বাপরেতি ॥৬॥

দিতেছেন—'হে মৈত্রেয়ী! আত্মসাক্ষাৎকার অবশ্য কর্তব্য, তাহার উপায় গুরুর মুখ হইতে শ্রবণ, অনন্তর মনন অর্থাৎ বেদনাকূল তর্ক এবং নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যান করিবে ॥৪॥

এই বিষয়ে কঠশাখিগণও বলিয়া থাকেন—এই ব্রহ্মের উপাসনাযোগ্যা বুদ্ধি শুষ্ক তর্কের দ্বারা যোজনা করা উচিৎ নহে। হে প্রেষ্ঠ! এই মতি বৈদিক-গুরুগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মানুভবের নিমিত্ত হইয়া থাকে ॥৫॥

স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে যথা—পূর্ববাক্যের সহিত পরবাক্যের বিরোধ পরি-হার করিয়া কোন্ অর্থটি এখানে অভিমত—এইরূপ উহের নাম তর্ক। শুষ্ক তর্ক ত্যাগ করিবে। শুষ্ক তর্ক হেয় প্রতিপাদন, স্মৃতিশাস্ত্রেও নির্দিষ্ট আছে ॥৬॥

নাবেদবিদুষাং যস্মাৎ ব্রহ্মধীরুপজায়তে।

যচ্চৌপনিষদং ব্রহ্ম তস্মান্মুখ্যা শ্রুতির্ম্মতা ॥

তথাহি শ্রুতিঃ ( )

নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং ॥ ইতি ।

ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি ॥ ইতি চ (বৃহদা° ৩।৯।২৬) ॥ ৭ ॥

ইতি প্রমেয়রত্নাবল্যাং প্রমাণ-ত্রিত্ব প্রকরণং নবমং প্রমেয়ং সমাপ্তম্ ॥৯॥

অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং চ শ্রুতেঃ প্রাধান্যং দর্শয়ন্ উপসংহরতি নাবেদেতি। অবেদ-বিদুষাং বেদজ্ঞানরহিতানাং তার্কিকাদীনাং যস্মাৎ ব্রহ্মধীর্ন জায়তে। ইতি ব্যতিরেকঃ। যচ্চৌপনিষদং ব্রহ্ম ইত্যন্বয়শ্চ। নাবেদেত্যাদ্যুক্তার্থং ॥ ৭ ॥

ইতি কান্তিমালায়াং প্রমাণত্রিত্ব প্রকরণং ব্যাখ্যাতম্ ॥৭॥

যেহেতু বেদজ্ঞানরহিত তার্কিকগণের ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না, আর ব্রহ্ম হইতেছেন সমস্ত উপনিষদের প্রতিপাদ্য, অতএব শ্রুতিই প্রধান প্রমাণ—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

এবিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ আছে, যথা—বেদজ্ঞানহীন পুরুষ পরমাত্মাকে মনন করিতে পারে না। আমি উপনিষৎপ্রতিপাদ্য পুরুষ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি ॥৭॥

ইতি নবম প্রমেয় ॥৯॥

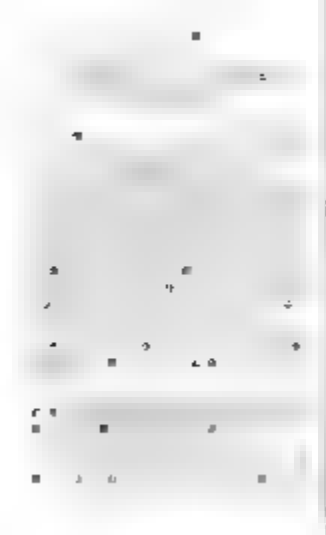

এবমুক্তং প্রাচা—

শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগৎ তত্ত্বতো
ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ।
মুক্তি র্নৈজসুখানুভূতি রমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধন
মক্ষাদি ত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈক-বেদ্যো হরিঃ॥ ইতি ॥১॥
আনন্দতীর্থে রচিতানি যস্যাং প্রমেয়-রত্নানি নবৈব সন্তি।
প্রমেয়-রত্নাবলী রাদরেণ, প্রধীভিরেষা হৃদয়ে নিধেয়া॥ ২

যানি অস্মৎ পূর্ব্বাচার্যেণ প্রমেয়ান্যুপাত্তানি তান্যেবাত্র ময়াপীত্যাহ এবমুক্তং প্রাচেতি, শ্রীমদিতি। অনুচরাঃ দাসাঃ, নিত্যাশ্চ। নীচোচ্চ ভাবং সাধন ভেদৈঃ ফল তারতম্যং। মুক্তির্নৈজেতি—"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"॥

(২।১০।৬) ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে। বৈমুখ্য-রচিতং দেবমানবাদি ভাবং তৎসাম্মুখ্যেন হিত্বা সাক্ষাৎ কৃতেন চিৎসুখেন বিজ্ঞাতৃণা স্বরূপেণ স্থিতির্মুক্তিঃ ইত্যর্থঃ। অণুবিজ্ঞান সুখং বিজ্ঞাতৃ হরের্দাসভূতং জীবস্য নৈজং রূপং। দাস্যং চ তদঙ্ঘ্রি লাভাদ্বিনাভূতমিতি "মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রি লাভং ইত্যনেনাবিরুদ্ধং। বিকশিতার্থমন্যৎ ॥১॥ গ্রন্থমুপসংহরং স্তস্যোপাদেয়ত্ব মাহ আনন্দেতি স্ফুটার্থং ॥২॥

অন্তেঽপি হৃদি স্বাভীষ্ট স্ফুরণং মঙ্গলমাচরতি নিত্যমিতি। অত্র শ্রীকৃষ্ণঃ

পূর্ব্বাচার্য্য এরূপ বলিয়াছেন—মধ্বাচার্য্যমতে ভগবান্ শ্রীহরিই পরতত্ত্ব, জগৎ বাস্তবিক পক্ষে সত্য, ভেদও সত্য, জীবগণ শ্রীহরির সেবক, তাহারা সাধনতারতম্য বশতঃ উৎকর্ষ ও অপকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। স্বরূপানন্দানুভবের নাম মুক্তি। শুদ্ধা ভক্তিই মুক্তির উপায়। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই তিনটী প্রমাণ, শ্রীহরি একমাত্র বেদাদিশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য॥ ১॥

যে প্রমেয়রত্নাবলী গ্রন্থে নয়টী প্রমেয়রূপ রত্ন আছে, সুধী ব্যক্তিগণ আদরসহকারে সেই প্রমেয়রত্নাবলী হৃদয়ে ধারণ করুন॥ ২॥

চৈতন্যস্বরূপ মুরারি—শ্রীকৃষ্ণ আমাদের হৃদয়ে চিরদিন বাস করুন, যাঁহার কৃপায় কুম্ভীরধৃত হস্তী সদ্য পশুভাব ত্যাগ করিয়া, অথবা উৎকলাধিপ প্রতাপরুদ্র সদ্য রাজ্যাভিমান ত্যাগ করিয়া সুখী হইয়াছিলেন॥৩॥

নিত্যং নিবসতু হৃদয়ে চৈতন্যাত্মা মুরারি র্নঃ।
নিরবদ্যো নির্বৃতিমান্ গজপতিরনুকম্পয়া যস্য সদ্যঃ॥৩
ইতি প্রমেয়রত্নাবলী পূর্তিমগাৎ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ স্বপূর্ব্বচতুর্থো রসিক-মুরারিশ্চ ইতি ত্রয়ঃ। প্রথম পক্ষে—চৈতন্যাত্মা চিদ্বিগ্রহঃ মুরারিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। গজপতি র্গ্রাহগ্রস্তো গজেন্দ্রঃ। দ্বিতীয়ে—চৈতন্যনামা আত্মা বিগ্রহঃ শচ্যাং জগন্নাথমিশ্রাৎ প্রকটঃ। গজপতিঃ প্রতাপরুদ্রো নৃপতিঃ। তৃতীয়ে—চৈতন্যাত্মা শচীসূতে নিবিষ্টচিত্তঃ রসিকমুরারিঃ। গজপতি গোপালদাসাখ্যঃ করিঃ॥৩

বেদান্ত-বাগীশ কৃত প্রকাশা, প্রমেয়-রত্নাবলী কান্তিমালা।
গোবিন্দ-পাদাম্বুজ-ভক্তিভাজাং, ভূয়াৎ সতাং লোচন রোচনীয়ম্॥
ইতি প্রমেয় রত্নাবল্যাঃ কান্তিমালা টিপ্পনী সম্পূর্ণা॥

গ্রন্থকার গ্রন্থ শেষ করিয়া হৃদয়ে স্বাভীষ্টদেবের স্ফূর্ত্তি প্রার্থনা করিয়াছেন যে—যাঁহার কৃপায় কুম্ভীর-ধৃত হস্তী পশুভাব ত্যাগ করিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন অথবা উৎকলাধিপ গজপতি প্রতাপরুদ্র রাজাভিমান ত্যাগ করিয়া নিরবদ্য (বিশুদ্ধ বা উৎকৃষ্ট) ও নির্বৃত্তি বিরতি বা ক্ষান্তি বা স্বরূপানন্দ লাভ করিয়াছিলেন, সেই চৈতন্য স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের হৃদয়ে নিত্য বাস করুন। ৩

পক্ষে—মদীয় পূর্বচতুর্থগুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগত প্রাণ শ্রীরসিকানন্দ মুরারি প্রভু আরাধ্যরূপে নিত্যকাল আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করুন। যাহার কৃপায় মদমত্ত হস্তী সদ্য পশুভাব ত্যাগ করিয়া গোপাল দাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ৩

ইতি প্রমেয় রত্নাবলী সমাপ্ত।

—•—

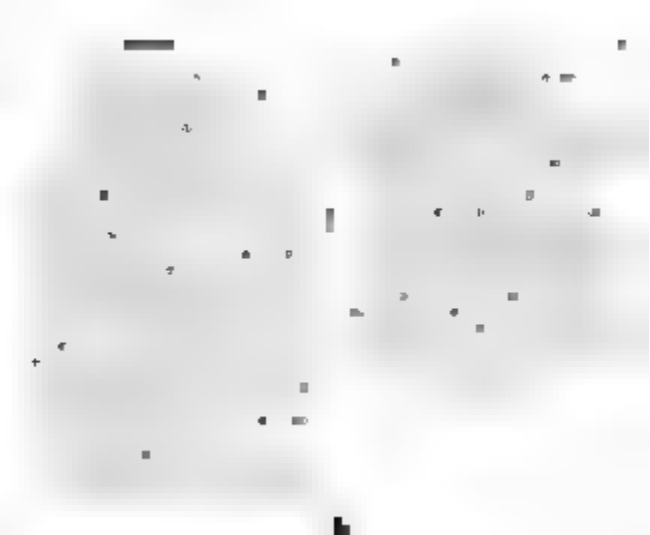

প্রমেয় রত্নাবল্যাং প্রশ্নাঃ

১৯৭৫ খৃঃ

১। 'কৃষ্ণঃ পরতমো মতঃ' ইত্যস্য প্রসঙ্গ সঙ্গতিং প্রদর্শন্য পূর্বকং গ্রন্থকৃদুক্তদিশা বিবৃতিঃ কার্য্যা।—উত্তর ১।৯-১০।

২। কে তে পঞ্চ সংস্কারাঃ? তত্রত্য লক্ষণাদি নিরূপণীয়ম্। উত্তর ৮।৬

৩। বিজ্ঞান সুখরূপত্বমাত্ম শব্দেন' ইত্যাদি, তাৎপর্য নির্দেশ পূর্বকং ব্যাখ্যা বিধেয়া। উত্তর ১।১১।

৪। কা নাম বিষ্ণোঃ শক্তিঃ? সা চ কতিবিধা? উত্তর ১।১৮-১৯

১৯৭৪ খৃঃ

১। কতিবিধানি প্রমেয়াণি? তেষাং বিবৃতি কার্যা। উত্তর ১।৮।

২। তাৎপর্য নির্ণায়কানি লিঙ্গানি কতি বিধানি?
শ্রুতি-স্মৃতি সংবাদেন তেষাং ভেদে
তাৎপর্যমুপপাদ্যতাম্? উত্তর ৪।২-৩।

৩। রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে—ইত্যাদি। অথবা—
শান্তাদ্যা রতি পর্যন্তা যে ভাবাঃ ইত্যাদি।
—প্রকরণমুল্লিখ্য অনয়োরেকতর—শ্লোকস্য ব্যাখ্যায়তাম্
যথা গ্রন্থকৃদাশয়ো ব্যক্তো ভবেৎ। উঃ— ১।৬, ৬।৪

১৯৭২-৭৩ খৃঃ

১। কতিবিধা নামাপরাধাঃ? বলদেবোক্ত দিশা স্ফুটং সমাধেয়ম্
উত্তর—৮।১১

২। অধস্তনেষু শ্লোকেষু একস্য ব্যাখ্যা কার্য্যাঃ
ক) বিজ্ঞান সুখ রূপত্বমাত্ম শব্দেন বোধ্যতে। ইত্যাদি, উত্তর ১।১১
খ) এবং সাম্যেঽপি বৈষম্যমৈহিকং কর্মভিঃ স্ফুটম্। ইত্যাদি, উঃ ৬।৪

৩। অণুচৈতন্যরূপত্ব জ্ঞানিত্বাদ্যবিশেষতঃ। শ্লোকস্য ব্যাখ্যা কার্য্যাঃ। উত্তর ৬।১,

১৯৭১ খৃঃ

১। সাক্ষাৎ পরম্পরাভ্যাং বেদা গায়ন্তি মাধবং সর্বে। ইত্যাদি শ্লোকস্য ব্যাখ্যা কার্যা—উত্তর ২।২

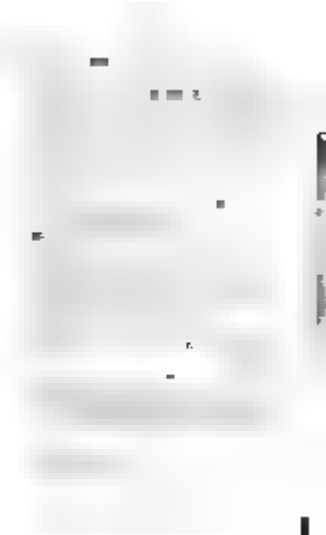

১৯৭১ খৃঃ

২। পূর্ত্তিঃ সার্বত্রিকী যদ্যপ্যবিশেষা তথাপি হি। ব্যাখ্যা কার্যা। উত্তর ১।২১

৩। অচিন্ত্যা শক্তিরস্তীশে যোগশব্দেন যোচ্যতে। বিরোধভঞ্জিকা সা স্যাৎ ইত্যাদি শ্লোকস্য ব্যাখ্যা কার্য্য। উত্তর ১।১৪

১৯৬৯, ১৯৬৫, ১৯৬৬ খৃঃ

১। প্রতিবিম্ব পরিচ্ছেদপক্ষৌ যৌ স্বীকৃতৌ পরৈরিতি, ইত্যাদি শ্লোকস্য ব্যাখ্যা কার্য্যা। উত্তর ৪।৮

২। অদ্বৈতবাদি স্বীকৃতৌ প্রতিবিম্ব পরিচ্ছেদবাদৌ কথং নিরাকৃতৌ। উঃ ৪।৮

১। নির্গুণং ব্রহ্ম সত্যং এতন্মতং কয়া যুক্ত্যা পরিহৃতম্ ব্যাখ্য কার্য্যা উঃ ৪।১০

২। জীবেশ্বরয়োস্তারতম্যং কীদৃশম্? ব্যাখ্যা কার্য্যা। উত্তর—৪।১, ৪,

৩। জীবানাং ভগবদ্দাসত্বং কথং প্রতিপাদিতম্? উত্তর – ৫।১-২

৪। ভগবদ্বিগ্রহস্য নিত্যত্বে কিং প্রমাণম্? উত্তর—১। ২১

৫। একত্বে সত্যপি বিষ্ণোঃ কথং বহুত্বম্? উত্তর – ১। ২৯

১৯৬৫ খৃঃ

১। অধস্তন শ্লোকৌ ব্যাখ্যেয়ৌ

ক) তুস্থোঽপি নিখিলব্যাপীত্যাখ্যানান্মূর্ত্তিমান্ বিভুরিতি। উত্তর— ১।১৩

খ) ন ভিন্না ধর্ম্মিণো ধর্ম্মা ভেদভানং বিশেষতঃ। ইত্যাদি। উত্তর ১।১৬

২। অধস্তন শ্লোকস্য ব্যাখ্যা কার্য্যা।

অলীকং নির্গুণং ব্রহ্ম প্রমাণাবিষয়ত্বতঃ। ইত্যাদি ৪।১০

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১৭	সূচীত	সূচিত
৩	২	নিত্যানন্দ দ্বৈত	নিত্যানন্দাদ্বৈত
৬	১৩	প্রভুণাং	প্রভূণাং
৯	৮	বেদিতব্য	বেদিতব্যং
৯	১৪	পরিয়েৎ	পরিচরেৎ
১৫	২০	যা যশোদা	মা যশোদা
১৭	২১	মধ্যার্য	মাধুর্য
১৮	৬	স্তথৈবেয়	স্তথৈবেয়ং
২২	৯	পূর্ণাদ তারি	পূর্ণাদবতারি
২২	২৩	সার্বাত্রিকী	সার্বত্রিকী
২২	২৫	পূর্শ	পূর্ণ
২২	২৬	পূর্ণচার	পূর্ণতার
২৩	২	দেহাতস্য	দেহাস্তস্য
২৩	৫	নর্বে	সর্বে
২৩	৫	পূর্ণঃ	পূর্ণাঃ
২৩	২০	নকল	সকল
২৫	১৬	সর্বসাং	সর্বাসাং
২৭	৩	বৃষ্ণ্য	বৃষ্ণঃ
৩৮	৫	প্রপঞ্চেঽপি	প্রপঞ্চোঽপি
৪২	১৫	বাকং	বাক্যং
৫০	৭	শান্ত্যদ্যা	শান্ত্যাদ্যা
৫১	৮	বল্যং	বল্যাং
৬০	৮	ত্রিষ্ণবন্ত	ত্রিষ্ণন্ত
৬১	১৫	স্তেব	স্তোব
৬১	১৬	তর্হ্যানু	তর্হ্যনু
৬১	১৬	ত্যজ্য	ত্যাজ্য
৬৪	১৫	লাভাদ্	লাভা

— ৫ —

শ্রীগোপাল চতুষ্পাঠী প্রকাশিত গ্রন্থ।

লেখক—শ্রীসুলোচন পঞ্চশাস্ত্রী

ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ

১। শ্রীমদ্ভাগবতে বেদস্তুতি ব্যাখ্যা

শ্রুতিরূপা নিত্যসিদ্ধা ভাবময়ী গোপীগীত তত্ত্ব ব্যাখ্যা

বৈষ্ণব দর্শন উপাধি পাঠ্য

২। প্রমেয় রত্নাবলী ,, প্রথমা পাঠ্য

৩। শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণস্য প্রথমা প্রশ্নোত্তরী

৪। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দীক্ষার্চ্চন

সাধকের সিদ্ধ পদ্ধতি শিক্ষা

৫। শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ প্রবচন সিদ্ধান্ত (দ্বিতীয় ভাগ)

৬। ভারতীয় তীর্থদর্শন (৭০টি চিত্রসহ

পবিত্র শাস্ত্রীয় দর্শন বিবরণ)

৭। গৌরমণ্ডল পরিক্রমা (কুম্ভমেলা)

৮। ব্রজ চৌরাশী ক্রোশ পরিক্রমা

প্রসিদ্ধ ব্রজ গাইড

৯। ঐ হিন্দী

১০। কুম্ভমেলা বৃন্দাবন দর্শন (হিন্দী)